গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর

(রচনাকাল ১৮৩৬)

ব্যংগ নাট্য

Don't blame the looking glass
If your mug is Crooked.
—Popular Proverb.

লেখক—নিকোলাই ভ্যাসিলিভিচ্ গোগোল।
অনুবাদক—অনিলেন্দু চক্রবর্তী।

সঞ্চয়ন পাবলিশার্স
৮৪/এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশকঃ শ্রীবিমল চন্দ্র দত্ত,
সঞ্চয়ন পাবলিশার্সের পক্ষে,
৮৪।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম বাংলা সংস্করণ।
দামঃ এক টাকা চার আনা।

দোল পূর্ণিমা।
১৩

মুদ্রাকর—মতিলাল সরকার।
—নন্দী প্রিন্টিং ওয়ার্কস—
২২৭, রাসবিহারী এভিনিউ।

———

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারকে

(ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্দেশ্যে অনূদিত)

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ :—

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ১ম খণ্ড (রাশিয়া)

আমার জীবন (শেভখের বিখ্যাত উপন্যাস) যন্ত্রস্থ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় খণ্ড (রাশিয়া) যন্ত্রস্থ

প্রকাশিকা প্রতিষ্ঠান—

৮৪/এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একমাত্র পরিবেশক

ভূমিকা

গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর শুধু রাশিয়ার নয়—পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যংগনাট্য। হাস্যকর একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে জ'মে উঠেছে নাটকটি। পুশকিন একবার এক মফস্বল সহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসন-বিভাগের কর্তারা তাকেই গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর মনে করে। পুশকিনের মুখে গোগোল এই গল্প শুনে তখনকার বিকৃত শাসনবিভাগের এক নিখুঁত ব্যংগচিত্র এঁকেছেন,—হাসতে হাসতেই চালিয়েছেন তীক্ষ্ণ ছুরি।

প্রথম নিকোলাসের সময় রাশিয়ার শাসন বিভাগে যে ঘুষ ও ব্যভিচারের অবাধ রাজত্ব চলে তারি অনবদ্য নাট্যরূপ এই গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর; কিন্তু প্রতিভাবান লেখকের হাতের গুণে নাটকের উপাদেয় ব্যংগরস সমস্ত কুশাসিত সমাজের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে উপভোগ্য। লেখক কুশাসনের "চোরাবাজারটা" আমাদের সামনে এমন নিখুঁত কৌশলে খুলে ধরেছেন যে পাঠক ও দর্শকেরা খুসীতে অধীর হ'য়ে উঠবেন, কিন্তু পরেই বোধ হয় এটাও ভাবতে থাকবেন,—একটা শাসন বিভাগের কী মর্মান্তিক অধঃপতন রয়েছে এর মূলে।

নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যই মনে হবে অতি পরিচিত। আমাদের দেশে এ নাটকটি অতি উপাদেয় এবং একান্তই যুগোপযোগী; এ রকম অনবদ্য নাটক অনেক আগেই ভাষান্তরিত হওয়া উচিত ছিলো। প্রেস সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'তে অত্যন্ত দেরী হ'য়ে গেলো।

এদেশে অভিনয়ের জন্য নামধামের ও সাজসজ্জার একটু আধটু বদল করে নিলেই চলতে পারে,—যেমন, পিটার্সবার্গের বদলে দিল্লী, পুশকিনের বদলে রবীন্দ্রনাথ, গাউনের জায়গায় শাড়ী, মা মেরীর জায়গায় মা কালী—এমনি সব ছোটোখাটো পরিবর্তন। এদেশে অভিনয়ের জন্য বাংলা নামের একটা খসড়াও দেওয়া হ'লো। ইচ্ছাসত্ত্বেও অনুবাদগ্রন্থে কোনো পরিবর্তন করিনি, কারণ নাটকটি রুশীয়, এবং আমি তার ইংরেজী সংস্করণের বিশ্বস্ত অনুবাদক মাত্র। ইতি—অনুবাদক।

নিকোলাই ভ্যাসিলিভিচ গোগোল

(১৮০৯—১৮৫২)

ইনি রাশিয়ার এক নতুন সাহিত্যযুগের অগ্রদূত, এঁর জীবনও বিচিত্র অদ্ভুত। পল্টোভা প্রদেশের সেরোচিণ্টাস্কিতে সম্ভ্রান্ত এক য়ুক্রেনীয় কশাক পরিবারে জন্ম, ৩১শে মার্চ্চ, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ ; শিক্ষা নিঝিন-জিমনাসিয়ামে। ইনি বহুবার প্রবেশ করে দেখেছেন জীবনের বহুবিভাগে : পিটার্সবার্গ থিয়েটারে অভিনেতা, চিত্রকর, য়ুনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, এমন কি গভর্মেণ্ট অফিসে কেরানী পর্যন্ত ! একবার তার একটা কবিতা এতো কুসমালোচিত হয় যে লেখক সেটাকে পুড়িয়ে ফেলে রাগের মাথায় যাত্রা করেন এমেরিকা, কিন্তু মধ্যপথ থেকেই আবার ফিরে আসেন পটার্সবার্গে। এরপরে সাহিত্য মহলে পরিচয় ও পুশকিনের সৌহার্দ লাভ করেন।

ফলে : প্রথম রচনা "ডিকাংকার এক গোলাবাড়ীর সেই সন্ধ্যাগুলি" প্রকাশিত হয় 'রুডি পিংকো' দি বি কিপার,—এই বেনামে। য়ুক্রেনীয় পল্লীজীবনের এই সুন্দর ছবিগুলি বিশেষ সমাদর লাভ করে। পরবর্তী বিখ্যাত রচনা :— তারাস বুলবা (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ওলড ওয়ার্লড জেণ্টি (আগের দিনের ভদ্র জীবন *), ওভার কোট (কেরাণী জীবনের করুণ চিত্র), রেভিজর (গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর), ডেড সোল্‌স (বিশিষ্ট এক বিখ্যাত উপন্যাস)। এই গ্রন্থগুলি মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যে রচিত !

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত রেভিজর বা গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট ব্যংগ নাট্য, বুরোক্রেসির একটি উপাদেয় বিদ্রূপচিত্র।

জীবনের শেষের দিকে লেখক চেলেনস্কির হাতে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়ে চলে যান জেরুজালেমে, ফিরে এসে এক ধর্মক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়ে তার উপদেশ মতো পরবর্তী রচনাগুলির প্রায় সবই নষ্ট ক'রে ফেলেন।

গোগোলের মৃত্যু হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে—মাত্র ৪৩ বছর বয়সে।

গোগোলের রচনা রোমাণ্টিসিজমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং তার সংগে বাস্তব জীবনের অপূর্ব সুন্দর যোগাযোগের বিশিষ্ট নিদর্শন।

—অনুবাদক।

---

* অনুবাদক কর্তৃক ভাষান্তরিত

নায়ক-নায়িকা

এণ্টন এণ্টনভিচ্ স্কভজনিক-ঘুখানভস্কি	চিফ পুলিশ
আন্না এণ্ড্রিয়েভনা	স্ত্রী
মেরিয়া	মেয়ে
লুকালুকিচ হ্লপভ	স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
তার স্ত্রী	
এ্যামস ফিডরভিচ লিপাকিন টিপাকিন	জজ
আর্টেমি ফ্লিপপোভিচ জেমলিয়ানিকা	দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সুপারভাইজার
আইভান কুজমিক স্কেপ্কিন	পোষ্টমাষ্টার
পিটার আইভানভিচ ডব্চিনস্কি ও বব্চিনস্কি	সহরবাসী ধনী জমিদার
আইভান এলেকজাণ্ডোভিচ হ্লেষ্টাকভ	পিটার্সবার্গ সমাগত অফিসার
অজিপ	চাকর
ক্রিশ্চিযান আইভানোভিচ গিব্নার	সদর ডাক্তার
ফিডর এণ্ড্রেভিচ লিউ লিউকভ আইভান লাজারেভিচ রাষ্টাকভস্কি ষ্টেপান আইভানভিচ করবকিন	সহরে সম্মানিত অবসর-প্রাপ্ত অফিসার
ষ্টেপান ইলিচ উখভের্টভ	পুলিশ ক্যাপ্টেন
স্বিষ্টুনভ, পুগ্ভিত্সিন ও দেরঝিমরদা	পুলিশ
আবদুলিন	ব্যবসায়ী
ফিভ্রনিযা পেট্রভা পশ্লেপকিন	কামারের স্ত্রী
মিশ্কা	চিফ পুলিশের চাকর
এক পুলিশের স্ত্রী	
হোটেলের চাকর	

স্ত্রী-পুরুষ, অতিথিগণ, বণিক ব্যবসায়ীরা, শহরবাসীরা ও আবেদনকারীরা।

বাংলা নামরূপের খসড়া

জগত্তারণ দত্ত	ম্যাজিষ্ট্রেট *
মালতী	স্ত্রী
মাধবী	মেয়ে
গুণীন্দ্র ব্যানার্জী	জজ
দয়াময় কুণ্ড	দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুপারভাইজার
জীবন সেন	স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
নির্মল নাগ	পোষ্ট মাষ্টার
জনার্দন ধর ও গোবর্দ্ধন ভড়	শহরবাসী দুই জমিদার
চঞ্চল কুমার চৌধুরী	দিল্লী সমাগত অফিসার
গোবিন্দ	পুরোনো চাকর
রবীন মিটার	সদর ডাক্তার
রাসবিহারী পাইন, নীলকান্ত সান্ন্যাল ও রবীন্দ্র মজুমদার	অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও সম্মানিত ব্যক্তি
শান্তিময় গুপ্ত	পুলিশ ক্যাপ্টেন
কেদার সিং, আবদুর সেখ ও কালীচরণ হাওলাদার	পুলিশ
গজেন্দ্র সাহা	ব্যবসায়ী
ভোলা	চিফ পুলিসের চাকর
কর্মকারের স্ত্রী	
পুলিশের বিধবা স্ত্রী	
হোটেলের চাকর	

স্ত্রী-পুরুষ, অতিথি, বণিক ব্যবসায়ী, সহরবাসী ও আবেদনকারীরা।

---

* চিফ পুলিশের পোষ্টটি আমাদের দেশের ম্যাজিষ্ট্রেটের মতো, সমস্ত জিলার তিনিই সর্বময় কর্তা; একমাত্র সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্টের কাছেই তিনি দায়ী।

নায়ক-নায়িকা ও সাজসজ্জা।

(রূপায়ন প্রসংগে গ্রন্থকারের মন্তব্য)

চিফ পুলিশ * —চাকরী ক'রে মাথার চুল পেকে এসেছে প্রায়,—নিজেকে ভাবে সে মস্তো বুদ্ধিমান। ঘুষখোর হলেও আচরণটা পদ-মর্য্যাদা-বোধে সচেতন। কড়া মেজাজের লোক, নিজেকে মনে করে নীতিবাগীশ। কথা বলে বেশীও না, কমও না; জোরেও না, আস্তেও না। প্রত্যেকটি কথাই তার ওজন-ভারী, দৈহিক গঠনও কাঠ-খোট্টা—নিম্নপদ থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উচ্চপদে উন্নীত লোকের যেমনটা হ'য়ে থাকে সাধারণত। ভয় থেকে আনন্দে বা নম্রতা থেকে ঔদ্ধত্যে পরিনতি অত্যন্ত চকিত,—স্থূলপ্রকৃতির লোকের মতোই। পরিধানে সবুট য়ুনিফর্ম। চুল খাটো করে ছাঁটা, মাঝে মাঝে শাদা।

আন্না এণ্ড্রিয়েভনা, চিফ পুলিশের স্ত্রী—মফস্বল সহরের মধ্যবয়সী একটি 'ককেট' বিশেষ। অর্দ্ধেকটা চরিত্র গড়ে উঠেছে উপন্যাস ও সিনেমার প্রভাবে আর অর্দ্ধেকটা গৃহিনীপনায় ও ঝি চাকরদের উপরে ছড়ি ঘুরানতে। খুবই চঞ্চল-উন্মুখ, মাঝে মাঝে অহংকারে ভেঙে পড়ে। কখনো বা প্রভুত্ব খাটায় স্বামীর উপরেই, কারণ তিনি তার স্ত্রীর সংগে কথায় পেরে উঠেন না। কিন্তু এই প্রভুত্ব শুধু তুচ্ছ বিষয়ে,—এবং তা মশারী-রাজত্বে ও মুখঝামটা মারাতেই সীমাবদ্ধ। অভিনয়কালের মধ্যে সে পোষাক বদলাবে অন্ততঃ চারবার।

হেলষ্টাকভ—তেইশ চব্বিশ বছরের যুবক ছিপছিপে শুকনো চেহারা। বোকা ধরণের—লোকে যাকে বলে মাথায় গোবর ভরা। অফিস রাজ্যে সে একটি বোবা জীব বিশেষ। তার কথা ও কাজের আগে ভাবনা চিন্তার কোনো বালাই নেই। কোনো বিষয়েই মনকে কেন্দ্রমুখী করার ক্ষমতা নেই তার। কথা বলতেও মুখে বাধে না, হঠাৎ যা হোক একটা বললেই হলো। যতো সহজ স্বাভাবিক ভাবে হবে এর অভিনয় ততোই ভাল হবে। খুব কেতাদস্তর এর পোষাক পরিচ্ছদ।

---

* একটা জিলার সর্বেসর্বা,—অনেকটা ম্যাজিষ্ট্রেটের মতো। জিলার ইনিই শ্রেষ্ঠ অফিসার।

অজিপ—অনেক দিনের পুরোনো চাকর, কথা বলে বিজ্ঞের মতো,—অনেকটা কতৃত্বের সুরে। নীতির দিকেও নজর আছে তার, মনিবের সমালোচনা করে আড়ালে। কণ্ঠস্বর প্রায় সব সময়েই এক রকমের,—মনিবের সংগে কথা বলার সময় সে হঠাৎ হ'য়ে উঠে কড়া মেজাজী, রুক্ষ। মনিবের চেয়ে সে নিজেই বরং বেশী বুদ্ধিমান, কাজেই মনিবের চেয়ে নিজেই যে কোনো ব্যাপার চট্ করে ধরতে পারে। কিন্তু বেশী কথা বলার ধার ধারেনা সে,—সে একটি মিটমিটে শয়তান বিশেষ।

ডব্‌চিনস্কি ও বব্‌চিনস্কি—দুজনই বেঁটে মোটাসোটা,—আশ্চর্যভাবে একরকম দেখতে। দু'জনেই তাড়াতাড়ি কথা বলে অংগভংগী সহকারে। ডব্‌চিনস্কি বরং একটু লম্বা, এবং বব্‌চিনস্কির মতো অতো বেশী হালকা নয়। কিন্তু বব্‌চিনস্কি আবার ডব্‌চিনস্কির চেয়ে বেশী মিশুক প্রকৃতির, বেশী হাসি-খুশী।

লিপাকিন টিপাকিন—জজ সাহেব, পড়েছেন বড়ো জোর পাঁচ ছ' খানা বই,—এবং কাজেই তিনি কিছুটা 'ফ্রি-থিংকার'—বা স্বাধীনমনা। মতামত পেশ করতে ভালো-বাসেন খুব, কাজেই তার প্রত্যেকটি কথায় তিনি বিশেষ মূল্য আরোপ করেন। অভিনেতা সব সময়েই মুখে ফুটিয়ে রাখবেন 'সবজান্তা' একটা ভাব। মোটা ভর্তি গলায় কথা বলবেন—কষ্টে সৃষ্টে টেনে টেনে ফ্যাস্ ফ্যাস্ ফ্যাস্ ফ্যাস্ ক'রে; পুরোনো ঘড়ি যেমন খস্ খস্ শব্দ করতে করতে বেজে ওঠে শেষে।

আর্টেমি ফ্লিপপোভিচ—দাতব্য কেন্দ্রের সুপারভাইজার, দেখতে বিশ্রী, মোটাসোটা, লম্বা, নোংরা ধরণের লোক; কিন্তু খুবই পাকালোক, খুবই পাজি, খুবই দয়াময়,—এবং খুবই চটপটে।

পোষ্টমাষ্টার—সরল মানুষ,—এমন কি গেঁয়োই বলা চলে।

অন্যান্য চরিত্র প্রসংগে বিশেষ কিছু বলার নেই,—যে কোনো সমাজেই সচরাচর দ্রষ্টব্য।

অভিনেতারা বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন শেস দৃশ্যের উপর। শেষ উক্তিটি, সবার উপরে এসে পড়বে একটা বৈদ্যুতিক শকের মতোই। সমস্ত অভিনেতারাই এক নিমেষেই তাদের অভিনয়-রূপ ধারণ করবেন। সমবেত মহিলাদের মুখ থেকে একসংগেই ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে বিস্ময় ধ্বনি!—যেনো সে একজনেরই মুখ থেকে। এই সব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না থাকলে সবি মাটী হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর

প্রথম অংক

চিফ্‌ পুলিশের ড্রইং রুম

প্রথম দৃশ্য

(চিফ পুলিশ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সুপারভাইজর, স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জজ সাহেব, পুলিশ ক্যাপটেন, সদর ডাক্তার ও দুইজন পুলিশ)

চিফ পুলিশ : আপনাদের সবাইকে আজ এখানে আমন্ত্রণ করেছি ভয়ানক অপ্রীতিকর একটা খবর দেবার জন্যেই,—আমাদের পরিদর্শন করতে আসছেন একজন সরকারী ইন্‌স্‌পেক্টর।

লিপাকিন টিপাকিন্‌ : অ্যাঁ, ইন্‌স্‌পেক্টর !

আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ্‌ : সরকারী ইন্‌স্‌পেক্টর ?

চিফ পুলিশ : হ্যাঁ, রাজধানী থেকেই এবং ছদ্মবেশে, আসছেনও গোপন নির্দেশ পেয়ে।

লিপাকিন টিপাকিন্‌ : বটে !

আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ্‌ : অর্থাৎ দুর্ভোগ কাকে বলে চিনতে যেনো আমাদের বাকী আছে আর কি !

লুকা লুকিচ্‌ : সর্বনাশ, তাও আবার গোপন নির্দেশ পেয়ে !

চিফ পুলিশ : আগেই তার ইংগিত পেয়েছি। গত রাতেই বারবার স্বপ্ন দেখেছি দুটো প্রকাণ্ড ইঁদুর। অমন আর কখনো দেখিনি। যেমনি কালো তেমনি বড়ো ! এসে, ঘরের চারিদিক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ

উধাও। এবারে আপনাদের কাছে চিঠিটাই পড়ছি তা হ'লে। লিখেছে আন্দ্রে আইভানভিচ্,—আপনারা সবাই চেনেন তাকে,—লিখেছে সে,—"প্রিয় বন্ধু ও চিরহিতৈষী" (চিঠিটার ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলোতে বুলোতে নীচু গলায় বিড়্ বিড়্ ক'রে পড়লো খানিকটা) আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি",—হ্যাঁ, এই যে! "অবিলম্বেই জানিয়ে দিচ্ছি যে, কেন্দ্রীয় শাসন-নির্দেশে একজন অফিসার এসেছেন সমস্ত প্রদেশটাই পরিদর্শন করতে, বিশেষ ক'রে আমাদের জিলাটা। (আঙ্ুলগুলো অর্থপূর্ণ ইংগিতের মতো তুলে) একান্ত বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকেই জ্ঞাত আছি আমি,—লোকটিকে বাইরে থেকে দেখলে অবিশ্যি মনে হবে সাধারণ! তা,—আপনাদের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয় জানি ব'লেই এবং আপনারাও বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক,—ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারবেন, তাই···"(একটুকাল থেমে) দেখুন, এখানে সবাই আমরা বন্ধুর মতো। "আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি সময় থাকতেই সাবধান হ'তে, কারণ তিনি যে কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পারেন, অবিশ্যি ইতিমধ্যেই যদি ছদ্মবেশে কোথাও অবস্থান না ক'রে থাকেন···কালকে আমি..."এর পরে আছে কয়েকটা পারিবারিক খবর,—"মামাতো বোন আন্না কিরিল্ভা তার স্বামীকে নিয়ে বেড়াতে আসছে। আইভান মোটাসোটা হয়েছে বেশ, দিনরাতই খালি গায়ে বাঁশী বাজিয়ে ফেরে···" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন এই তো অবস্থা।

লিপাকিন টিপাকিন : শুধু অবস্থা নয়, দুরবস্থা! সত্যিই, ভয়ানক কিছু হ'য়েছে নিশ্চয়।

লুকা লুকিচ : কিন্তু এমন হঠাৎ—এর হেতুটা কি? এখানে কেনো আবার ইনস্পেক্টর পাঠানো?

চিফ পুলিশ : কেনো? স্পষ্টইত নিয়তি! (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) এ পর্যন্ত

ভগবানের আশীর্বাদে তারা শুধু অন্যের ব্যাপারেই মাথা গলিয়েছে,—কিন্তু এবারে আমাদের পালা।

লিপাকিন টিপাকিন : এণ্টন এণ্টনভিচ, আমার কিন্তু মনে হয়, এই ব্যাপারটার পেছনে রয়েছে সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় কোনো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাশিয়া, হ্যাঁ রাশিয়াই বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে এবং বুঝতে পাচ্ছেন তো, মন্ত্রীমণ্ডলী এই অফিসারটিকে পাঠিয়েছেন খোঁজ খবর নিতে—তলে তলে যদি কোনো ষড়যন্ত্র সংক্রামিত হ'য়ে থাকে!

চিফ পুলিশ : কিন্তু এহেন খবর পেলেন কোথায়? আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের মুখে এমন কথা? মফস্বল শহরে আবার ষড়যন্ত্র! একি সীমান্ত শহর? সাত বছর ঘোড়দৌড় করালেও তো সাত-সীমানার মধ্যে মিলবেনা বিদেশী রাজ্য?

লিপাকিন টিপাকিন : না, আমি বলছিলাম,—আঃ ঠিক বুঝছেন না আপনারা, বুঝতেই পাচ্ছেন না,—কর্তৃপক্ষের মনে রয়েছে সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় কোনো অভিসন্ধি;—সুদূর হোলোই বা, তারা তা মানবে কেনো?

চিফ পুলিশ : তা যেদিক থেকেই হোক, আপনাদের সাবধান ক'রে তো দিলাম। এবার মন দিয়ে শুনুন, আমার দিক থেকে একরকম একটা ব্যবস্থাও ক'রে ফেলেছি, আপনাদেরো করতে বলছি, বিশেষ ক'রে আপনাকে—এই আর্টেমি স্ত্রিপ্‌পোভিচ্‌কে। বুঝতেই পাচ্ছেন, অফিসারটি বেড়াতে বেড়াতে প্রথমেই দেখতে চাইবেন দাতব্যকেন্দ্র-গুলি, মানে আপনার ডিপার্টমেণ্ট। কাজেই খেয়াল রাখবেন, সব কিছুই যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঠিকঠাক থাকে। রোগীদের বিছানাগুলি একটু পরিষ্কার করলে ভালো হয়, আর তাদের যেনো কামারশালার কামারের মতো না দেখায়।

আর্টেমি স্ত্রিপ্‌পোভিচ্‌ : আচ্ছা বেশ, আপনার হুকুম হ'লে পরিষ্কারই হবে

চিফ পুলিশ : হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা বিছানার ওপর লিখে দেবেন লাতিন বা অমনি কোনো বিদেশী ভাষায়,—দেখুন আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ্‌, এই হোলো আপনার সর্বপ্রধান কাজ···লিখবেন প্রত্যেকটা রোগের নাম, আক্রমণের সময়, সপ্তাহের তারিখ, মাস · আর একটা বড়ো খারাপ কথা, আপনার রোগীরা এ হেন কড়া তামাক টানে যে, ঘরে কেউ ঢুকলেই তার হাঁচতে হাঁচতে দফা সারা। আর তা ছাড়া, যে পরিমাণ রোগী! রোগীর সংখ্যাটা একটু কম হ'লেই শোভন হয়,—অন্যথা লোকে বুঝবে,—আমাদের ব্যবস্থার অভাব, অথবা ডাক্তারই হাতুড়ে—মানে বিনা পয়সার ডাক্তার।

আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ্‌ : তা চিকিৎসার কথা! সদর ডাক্তার আইভানভিচ্‌ আর আমি দুজনে মিলে উপযুক্ত ব্যবস্থাই করেছি। আমাদের মতে রোগীকে প্রকৃতির হাতে যতো বেশী ছেড়ে দেওয়া যায় ততই মংগল; কৃত্রিম সব দামী অষুধপত্র তাই ব্যবস্থাই করিনা। দেখুন, মানুষ হ'লো সহজ-প্রাণ জীব; মরবার হ'লে মরে, বাঁচবার হ'লে আপনি বাঁচে। আর, তা ছাড়া, সদর ডাক্তারের পক্ষে রোগীদের সংগে কথা বলাও সম্ভব নয়, বিদেশীদের সাথে মিশে মিশে মাতৃভাষাই ভুলে গেছেন উনি। (সদর ডাক্তার একটা শব্দ ক'রে উঠলেন অনেকটা 'ই-য়ে'-র মতো।)

চিফ পুলিশ : জজ সাহেবকেও কিছু বলতে চাই, বিচার বিভাগের দিকে আর একটুখানি নজর রাখবেন। দরখাস্তকারীদের হলঘরটায় তো দারোয়ানরা সব হাঁস-মুর্গীর আড্ডাই ক'রে তুলেছে! ও গুলোর ডাকের চোটেই চারদিক অস্থির! আর সেখানে চ'লতে গেলেই কোনটার বাচ্চা পায়ের তলে পড়ে ঠিক কি? অবিশ্যি, পশু পাখী পোষা—সে প্রত্যেক লোকের পক্ষেই সমীচিন। তা দারোয়ানদেরই বা কি দোষ? শুধু মাত্র—এমনি জায়গায়, বুঝতেই পাচ্ছেন,···আমি অনেকদিন

আগেই এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কী ক'রে যে ভুলে গেলাম।

লিপাকিন টিকাকিন : বেশ, আজই নিয়ে যাচ্ছি সব আমার বাড়ীতে এবং আপনাকে মাংস খেতেও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

চিফ পুলিশ : তা ছাড়া এটাও বড্ড খারাপ যে আপনারা কোর্টের ভেতরেই সব বিছানা বালিশ শুকোতে দিয়ে রাখেন। দলিলপত্র ভরা আলমারীটার ওপরেই আপনার হাণ্টারটা ? তা যাই থাকুক,—অন্তত কিছুদিনের জন্যও সরিয়ে রাখুন না, তারপর ইন্‌স্‌পেক্টর চ'লে গেলে নির্বিবাদেই ঝুলিয়ে রাখবেন আবার। তারপর আপনার ক্যাশিয়ারটি,—অবিশ্যি লোক তিনি অভিজ্ঞই, কিন্তু গায়ের যা গন্ধ ! এটাও ঠিক নয়। কিছুদিন থেকেই একথা বলবো বলবো ভাবছি,—কিন্তু কী ক'রে যে ভুলে গেলাম ? ওই গন্ধটা যদি ওর শিশুকালের হ'য়ে থাকে তো, তারো ব্যবস্থা আছে। পেয়াজ বা রশুন বা অমনি কিছু খেয়ে সময় মতো বারবার ঢেকুর তুললেই হবে। আর, সদর ডাক্তারও হয়তো এবিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। (সদর ডাক্তার আগের মতোই শব্দ করলেন আবার)।

লিপাকিন টিপাকিন : না, এ গন্ধ ছাড়ানো অসম্ভব। ওর নিজের কাছ থেকেই শুনেছি, জন্মের পরই নাকি ওকে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হ'য়েছিলো,—তাই মদের গন্ধ আসে মুখ থেকে !

চিফ পুলিশ : তা আপনাদের জানিয়েই দিলাম শুধু। সবি তো আমাদের নিজেদের ভেতরকার ব্যাপার। তারপর, আন্দ্রে আইভানভিচ্ চিঠিতে যাকে বলেছেন ছোটোখাটো ত্রুটী-বিচ্যুতি সে বিষয়ে কিছুই বলার নেই আমার, বলার মানেও হয় না,—কারণ ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়। আর, ভগবানের বিধানই তো তাই। ভল্টেয়ারের দল যে উল্‌টো কথা বলে সেটা তাদেরি বোঝার ভুল।

লিপাকিন টিপাকিন : আচ্ছা, এণ্টন এণ্টনভিচ্ ত্রুটীবিচ্যুতি বলেছেন

কাকে ? পাপ আর পাপ, পাপ ছাড়া জায়গা দেখাতে পারেন ? তা,—খোলা গলায়ই বলছি, ঘুষ আমি নিই,—কিন্তু কোন্ জাতীয় ঘুষ ? বিলিতি কুকুরের বাচ্চা। সেটা আলাদা কথা।

চিফ পুলিশ : তা কুকুরের বাচ্চা আর যাই হোক্, ঘুষ তো। কথা একই।

লিপাপিক টিপাকিন : নিশ্চয়ই না, এণ্টন এণ্টনভিচ্, এই ধরুণ, কেউ যদি ২০০৲ টাকার একটা শাল বা স্ত্রীর জন্য একটা গাউন···

চিফ পুলিশ : শুধু কুকুরের বাচ্চা ঘুষ নিলেই বা কী ? দোষ স্খালনের ব্যবস্থা একমাত্র ভগবানে বিশ্বাস,—তা আপনি ? এদিকটায় অন্ততঃ খাঁটি আমি, গীর্জ্জায় যাই নিয়মিত। কিন্তু আপনি ?···ও আপনার সব কথা বেশ ভালোই জানা আছে। আপনার পৃথিবী সৃষ্টির কথা শুনলে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হ'য়ে ওঠে !

লিপাকিন টিপাকিন : কিন্তু সে খাড়া করেছি আমি নিজেরি যুক্তিতে, নিজেরই বুদ্ধিবলে।

চিফ পুলিশ : দেখুন, কোনো কোনো ব্যাপারে বরং বেশী বুদ্ধির চেয়ে কম বুদ্ধিই সুবিধের এবং কল্যাণেরও। সে যাই হোক্—আমি শুধু সদর কোর্টের কথাই উল্লেখ কচ্ছিলাম। ঠিক কথা বলতে গেলে, ও জায়গায় কেউ পা মাড়াতেও যাবে না। এমনি ওর স্থান-মাহাত্ম্য ! ওখানকার সব ভগবান নিজেই দেখছেন যে ! হ্যাঁ, এবারে আপনার কথা, লুকা লুকিচ্, শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবেই আপনাকে বলছি,—শিক্ষকদের দিকে আরো একটু নজর দেবেন। অবিশ্যি, তারা সবাই বিদ্বান লোক, শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছেন নানা কলেজে। কিন্তু অদ্ভুত তাদের চালচলন,—শিক্ষাজীবনের সংগে হয়তো তা আঠার মতোই লাগানো। কিন্তু এই যেমন : ওদেরি একজন,—সেই চ্যাপ্টা মতন মুখ যার······নামটা মনে নেই······ক্লাশের প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেই

সে করবে এমন বিকৃত মুখভংগী,—ঠিক এই রকম (মুখভংগী ক'রে), এবং তারপরেই, জামার নীচ দিয়ে হাতটা উপরে তুলে গোঁফ পাকাতে থাকে প্রাণপণ। অবিশ্যি, ছাত্রদের দিকে অমন মুখ করা, তাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না,—আমি বরং জোর দিয়েই বলতে পারি ওতে ছেলেদের মনোযোগ বাড়ে। কিন্তু, আপনারাই একবার ভেবে দেখুন, কোনো ইনস্‌পেক্টরের সামনে যদি অমনি,—কী সাংঘাতিক ! গভমেণ্ট ইনস্‌পেক্টর বা যিনিই হোন সে,—এটাকে মনে করবেন তাঁর প্রতি ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ। তার ফল যে কেমন হবে বিধাতাই জানেন শুধু !

লুকালুকিচ্‌ : তা ঠিক, তবে আমিই বা কি করতে পারি ! ইতিমধ্যেই কয়েকবার আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। এই তো, এই কয়েকদিন আগে যখন মহামান্য মন্ত্রী এসেছিলেন, সে এমন এক ভেংচিই কাটলো ! সে অবশ্য সরলপ্রাণেই করেছে,—কিন্তু মাথা কাটা গেলো আমার। তাইতো, সবাই বলছে, ছেলেদের কেন এমন স্বাধীনতার মুখে ছেড়ে দেওয়া।

চিফ পুলিশ : আপনার ইতিহাস-শিক্ষকটির কথাও একবার ব'লে দেওয়া দরকার। মাথাটা তার খুবি পদার্থভরা ;—বহু বহু ওজনওয়ালা খবর জমা আছে সেখানে,—তাও ঠিক। কিন্তু,—বোঝাতে বোঝাতে তিনি এমন গরম হয়ে ওঠেন যে মাথামুণ্ড কিছুই আর বোঝা দায়। একবার ছিলাম আমি নিজেই। এসেরিয়া ও ব্যাবিলনের কথা বলছিলেন বেশ চমৎকার, কিন্তু এ্যালেক্‌জাণ্ডার্‌ অব্‌ ম্যাসিডন পর্যন্ত আসতে না আসতে কি যে হোলো তার বলা শক্ত। বাপস্‌ ! সে যেনো এক অগ্নিকাণ্ড ! প্লাটফরম্‌ থেকে দৌড়ে এসে দড়াম ক'রে চেয়ারটা ছুড়ে মারলেন দোরের ওপর। এ্যালেক্‌জাণ্ডার অবিশ্যি বীর ছিলেন খুবি, তা ব'লে অমন ভয়ানক ভাবে তার ওপর চেয়ার ছোড়া কেনো ?

আসলে, এতে স্কুলেরই আর্থিক ক্ষতি।

লুক লুকিচ্: হ্যাঁ, লোকটা একটু মাথাগরম। আগে কয়েকবার তাকে বলেছি এসব। সে বলে, "যা খুসী ব'লে যান আপনারা। শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজি।"

চিফ পুলিশ: সবি নিয়তির দুর্বোধ্য চক্রান্ত। একজন জ্ঞানীলোক হয়তো হবে মাতাল, নয়তো এমন ভেংচিই কাটবে যে তা দেখলে পর্যন্ত ভিমি লাগে।

লুক লুকিচ্: ভগবান! এই শিক্ষাবিভাগে যেনো সাতজন্মেও আর পা না বাড়াই। এখানে কেবল ভয়, চুনোপুঁটি থেকে রুই কাত্লা প্রত্যেককেই ভয়! হরেক রকমের লোক এসে এখানে মেজাজ দেখায়, যখন তখন বাধা দেয় কাজে,—আর প্রত্যেকেই এসে দেখাতে চায়, সেও কম শিক্ষিত নয়।

চিফ পুলিশ: কিন্তু তা ব'লে তো এড়ানো যাচ্ছেনা কিছুই,—এযে যম, ছদ্মবেশী যম! হঠাৎ কখন এসে স্বমূর্ত্তি ধ'রে হাঁক্বে, "এই, এই যে যাদুধনরা, তা এখানকার জজটা কে?" সে নিজেই উত্তর দেবে—"লিপাকিন টিপাকিন্ তো?" "বেশ, ধ'রে নিয়ে এসো তাকে।" "তারপর দাতব্যকেন্দ্রগুলির কর্তাকে?" "আর্টেমি ফ্লিপ্পোভিচ্?" "বেশ, ধ'রে নিয়ে এসো।" বুঝলেন, মুস্কিল তো এইখানেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আগের সবাই এবং পোষ্টমাষ্টার)

পোষ্টমাষ্টার: আপনারা একটু বলবেন কি, কি ধরণের অফিসার এসেছেন এবং কেনো?

চিফ পুলিশ: কিছু শোনেন নি আপনি?

পোষ্টমাষ্টার : পিটার ববচিনাস্কর কাছ থেকে শুনেছিলাম খানিকটা, এই মাত্রই তিনি পোষ্ট অফিসে এসেছিলেন।

চিফ পুলিশ : এখন আপনার কি মনে হয় ?

পোষ্টমাষ্টার : আমার কি মনে হয় ? তুরস্কের সংগে যুদ্ধ হবে আমাদের।

লিপাকিন টিপাকিন : ঠিক, আমিও তাই ভাবছিলাম।

চিফ পুলিশ : কিন্তু আপনারা দু'জনেই কথা বলছেন যেনো আকাশ থেকে প'ড়ে।

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ, নিশ্চিতই তুরস্কের সংগে, ফরাসীরাই সব গোল বাঁধিয়ে দিচ্ছে।

চিফ পুলিশ :—রাশিয়ার সংগে যুদ্ধ না তোমার মুণ্ড! লণ্ডভণ্ড হ'তে যাচ্ছি আমরাই,—তুরস্ক নয়। আগেই আমি বুঝেছি। একটা চিঠিও আছে আমার কাছে।

পোষ্টমাষ্টার : ও, তা হ লে তুরস্কের সংগে যুদ্ধ হ'চ্ছে না ?

চিফ পুলিশ : এখন আপনার কি মনে হয়, আইভান কুজমিচ্ ?

পোষ্টমাষ্টার : আমার ? কিন্তু আপনার ?

চিফ পুলিশ : আমার ? ভয় করিনা আমি, মানে একটু...এই ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের কথা ভাবলেই কেমন......আমি নাকি সাংঘাতিক লোক! তা, কখনো যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকি তো, ভগবান সাক্ষী, সে মোটেই কুমৎলবে নয়। এমন কি আমার মনে হয়, (পোষ্টমাষ্টারকে হাত ধ'রে একপাশে সরিয়ে) মনে হয়, তলে তলে আমার সর্বনাশের ব্যবস্থাই করছে ওরা। নইলে বলা নেই কওয়া নেই, কেনো এই ইনস্‌পেক্টর পাঠানো ? এখন শুনুন, আইভান কুজমিচ্, আমাদের প্রত্যেকের মংগলের জন্যই প্রত্যেকটা চিঠি খুলে দেখবেন। বাইরে থেকে আমদানী ও বাইরে পাঠানো সব রকম চিঠিপত্র। বুঝলেন,—যদি কোনো রকম কিছু তলে তলে হ'য়ে থাকে

বা শুধু রিপোর্ট'ই হ'য়ে থাকে ?—তেমন কিছু না হ'লে অবিশ্যি চিঠিপত্র আটকেই দেবেন আবার, বা ইচ্ছে হ'লে খোলাও বিলি করতে পারেন।

পোষ্টমাষ্টার : সে জানি, জানি আমি···আমাকে আর শেখাতে হবে না। অনেকদিন থেকেই তাই ক'রে থাকি,—অবশ্যি ভয়ে নয়, ঔৎসোক্যেই। দুনিয়ায় কতো কী নতুন যে অজানা হ'য়ে রইলো জানতে আমার ভয়ানক আগ্রহ। সত্যি বলছি আপনাকে, বেশ লাগে পড়তে গাদা গাদা চিঠি জমা করেছি আমি,—সত্যিই আনন্দ পাবার মতো। কোনে কোনো জায়গায় এমন সুন্দর বর্ণনা···এমন শিক্ষণীয়···এই মস্কো-নিউজের চেয়েও ঢের বেশী ভালো।

চিফ পুলিশ : আচ্ছা, বলতে পারেন পিটার্সবার্গ থেকে কোনো অফিসারের কোনো রকম চিঠিপত্র·· ···

পোষ্টমাষ্টার : না, পিটার্সবার্গ থেকেতো কোনো রকম,—না কিছুই না ? তা কষ্ট্রোমা ও স্যারাটভ থেকে আসছে অজস্রই। কিন্তু দুঃখের কথা, কোনো চিঠিই পড়েন না আপনি,—দু'এক জায়গা এমন হৃদয়-গ্রাহী—এই কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক তার বন্ধুর কাছে একটা 'প্রাইভেট ডান্স' প্রসংগে কী রসালো ক'রেই যে লিখেছেন, সত্যি চমৎকার! "আমার জীবনে, বুঝলে বন্ধু, নেমে এসেছে নতুন স্বর্গ!" লিখেছে সে—"অনেক তরুণীর মেলা, বাজনা বাজছে, চলছে নাচ"···সে কী আবেগ, কী উচ্ছ্বাস-ভরা বর্ণনাটাই করেছে সে। নিজে আমি ইচ্ছা ক'রেই চিঠিটা রেখে দিয়াছি। আপনার কাছে একটু পড়বো ?

চিফ পুলিশ : তা' এখন তো সময় হওয়া শক্ত ; কাজেই কোনোরকম অভিযোগ বা রিপোর্ট বা অমনি কিছু নজরে পড়লে তক্ষুণি আটকে রেখে দেবেন,—কোনো বাধা না হয়।

পোষ্টমাষ্টার : তা আবার বলতে হবে !

লিপাকিন টিপাকিন : হ্যাঁ, একটা বিশ্রী ফ্যাসাদেরই সৃষ্টি হ'য়েছে আমি নিজেই চলছিলাম আপনার কাছে,—আপনাকে একটা কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবো ব'লে। আমার জানা একটা কুকুরের সে বোন-সম্পর্ক···এদিকে আপনি শুনে থাকবেন, শেপ্টোভিচ্‌ ও ভারখো-ভিন্‌স্কি জোরালো একটা মোকদ্দমা লাগিয়েছেন,—অর্থাৎ বেশ আছি আমি, এখন দু'এর ঘাড়ে চ'ড়ে বেড়াবো কিছুদিন !

তৃতীয় দৃশ্য

বব্‌চিনস্কি : আশ্চর্য সংবাদ !

ডব্‌চিনস্কি : অপ্রত্যাশিত খবর !

সবাই : কেনো, কি, কি ?

ডব্‌চিনস্কি ; একেবারেই নতুন ঘটনা, আমরা হোটেলে ঢুকেছি—

বব্‌চিনস্কি : (বাধা দিয়ে) ডব্‌চিনস্কি ও আমি হোটেলে ঢুকছি—

ডব্‌চিনস্কি : (বাধা দিয়ে) এই, এই বব্‌চিনস্কি আমিই বলছি।

বব্‌চিনস্কি : আঃ থামোনা, বলতে দাও আমাকে—আমাকে বলতে দাও। তুমি—তুমি ঠিক বলতে জানোনা।

ডব্‌চিনস্কি : তুমিই তো সব গুলিয়ে ফেলো, মনে ক'রে উঠতে পারোনা।

বব্‌চিনস্কি : বলছি ঠিকই মনে থাকবে,—ঠিক, সব ঠিক মনে থাকবে, মাঝখানে নাক গলাতে আসো কেনো, বলতে দাও না বাপু,—মাঝখানে সোরগোল করো কেনো ? দেখুন, আপনারাই একে থামিয়ে দিন না।

চিফ পুলিশ : দোহাই আপনাদের বসুন, বলুন কী ব্যাপার ? আমার প্রাণতো আগেই ওষ্ঠাগত হ'য়ে এসেছে, আপনারা বসুন, চেয়ারে

বসুন ! পিটার ডব্‌চিনস্কি আপনার জন্য চেয়ার রয়েছে এই। (সবাই ডব্‌চিনস্কি ও বব্‌চিনস্কিকে ঘিরে বসলো) আচ্ছা, বলুন এবার কী ব্যাপার ?

বব্‌চিনস্কি : আমাকে, আমাকে বলতে দিন,—পরপর সব ঠিক মতো বলছি আমি। সেই চিঠিটা নিয়ে আপনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমি এদিকে স'রে প'ড়েই……দেখো, ডব্‌চিনস্কি এ জায়গাটায় বাধা দিওনা বলছি। সবি জানি আমি, সব ঘটনা, হ্যাঁ স্যার, খুব ভালো জানি ! কাজেই বুঝলেন, গেলাম করবকিনের বাড়ী, কিন্তু বাড়ী না পেয়ে ফিরে এলাম রাষ্টাকোভস্কির ওখানে,কিন্তু তাকেও না পেয়ে সোজা চ'লে এলাম আইভান কুজমিজকে খবরটা দিতে, তখন সেখান থেকে ফিরতে এই ডব্‌চিনস্কির সাথে দেখা—

ডব্‌চিনস্কি : (বাধা দিয়ে) কসাইর দোকানটার কাছে—

বব্‌চিনস্কি : হ্যাঁ, কসাইর দোকানটার কাছে,—ডব্‌নির্চস্কির সাথে দেখা। বললাম, এণ্টন এণ্টনভিচ্ যে গোপন সূত্রে একটা চিঠি পেয়েছেন, তা জানো ? কিন্তু আপনার ঝি আদোতিয়ার কাছ থেকে আগেই শুনেছে সে,—কি জানি কেনো তাকে পাঠানো হয়েছিলো সেই বাড়ী।

ডব্‌চিনস্কি : (বাধা দিয়ে) এক বোতল ব্রাণ্ডির জন্যে।

বব্‌চিনস্কি : (তার হাতটা একপাশে ঠেলে দিয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক বোতল ব্রাণ্ডির জন্যে। কাজেই, ডব্‌চিনস্কি ও আমি গেলাম প্যাচচ্যুয়েভের বাড়ী···দেখো ডব্‌চিনস্কি, দোহাই তোমার, বাধা দিওনা, ভালো বলছি, বাধা দিওনা কিন্তু···হ্যাঁ, গেলাম তার ওখানে, পথে ডব্‌চিনস্কি বললো —"আগে এসো একবার হোটেলে, ভোর থেকেই খাইনি কিছু, পেটটা যা চোঁ চোঁ করছে !" সত্যিই, তখন ডব্‌চিনস্কির পেট চোঁ চোঁ কচ্ছিলো। ডব্‌চিনস্কি বলছিলো, "তাজা মাংস এসেছে হোটেলে,

চলো খাই এক প্লেট।" তখন হোটেলে ঢুকেই দেখি—এক যুবক···

ডব্‌চিনস্কি : (বাধা দিয়ে) বেশ দেখতে, স্যুট্ পরা···।

বব্‌চিনস্কি : বেশ দেখতে, স্যুট্ পরা, ঘরের মধ্যে পায়চারি কচ্ছেন; চালচলনে, চেহারায় বেশ গাম্ভীর্য এবং (মাথাটা দেখিয়ে) এখানটায় বেশ মগজ, মানে বে—শ মগজ। ঠিকই ধরেছি আমি। বললাম ডব্‌চিনস্কিকে, "দেখে যা মনে হয় তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো"। সত্যিই তাই। ডব্‌চিনস্কি আমাকে আঙুল দিয়ে ইংগিত করলো। আমিও হোটেলওয়ালা ভাসকে ডাকলাম। তার বৌ আবার দিন কুড়ি হ'লো, গেছে প্রসূতি হাঁসপাতালে। তার ছেলেও কি ছেলে বাবা! বেশ চালাক, বাপকা বেটা! হোটেল সে নিজেই দেখাশোনা করে, ঠিক তার বাবার মতোই। তারপর ছেলেটাকে ডেকে ডব্‌চিনস্কি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো—"ঐ যুবকটি কে?" ছেলেটা বললো—"কেনো, কেনো উনি তো,"—এই ডব্‌চিনস্কি, গোল বাধিওনা, কখনো তুমি বলতে পারবে না, কপাল কুটে মরলেও পারবে না, তুমি তো তোত্‌লা! তোমার মগজের মধ্যে ফুটো দাঁত আছে একটা, সেটা কেবল তো—তো, তো—তো করে। ছেলেটা বললো—"উনি, উনি অফিসার। হ্যাঁ স্যর, পিটার্সবার্গ থেকে এসেছেন, নাম আইভান হ্লেস্টাকভ, যাচ্ছেন স্যারাটভে।" আরো বলছিলো—"আশ্চর্য লোক। এই দু হপ্তা হল এসে উঠেছেন, কিন্তু হোটেলের বাইরে ভুলেও পা বাড়ান না। সব জিনিষ নেন বাকীতে, দেননা আধলাটিও!" যেই একথা বলা,—সবি বুঝে ফেললাম। ডব্‌চিনস্কিকে তখনি বললাম—দেখলে তো?

ডব্‌চিনস্কি : না, ববচিনস্কি, আমিই বলেছিলাম—"দেখলে তো?"

বব্‌চিনস্কি : তুমিই প্রথম বলেছো, তারপরেই আমি। "দেখলে তো?" —ডব্‌চিনস্কি ও আমি দুজনেই চললাম। কিন্তু স্যারাটভেই যাচ্ছেন

যখন এখানে আসা কেনো?—কাজেই স্যর, বুঝলেন, তিনিই সেই অফিসার।”

চিফ পুলিশ : কে, কে? কোন অফিসার!

ববৃচিনস্কি : কেনো, সেই অফিসার, সেই গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর!

চিফ পুলিশ : (ভীত ভাবে) কী সর্ব্বনাশ! সে হ'তেই পারে না।

ডবৃচিনস্কি : হ্যাঁ তিনিই। তিনি টাকাও দেন না, হোটেল ছেড়েও যান না। কাজেই, তিনিই না হ'য়ে যান কোথা, আর তার যাবার কথাও স্যারাটভেই।

ববৃচিনস্কি : হ্যাঁ তিনিই, নিশ্চয়ই তিনি...কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি···সব কিছুই খুঁটে খুঁটে দেখছিলেন। এমন কি আমি ও ডবৃচিনস্কি যে মাংস খাচ্ছিলাম—তাও তার চোখ এড়ায় নি। সত্যিই ডবৃচিনস্কির পেট যা চোঁ-চোঁ কচ্ছিলো। হ্যাঁ, এমন কি আমাদের খাবার প্লেটেও তার তীক্ষ্ণ নজর! ভয়ে তো আমি কাঠ হ'য়ে গেলাম।

চিফ পুলিশ : ভগবান, রক্ষা করো! তা' কোথায় আছেন তিনি?

ডবৃচিনস্কি : পাঁচ নম্বর রুমে—সিঁড়ির ঠিক নিচে।

ববৃচিনস্কি : গত বছর যেখানে সেই অফিসারদের একটা মারামারি হ'য়ে গিয়েছিলো।

ডবচিনস্কি : ঠিক্ দু' হপ্তা।

চিফ পুলিশ : দু' হপ্তা! (স্বগত)—ভগবান, ও ভগবান, বাঁচাও এবার! পুলিশের বৌকে মার দিয়েছি দু' সপ্তাহও যে হয়নি! জেলে খাবারই দেওয়া হয় নি। রাস্তাগুলো ভ'রে আছে জঞ্জালে। কী লজ্জা, কী বিপদ! (দু'হাত দিয়ে মাথা আঁকড়ে ধরে)।

আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ : আচ্ছা এণ্টন এণ্টনভিচ্, সবাই মিলেই কি হোটেলে যাবো?

লিপাকিন টিপাকিন : না, না, চিফ পুলিশই যাবেন আগে। তারপর

পুলিশ ক্যাপ্টেন ও ব্যবসায়ীরা! তাই তো লেখা আছে সরকারী আইনে।

চিফ পুলিশ : না আমার ওপরেই থাকুক এই ভার। জীবনের ওপর দিয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়েছে অনেক, কিন্তু সবই তো সাম্‌লে উঠেছি। শুধু তাই নয়, প্রশংসাও পেয়েছি সেই জন্য। হয়তো, ভগবান এবারো আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন। (বব্‌চিনস্কির দিকে ফিরে) আপনি বলছেন, যুবক সে?

বব্‌চিনস্কি : হ্যাঁ তাই। তেইশ কি চব্বিশের বেশী হবে না।

চিফ পুলিশ : সে তো ভালো কথা : যুবকদের ভেতরটা ধরা পড়ে সহজেই ; বুড়োরাই বর্ণচোরা শয়তান। যুবকদের?—একটিবার চোখ ফেললেই চেনা যাবে। দেখুন, আপনারা এবার নিজ নিজ কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেলুন। আমি অবশ্যি স্বয়ংই যাচ্ছি,—ডবচিনস্কিও সংগে যেতে পারে, অবশ্যি গোপন ভাবে। আমরা এই বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে যেনো দেখবো, নতুন যাত্রীদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। এই স্বিষ্টুনভ!

স্বিষ্টুনভ : কি স্যার?

চিফ পুলিশ : যাও, শিগগিরি ডেকে নিয়ে এসো পুলিশ ক্যাপ্টেনকে —না, না, তোমাকে দরকার আছে। হ্যাঁ, বাইরের কাউকেই বলো তাকে গিয়ে ডেকে আনতে,—যাবে আর আসবে। (পুলিশ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চল্‌লো)।

আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ্‌ : চলুন, চলুন এবার জজ সাহেব। কখন কি হয় বলা যায় না।

লিপাকিন-টিপাকিন : তা আপনার আবার ভয়টা কিসের? রুগীদের ফর্সা জামা পরাবেন, ব্যস।

আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ্‌ : [illegible] রুগীদের বলেছি

বার্নি দিতে। কিন্তু একই কথা—সমস্ত বাড়ী থেকে সে কী দুর্গন্ধ, নাকেই রুমাল দিতে হয়!

লিপাকিন টিপাকিন: তা' আমিই আছি বেশ। আর, কেই বা দেখতে যাচ্ছে সদর কোর্ট! কিন্তু সত্যি যদি কেউ এসে আমার কাগজ-পত্তরে চোখ ফেলে তো চোখই তার চড়ক-গাছ হ'য়ে যাবে। এই পনেরো বছর ধ'রে জজের সামনে বসেছি, কিন্তু বিচারে বস্‌লে হাতটাই শুধু দোলাই একবার! সোলোমনের বাবারো সাধ্যি নেই বোঝে—কী তার অর্থ, আর কীই বা অর্থ নয়।

(জজ, দাতব্যকেন্দ্রের সুপারভাইজার ও পোষ্ট মাষ্টারের প্রস্থান; ফিরে দোরে এসে দাঁড়ালো স্বিষ্টুনভ)

চতুর্থ দৃশ্য

(চিফ-পুলিশ, ডব্‌চিনস্কি, বব্‌চিনস্কি ও পুলিশ স্বিষ্টুনভ)

চিফ পুলিশ: গাড়ী এলো?

স্বিষ্টুনভ: হ্যাঁ, স্যার।

চিফ পুলিশ: সোজা রাস্তায় গিয়ে······না, দাঁড়াও। আচ্ছা, নিয়ে এসো···কিন্তু আর সবাই কোথায়? তুমি একা? প্রখরভ্‌কে তো বলেছিলাম এখানে আসতে, কোথায় সে?

স্বিষ্টুনভ: সে এক-মানে তার ইয়ের বাড়ী—কিন্তু কোনো কাজ করার মতো তার অবস্থাই নয়।

চিফ পুলিশ: কেনো?

স্বিষ্টুনভ: মানে এই মাত্রই তাকে নিয়ে আসা হ'য়েছে—মদে-চুর। খানিকটা তেঁতুল খাইয়ে অনেক কলসী জলও ঢালা হয়েছে গায়-মাথায়, কিন্তু নেশা ছাড়েনি এখনো।

চিফ-পুলিশ : (মাথা আঁক'ড়ে ধ'রে) ভগবান, ওঃ ভগবান ! ছুটে যাও রাস্তায়,—না, না, ঘরেই থাকো। হ্যাঁ, নিয়ে এসো আমার বন্দুক আর নতুন টুপিটা। পিটার ডব্‌চিনস্কি, চলো এবার।

বব্‌চিনস্কি : আমিও, আমিও যাবো।

চিফ পুলিশ : না, না পিটার বব্‌চিনস্কি, আপনি নয় ; সে হয় না, আর তা' ছাড়া গাড়ীতেও জায়গা নেই।

বব্‌চিনস্কি : তা' ভাববেন না, ও ঠিক আছে। পায়ে হেঁটেই আমি ছুটছি পিছু পিছু। দোরের ফাঁক দিয়েই গিয়ে দেখবো, কি ব্যাপার।

চিফ পুলিশ : (পুলিশটি টুপি ও বন্দুক এনে দিলো ; পুলিশকে) সোজা ছুটে যাও। হ্যাঁ, সমস্ত পুলিশদের মাথায় যেনো পাগড়ি থাকে, আর হাতে রোলার। ইস্‌, বন্দুকটায় কী রকম মরচে পড়েছে। দোকানদার ব্যাটা আচ্ছা জোচ্চোর ; কিছুতেই বদলে দেবে না নতুন একটা ! সবাই পেছনে পেছনে জোট পাকিয়ে আছে, সুযোগ পেলেই হয়। আর শোনো, কী নোংরা সব রাস্তা। এক্ষুনি সব ঝাঁট দেওয়াবে, বিশেষ ক'রে হোটেলের রাস্তাটা,···খুব ভালো ক'রে··· বুঝলে তো ? আর, ব্যাটা পাজি, তুই দোকান থেকে চামচে, পিন পর্যন্ত মোজার মধ্যে ক'রে চুরি ক'রে আনিস ? সাবধান, আর করবি তো রক্ষে নেই। সবই টের পাই আমি। কি, কি বলছিস ? দু'গজ কাপড় দোকানদার নিজেই দিয়েছিলো ? তুই নিজেই দেখি কেড়ে নিলি গোটা থানটা ! তুই ব্যাটা পুলিশ, অত্তোটা নিবি কেনো তুই ? যা, যা এবার।

পঞ্চম দৃশ্য

চিফ পুলিশ : এই যে, এই যে ষ্টেপান ইলিচ্‌, কোথায় ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে ?

পুলিশ ক্যাপ্টেন: কেনো, আমি তো ঠিক এখানেই ছিলাম।

চিফ্ পুলিশ: শুনুন, পিটার্সবার্গ থেকে এসেছেন এক অফিসার—কি ব্যবস্থা করছেন তার?

পুলিশ ক্যাপ্টেন: যেমন হুকুম। একজন পুলিশকে ঝাড়ুদারের সঙ্গে পাঠিয়েছি রাস্তা সাফ করতে।

চিফ পুলিশ: কিন্তু দেরঝিমর্দা কোথায়?

পুলিশ ক্যাপ্টেন: সে গেছে ফায়ার ষ্টেশনে।

চিফ পুলিশ: আর প্রখরভ তো মদে বুঁদ্!

পুলিশ ক্যাপ্টেন: হ্যাঁ, স্যার।

চিফ পুলিশ: হ্যাঁ, স্যার! তা' তোমরা ছিলে কোথায়? তুমি থাকতে এমনটা কি ক'রে হয়?

পুলিশ ক্যাপ্টেন: তা' ভগবানই জানেন। কাল মফস্বলে একটা দাংগা গেছে; শান্তি রক্ষা করতে গিয়েই ফিরেছে সে মাতাল হ'য়ে।

চিফ পুলিশ: এই শুনুন। পুগোভত্সিন বেশ লম্বা আদমি, কাজেই আইন ও শৃংখলার অনুরোধে তাকেই দাঁড় করিয়ে দিন পুলের উপরে। তারপর, পাঁচিলটার গা ধ'রে জুতোর দোকানটা পর্যন্ত রাস্তাটুকু দাগ দিয়ে আলাদা ক'রে রাখুন, কোনো আমিনই যেনো লেভেলিং-এর কাজ কচ্ছিলো। ভেঙে চুরে জঞ্জাল জড়ো করার মানেই তো নতুন সৃষ্টি, গভর্মেণ্টের নতুন সৃষ্টি, হ্যাঁ। আরে সর্বনাশ, পাঁচিলের পাশে যে প্রায় চল্লিশ গাড়ী ময়লা জ'মে উঠেছে! সে তো ভুলেই গেছি, ইস্ কি নোংরা ছোটলোকের শহর! কোনো একটা মনুমেণ্ট বা পাঁচিল গড়েছি তো যতো রাজ্যের ময়লা ফেলে ফেলে স্তূপাকার ক'রে রাখবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আর দেখুন, সেই অফিসার যদি আমাদের কর্মচারী কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে, তারা সুখে আছে কিনা,—ওদের দিয়ে বলাবেন—'হ্যাঁ স্যার রামরাজত্বেই

আছি আমরা।' আর কেউ যদি অসন্তোষ দেখায় তো এমন শিক্ষাই দিয়ে দেবো যে হাড়ে হাড়ে টের পাবে কাকে বলে অসন্তোষ। ওঃ ভগবান, পাপী আমি, আমাকে মুক্তি দাও। (টুপির বদলে হ্যাট-বক্সটা নিয়ে) হে ঈশ্বর. এই বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তোমার নামে আমি মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব করবো,—প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ঘাড় ধ'রে আমি তার দাম আদায় করবো—তোমারি জন্য। হে ঈশ্বর, হে খৃষ্ট, হে মা মেরী। চলো, চলো এবার ডব্‌চিনস্কি।

(হ্যাট-বক্সটা মাথায় পরতে যাচ্ছে)

পুলিশ ক্যাপটেন : ওটা দেখি আপনার···

চিফ পুলিশ : (হ্যাট-বক্সটা ফেলে দিয়ে) ও, তাই তো ! চুলোয় যাকগে। আর, যদি কৈফিয়ৎ চান—'অনাথ আশ্রম' খোলা হয়নি কেনো,—সংগে সংগেই ব'লে দেবে—"খোলা তো হ'য়েছিলো, কিন্তু তার পরের দিনই আগুন লেগে পুড়ে যায়।" এই নিয়ে অবশ্যি একটা রিপোর্টও ক'রে রেখেছিলাম। তবু ভয় হয়, কোনো হাবারাম হয়তো ব'লে বসবে—"না, সেটা খোলাই হয়নি কোনোদিন।" আর দেরঝিমর্‌দাকে বলবে ঘুষি বাগিয়ে চোখ পাকিয়ে যেনো বেশী ওস্তাদি না দেখায়। শান্তি রক্ষার নামে ব্যাটা নিরীহ লোকদের পর্যন্ত শর্ষে ফুল দেখিয়ে ছাড়ে। চলো, চলো এবার ডব্‌চিনস্কি। (বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে) আর পুলিশরা যা-তা পোষাকে যেনো না বেরোয়। ব্যাটারা, সার্টের উপরেই পরে য়ুনিফর্ম, নীচে থাকে না একটা গেঞ্জি পর্যন্ত !

(সবার প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(আন্না এণ্ড্রিয়েভ্না ও মেরিয়া দৌড়ে এসে)

আন্না : ওরা কোথায়, ওরা ? ওঃ ভগবান ! (দোর খুলে) বাবু, বড়বাবু। (মেয়েকে ভৎ সনা ক'রে) তোর দোষেই শুধু, তোর দোষেই। "একটু দাঁড়াও, মা-মনি, সেফ্‌টি-পিনটা লাগিয়ে নিই, রুমালটা খুঁজে পাচ্ছিনা।" হ'লো তো এখন ? (জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিলো) বাবু, বড়বাবু। কোথায় যাচ্ছো ? কে, কে এসেছে ? কি, গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর ? দেখতে কেমন ? ফর্সা ?

দূর থেকে চিফ পুলিশের গলা : পরে বলবো সব।

আন্না : পরে ? পরে কেনো ? পরের জন্য ব'সে থাকার সময় নেই আমার। একটিবার বলো, কে এসেছে ? কর্ণেল ? কাউন্সিলর ? আঃ, (বিরক্তি ভরে) চ'লো গেলো ? আচ্ছা দেখছি। আর, এ মেয়েটার প্যান্‌প্যানানির জ্বালায়—"মা, মা-মনি, একটু দাঁড়াও, এক মিনিট—ফিতেটা প'রে নিই।" তা—এবার হ'লো তো ? সব দিকই মাটি। সব সময়েই একটা না একটা গোল বাঁধাবেই। যেই শুনেছে পোষ্টমাষ্টার এসেছে, অমনি কি মেয়েতে আর মেয়ে আছে ? আয়নার সামনে গিয়ে রঙ্‌ ঘষতে ঘষতে গাল লাল না করলে চলে ? ভেবেছিস, পোষ্টমাষ্টার তোর জন্য হাঁ ক'রে ব'সে আছে ; জানিস, তুই ফিরলেই তোর পেছনে ভেঙ্‌চি কাটতে ছাড়ে না।

মেরিয়া : মা-মনি, দুঘণ্টার মধ্যেই সব খুঁজে বের ক'রে ফেলবো।

আন্না : দু ঘণ্টার মধ্যে, খুবি ধন্য করলে আমাকে, বিনয়ের অবতার ! একমাসের মধ্যে যে বলোনি সেই আমার সাত জন্মের পুণ্যি। (জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) এই আদোতিয়া, এই, এই, কে যেনো এসেছে, শোনোনি ?......শোনোনি ? আচ্ছা ক্যাবলা। ও, তোমাকে বুঝি

সরিয়ে দিয়েছিলো ? দিক না, আবার পাকড়াও করবে। ব্যাপারটা তোমার মাথায় ধরেনি এতোক্ষণ ; মাথা না গো গোবর, সস্ত গোবর। কি ? তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়ে গেলো সবাই ? কেনো, তুমিও গাড়ীর পিছু পিছু ছুটলেই পারতে। এবারে, ছুট দাও, সব কিছুই বের ক'রে আনা চাই, বুঝলে ? লুকিয়ে এক ফাঁক দিয়ে দেখে নেবে সব, কেমন তার চোখ, কালো, না নীল, সব দেখবে। দেখবে আর আসবে,—বুঝলে, বুঝলে তো ? চট ক'রে, এই এক্ষুণি।

(চীৎকার করছে, আর এদিকে ড্রপসিন পড়ছে ; দুজনে তখনো জানালায় দাঁড়িয়ে।)

দ্বিতীয় অংক

(হোটেলের ছোট্ট একটা ঘর. বিছানা, টেবিল, ট্রাংক, খালি একটা বোতল, জুতো, জামা, চুলের ব্রাস ও অন্যান্য জিনিষ)

প্রথম দৃশ্য

অজিপ : (মনিবের বিছানায় শুয়ে) এর চেয়ে মরণও ভালো। খিদের চোটে পেটের মধ্যে যে দারুণ লড়াই সুরু হ'য়ে গেলো! কোনো দিনই বোধ হয় আর বাড়ী ফিরতে হবে না, শেষ হ'তে হবে এখানেই। কেনো বাপু, আমাকে তোমার কি দরকার? পুরো দুমাস হল এসেছো এখানে—কোথায় সেই রাজধানী থেকে। সব টাকাটাই উড়িয়ে দিলে পথে পথে, আচ্ছা ছেলে! আর এখন? দুই হাঁটুর মধ্যে লেজ গুটিয়ে ঝিমানো হ'চ্ছে? অনেক টাকাই থাকতো এখন, কিন্তু তা হবে কি ক'রে? সব শহরেই একটু চাল দেখানো চাই তো? (দাঁড়িয়ে উঠে) "এই অজিপ, যা এখুনি চলে যা, খুব ভালো দেখে একটা ঘর ঠিক ক'রে দে, আর সব চে' ভালো খাবার। আমার আবার বাজে রান্না মুখেই রোচে না। হ্যাঁ, বুঝলি তো, সবচে' ভালোটা।" তা,—সে তো ভালো কথাই, সত্যি যদি তেমন কেউ হ'তে। কিন্তু বাবু যে মাছিমারা কেরাণী। কারো সাথে আলাপ হ'তে না হ'তেই সুরু করবেন ফ্লাসখেলা। ব্যস্, দেখতে না দেখতেই পকেট সাফ। ফুঃ, ঘেন্নাই ধ'রে গেছে এ জীবনে। এর চেয়ে গাঁ-ই ভালো? তেমন একটা মেলামেশার মজা নেই বটে, ভাবনাচিন্তাও তেমনি আবার কম। একটি মেয়ে জুটিয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দাও, আর খাও ব'সে রাজার হালে। অবিশ্যি, সত্যি কথা বলতে

গেলে রাজধানী তো স্বর্গবাস। টাকা থাকে তো জীবনটাই উড়িয়ে দাও। আঃ, কী সাধের সে জীবন! থিয়েটার, সিনেমা, পার্ক, সার্কাস,—যা প্রাণ চায়। সকলের কথাবার্তা, আদব-কায়দাই এমন যে তোমাকেই মনে হবে এক নবাব পুত্তুর আর কি। যাও কোনো বাজারে, দোকানদার ডাকবে,—"বাবু, বড়বাবু, আসুন।" তারপর, ফেরি-বোটে কোনো বড়ো অফিসারের গা ঘেঁষেও বসতে পাবে তুমি।......ভদ্রলোকের মেয়েরাও আসে দোকানে—কখনো বা অল্পবয়সী ঝি। (গুন গুন ক'রে মাথা দোলাতে থাকে) আঃ কি মজা! কখনো শুনবে না একটা অভদ্র কথা, বা অন্যায় ধমক। হাঁটতে ভালো লাগছে না? ব্যস্‌, গাড়ি হাঁকাও, বাবুর মতো এলিয়ে দাও গা, তারপর যদি ভাড়া না দেবার মতলব থাকে তো সামনের দোর দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে সটকে পড়ো। কারো বাবারো সাধ্যি নেই যে তোমার টিকিটি দেখে! তবে একটা বড্ডো অসুবিধে, আজ হয়তো পেট ফুলিয়ে খেলে, কালই আবার পেট চোঁ চোঁ! কিন্তু সেও নিজের দোষে। একে নিয়ে এখন কী যে করি! বুড়ো বাবা পাঠাবে টাকা, আর তা সামলে চলা দূরের কথা, ছেলে তা উড়িয়ে দেবেন পরের দিনই। গাড়ী হাঁকিয়ে রোজ রোজ থিয়েটার, আর হপ্তা না কাটতেই অসিপকে পাঠানো দোকানে দোকানে! নতুন কোটটা বিক্রী করতে হবে পুরোণো জামার দোকানে। এমন কি সার্টটা পর্যন্ত! আর কী চমৎকার সে বিলিতি কোট, দাম হবে অন্তত দেড়শো। কিন্তু পুরোণো জামার দোকানে বিশ টাকা শুধু! কিন্তু কেনো এমন দশা? নিজের দোষে। কাজ না ক'রে ঘুরবেন শুধু রাস্তায় রাস্তায়, আর খেলবেন ব'সে তাস। বুড়ো বাপ যদি জানতো একবার, কেরামতি যেতো কোথায় তলিয়ে! এমন পিটুনিই দিতো যে বাবুকে ছ' মাসের মধ্যে আর বিছানা থেকে উঠতে হ'তোনা। চাকরিই ক'রবে যদি বাপু,

চাকরিই করো। এই তো, এখন হোটেল ম্যানেজার তাগিদ দিচ্ছেন দাম চুকিয়ে দিতে, না দিলে খাবার দেবেন না আর। তখন? (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ওঃ ভগবান! এক টুকরো রুটি ও একটু তরকারিও যদি জুটতো। ওই যে দোরের শব্দ, নিশ্চয়ই বাবু আসছে। (তিড়িং ক'রে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(অজিপ ও হ্লেষ্টাকভ।)

হ্লেষ্টাকভ: এই যে, নাও! (অজিপকে এগিয়ে দিলো টুপি ও ছড়িটা) ও, বিছানায় একটু গড়াগড়ি হচ্ছিলো বুঝি?

অজিপ: কেনো কি দরকার আমার? বিছানা কি এই নতুন দেখছি নাকি?

হ্লেষ্টাকভ: ফের মিথ্যে কথা, নিশ্চয়ই গড়াগড়ি দিচ্ছিলে। এই যে কুঁচকে আছে চাদরটা।

অজিপ: আগে বলুন, আমার দরকারটা কি। আমি কি জানিনা বিছানা কি পদার্থ! এই দেখুন পা আছে, দাঁড়াতেও বেশ জানি, আপনার বিছানা দিয়ে কী দরকার আমার?

হ্লেষ্টাকভ: দেখোতো, চুরুট আছে কিনা?

অজিপ: কি ক'রে থাকবে বাবু? এই চারদিনেই তো ধুঁয়ো ক'রে উড়িয়ে দিলেন সব।

হ্লেষ্টাকভ: (পায়চারি ক'রতে ক'রতে বিচিত্র ভংগীতে ওষ্ঠ কামড়াচ্ছিলো বারবার, শেষ পর্যন্ত উচ্চ ও দৃঢ় কণ্ঠে ব'ললো) অজিপ, শোনো।

অজিপ: বলুন।

হ্লেষ্টাকভ: (উচ্চকণ্ঠেই তবে তেমন দৃঢ়কণ্ঠে নয়) নিচে যাও একবার।

অজিপ: কোথায়?

হ্লেষ্টাকভ : (স্বরে দৃঢ়তার বদলে এসেছে দুর্বলতা, অনেকটা মিনতির মতোই) যাও…বলো গিয়ে…খাবারটা পাঠাতে।

অজিপ : সে পারবোনা আমি।

হ্লেষ্টাকভ : খুব 'বাড়' হ'য়েছে দেখছি, গবেট কোথাকার।

অজিপ : কেনোনা, যাওয়া না-যাওয়া একই কথা। গেলেও জুটবেনা কিছু। ম্যানেজার ব'লেছেন, আর কোনো খাবারই দেবেননা আমাদের।

হ্লেষ্টাকভ : কোন সাহসে ব'ললে খাবার দেবেনা ? ব'ললেই হ'লো ?

অজিপ : বলছিলেন, এক্ষুণি যাচ্ছি আমি চিফ পুলিশের কাছে। এই তিন হপ্তায় একটা পয়সা দেয়নি, এ কেমন ভদ্রলোক ? তুমি আর তোমার মনিব হ'লে জোচ্চোর—পাকা জোচ্চোর। আর তোমার মনিবটি হ'লো আসল শয়তান। তোমাদের মতো পাজি বদমায়েশ ঢের ঢের দেখেছি আমরা।

হ্লেষ্টাকভ : এসব কথা আমাকে শুনিয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হ'চ্ছো, আচ্ছা পাজি।

অজিপ : আমি কি ক'রবো। তিনিই তো বলছিলেন—"এমনি এক এক বাবু এসে উঠবেন, থাকবেন রাজার হালে আর নবাবী চালে, বিল ঠেলে উঠবে, তারপর একদিন হঠাৎ উধাও !" আরো বলছিলেন, "সোজা থানায় নিয়ে জেলে না পুরে ছাড়ছি না এবার।"

হ্লেষ্টাকভ : খুব বক্তৃতা শিখেছো, না ? গর্দভ ! যাও, বলোগে, অপদার্থ।

অজিপ : তার চেয়ে ম্যানেজার বাবুকে ডেকে আনাই আমার পক্ষে সহজ।

হ্লেষ্টাকভ : ম্যানেজারকে কেনো ? নিজেই বলো।

অজিপ : দেখুন, সত্যি—

হ্লেষ্টাকভ : চুলোয় যাও। বেশ, বেশ, ডাকো তোমার ম্যানেজারকেই

তৃতীয় দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ একা)

হ্লেষ্টাকভ : উঃ পেট যে জ্ব'লে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, একটুখানি হাওয়া খেয়ে এলেই খিদেটা চ'লে যাবে। কিন্তু কই? গার্ডেনে বেড়াতে না গেলে তবু পয়সাটা থাকতো। তা বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে গেলাম মেলায়; হ্যাঁ, চমৎকার জুয়ো খেলা বটে। ঘণ্টাখানেক ছিলাম, ব্যস্ দেখতে না দেখতেই পকেট খালি। সব চোর, শুধু চোর নয়, জোচ্চোর। ভেবেছিলাম, ওদের ওপরেই টেকা মারবো, কিন্তু সুবিধে হ'লো না। কি নোংরা শহর, আচ্ছা ছোটোলোকের শহর। ধারে দেবেনা কেউ এক পয়সারও জিনিষ। একে বলি আমি স্রেফ জঘন্য —নীচ, জঘন্য। (সে শিস্ দিতে লাগলো গানের সুরে) নাঃ, কেউই আসছেনা।

চতুর্থ দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ, অজিপ ও হোটেলের চাকর)

চাকর : ম্যানেজার বাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

হ্লেষ্টকভ : বাঃ, দিব্যি ছেলে! তা' ভালো তো সব?

চাকর : হ্যাঁ, বাবু।

হ্লেষ্টাকভ : হোটেলের সব ভালো তো, সব ভালো যাচ্ছে তো?

চাকর : হ্যাঁ বাবু, পাঁচজনের আশীর্বাদে।

হ্লেষ্টাকভ : অনেক লোক আজকাল, না?

চাকর : হ্যাঁ, অনেক।

হ্লেষ্টাকভ : শোনো। বাঃ, বেশ ছেলেটি সত্যি! দেখো, এখনো আমার

খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি, চট্ ক'রে নিয়ে এসো তো তুমি ; খাবার পরেই জরুরী একটা কাজ আছে বাইরে।

চাকর : কিন্তু ম্যানেজার বাবু বললেন যে আপনাদের আর খাবার পাঠানো হবেনা, রাগে রাগে তিনি থানাই চলছিলেন চিফ পুলিশের কাছে।

হ্লেষ্টাকভ : কেনো ? তুমি, এই তুমি নিজেই দেখোনা, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তো তুমি, আচ্ছা, এতে লাভটা হবে কি ? আমায় তো খেতে হবে, নইলে শুকিয়ে যাবো যে। উঃ কী খিদেটাই পেয়েছে, সত্যি ভাই, ঠাট্টা কচ্ছিনা।

চাকর : তা ঠিক বাবু ! কিন্তু তিনি যে বললেন আগের বিলের টাকা চুকিয়ে না দিলে মোটেই খাবার দেয়া হবে না। ঠিক এই কথাই বলেছেন।

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা, তুমিই তাকে বুঝিয়ে বলোনা, বুঝিয়ে বলো গে সব।

চাকর : আমি কি বলতে পারি বাবু !

হ্লেষ্টাকভ : বেশ জোর দিয়েই বলো যে সত্যিই ভদ্রলোকের খুবই খিদে পেয়েছে। টাকার কথা সে আলাদা······তা, সে বুঝি ভেবেছে তার মতো লোক না খেয়ে কাটালে অপরে পারবে না কেন ? আঃ কী যুক্তি !

চাকর : বেশ, বলছি তাকে।

পঞ্চম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ একা)

হ্লেষ্টাকভ : কিছু একটা না পাঠালে তো আর চলে না। উঃ, এযে অসহ্য ! এমন খিদে জীবনেও পায়নি। আচ্ছা, এই পোষাকটা বেচে দিলে হয় না—না, কখনো না, মরে গেলেও না। চমৎকার এই পোষাকটা

পরে রাজধানীতে না ফিরলে চলে ? কি আশ্চর্য, জোচিম পর্যন্ত একটা গাড়ী ধার দিলোনা ! বড়োলোকের মতো গাড়ী হাঁকিয়ে, ঝলমলে আলো জাঁকিয়ে পাশের কোনো গাঁয়ে গেলে চমৎকার হ'তো বটে ! পিছু পিছু আসতো অজিপ। স্রেফ, চমকেই যেতো ব্যাটারা। "কে এলেন, কোন মহারাজ, কি জন্যেরে বাবা !" চাকরটা তখন এগিয়ে যেতো : (দারোয়ানের মতো সোজা দাঁড়িয়ে) "পিটার্সবার্গ থেকে আইভান আলেক্‌জাণ্ড্রোভিচ্ হ্লেষ্টাকভ, অভ্যর্থনা করুন তাকে !" —তা, এই গেঁয়ো ভূতেরা আবার অভ্যর্থনা কাকে বলে তাও জানেনা ! কোনো তালুকদারের ব্যাটা দেখা করতে এসে তো বিনয়ের চোটে পায়ের কাছেই গড়াতে থাকবে। তখন সুন্দর দেখে একটি তরুণীর কাছে গিয়ে বলবো : "সত্যি, কী আনন্দ আজ,......" (হাত ঘষতে ঘষতে, মেজেতে পা দিয়ে আঁচড় কেটে) নাঃ, পেট তো জলে গেলো, আর যে সহ্য হয় না!

ষষ্ঠ দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ দাঁড়িয়ে, অজিপ এবং পরে চাকরের প্রবেশ)

হ্লেষ্টাকভ : কি খবর ?

অজিপ : খাবার আসছে।

হ্লেষ্টাকভ : (হাততালি দিতে দিতে চেয়ারে ব'সেই ছোট্ট একটি লাফ দিয়ে) বাঃ রে বাঃ, এই যে খাবার আসছে।

চাকর : (প্লেট ও তোয়ালে নিয়ে) : ম্যানেজার বাবু এই শেষ খাবার পাঠিয়েছেন।

হ্লেষ্টাকভ : ফুঃ ম্যানেজার, রাখো তোমার ম্যানেজার......থুথু দিই তার মুখে ! কি এনেছো, তাই বলোনা ?

চাকর : ঝোল আর ভাজা।

হ্লেষ্টাকভ : শুধু ?

চাকর : হ্যাঁ বাবু !

হ্লেষ্টাকভ : এ সব কি ? খাবো না আমি, বলো গিয়ে, এ কি ?……এতে চ'লবে না আমার।

চাকর : তা, ম্যানেজার বলেছেন এইটেই অতিরিক্ত।

হ্লেষ্টাকভ : মাংস দেখছিনা কেনো ?

চাকর : মাংস নেই ব'লেই !

হ্লেষ্টাকভ : নেই মানে ? রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে কেমন গন্ধ পেলাম ! আর নেই ? আজ ভোরেই তো খাবার হল-ঘরে দুজন লোক মাংস খাচ্ছিলো ব'সে !

চাকর : কিছুটা আছে সত্যি, তার মানেই নেই।

হ্লেষ্টাকভ : তার মানে ?

চাকর : দেবার মতো নেই !

হ্লেষ্টাকভ : চপ, কাটলেট্ সে সব ?

চাকর ; সে সব জিনিষ ভদ্র লোকের জন্য !

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা তো ?

চাকর : হ্যাঁ সত্যিই স্যার !

হ্লেষ্টাকভ : ব্যাটা শয়তান ! আমি না খেলে তারাই বা খাবে কেনো ? কেনো, আমি তাদের চেয়ে কম কিসে ? ঠিক আমার মতোই পথিক তারা, আমারই বরং খিদে পেয়েছে বেশী !

চাকর : না, সবাই জানে আপনার মতো নয় তারা।

হ্লেষ্টাকভ : তবে তারা কি ?

চাকর : সত্যিকার ভদ্রলোক ! টাকা তারা বাকী রাখেনা।

হ্লেষ্টাকভ : না, তোমার মতো গবেটের সংগে কথা বলতে চাইনা (খেতে আরম্ভ ক'রে) এ কি ঝোল ? উঃ, স্রেফ জল। খেতে কী বিশ্রী, পানসে,

আর যা চিমসে গন্ধ। এ ঝোল খাবোনা আমি, পালটে আনো।

চাকর : বেশ নিয়ে যাচ্ছি আমি, ম্যানেজার ব'লে দিয়েছেন, খেতে না চাইলে খাওয়ার কোনো দরকারই নেই।

হ্লেষ্টাকভ : (হাত দিয়ে খাবার সামনে রেখে), আচ্ছা, আচ্ছা, রাখো রাখো। অন্যের সংগে হয়তো এরকম ব্যবহারই করো তুমি, তবে হ্যাঁ—আমি সে দলের নয়। আমার সংগে ওরকম ব্যবহার ক'রবে না ব'লে দিচ্ছি। (খেতে খেতে) ওঃ, একি ঝোল, না জল ? (খেয়ে চলেছে) কারো বাপের বয়সেও বোধ হয় কেউ এমন ঝোল দেখেনি ! তরকারীর মধ্যে যে চুল ! মাছ ভাজা তো দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যায় না। কি মাছরে বাব্বাঃ ! অজিপ এটুকু খেয়ে নে তো, একি মাছ ভাজা ? না, এ মাছ না।

চাকর : তবে কি ?

হ্লেষ্টাকভ : যাই হোক, মাছ না। মাছ ভাজা না, গাছ ভাজা। (তবু খাচ্ছে), চোর জোচ্চোর সব ; ইস, কী সব জিনিষ দেয় ! এক কামড় খেতেই চোয়াল ধ'রে যায় ! (আঙুল দিয়ে দাঁত খুঁচে) যত সব শয়তান আর পাজির দল। মাছ না তো গাছের ছাল ! কিছুতেই টেনে ছেঁড়া যায় না, আর খেলেই দাঁত পর্যন্ত ব্যথা হ'য়ে যায়। জোচ্চোর, বদমাশ।......আর কিচ্ছু নেই ?

চাকর : না।

হ্লেষ্টাকভ : শয়তান, শয়তান, শয়তানের দল। এমন কি একটু টক বা একটু মশলা পর্যন্ত না। ডাকাত, একেবারে ডাকাত, যাত্রীদের এরা লুটে খায়।

(চাকর ও অজিপ প্লেটগুলি গুছিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো)

সপ্তম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ ও অসিপ)

হ্লেষ্টাকভ : সত্যি, কিছুই খাইনি মনে হ'চ্ছে ; খিদেটা আরো চেতিয়েই দিলাম যেনো। পকেটে খুচরো পয়সা থাকলেও একটা কিছু আনাতে পারতাম।

অসিপ : (ঘরে ঢুকে) চিফ পুলিশ এসেছেন আপনার কাছে, খোঁজ খবর নিচ্ছেন সব।

হ্লেষ্টাকভ : (ভীতভাবে) সর্বনাশ। ম্যানেজার শালা এর মধ্যেই থানায় খবর দিয়েছে ? সত্যি যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে যায় ? তখন ? ব্যাপারটা ভদ্র-কিছু হ'লেও একটা ব্যবস্থা······না, না, এবার আর রক্ষে নেই। সহরের সবাই হানা দিয়ে ফিরছে নানা দিকে,—আগে কেবল চাল মেরে বেড়িয়েছি, এক ভদ্রলোকের মেয়ের দিকেও চোখ মেরেছিলাম······না, না, এবার আর রেহাই নেই······কিন্তু এরই বা কি সাহস ? আমাকে ভেবেছে কি ? মিস্ত্রী, না দোকানদার ? (সাহসভরে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো) বেশ, সোজা তার কাছে গিয়েই ব'লছি, "কী সাহস আপনার, কী সাহস ?"

(দোরটা খুলে গেলো, হ্লেষ্টাকভও বিবর্ণ মুখে স'রে দাঁড়ালো)

অষ্টম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ, চিফ পুলিশ ও ডব্‌চিনস্কি)

(ঘরে ঢুকেই চিফ পুলিশ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে ও হ্লেষ্টাকভ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে এ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত)

চিফ পুলিশ : (কিছুটা সামলে উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো—ঠিক এটেন্‌সন-এর ভংগীতে স্যালুট ক'রে) হুজুর !

হ্লেষ্টাকভ : (মাথা নুইয়ে প্রত্যাভিবাদন জানালো) নমস্কার।

চিফ পুলিশ : না, না, সে কি ?

হ্লেষ্টাকভ : তাতে কি ?

চিফ পুলিশ : সমস্ত যাত্রীদের ও সম্ভ্রান্ত লোকদের কোনো রকম অসুবিধা না হয়—সহরের শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসাবে তা পরিদর্শন করা আমারই কর্তব্য······

হ্লেষ্টাকভ : (ক্রমেই স্পষ্ট ও উচ্চকণ্ঠে) তা, আমি কি ক'রবো ?··· কোনো দোষ নেই আমার—সত্যি, আমি টাকা চুকিয়ে দেবো, সত্যি ব'লছি···শিগগিরি দেশ থেকে টাকা আসছে। (বব্‌চিনস্কি এদিকে দোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে) দোষটা বরং এদেরই ; যা মাছ দেয়, ঠিক চামড়ার মতো, টেনেও ছেঁড়া যায় না। আর কি ঝোল, ভগবানই জানেন কি আছে ওর মধ্যে ; জানলা দিয়ে সোজা ছুঁড়ে দিলেই ভালো হ'তো। জানেন, দিনের পর দিন আমাকে না খাইয়ে রাখে···আর কি বিচিত্র চা ! মাছের গন্ধ, আঁশটে গন্ধ ! কেনো দেবো আমি ? ··মজা মন্দ না !

চিফ পুলিশ : (সাহস তার নিভে গেছে) ক্ষমা ক'রবেন, আমার কোনই দোষ নেই। সব সময়ই বাজারে ভালো মাংস রাখার বন্দোবস্ত ক'রেছি, গাঁ থেকে পাঠানো অতি বিশুদ্ধ মাংস। সে সব লোকও খাঁটি, জোচ্চোর ব্যবসায়ী মোটেই নয়। আপনি যা ব'লছেন, সে রকম কোত্থেকে যে জোটালো বুঝতে পারছিনা...দেখুন, যদি কিছু অসুবিধে হ'য়ে থাকে—অনুমতি হ'লে, আপনাকে অন্যত্র...

হ্লেষ্টাকভ : না, যাবোনা আমি, কক্ষনো যাবো না। বেশ জানি আমি অন্যত্র মানে কি ? জেলে, না ? কিন্তু কী অধিকার আপনার ? কী সাহস ? আমি, এই আমি,—জানেন, পিটার্সবার্গে আমার গভর্মেণ্ট সার্ভিস, (আরো সাহসী হ'য়ে) আমি—আমি—এই আমিই...

চিফ পুলিশ : (স্বগত) ওরে বাবা, কি রকম রেগে গেছেন। সব ধরা প'ড়েছে ; ওই শয়তান দোকানদার ব্যাটারাই ব'লে দিয়েছে নিশ্চয়।

হ্লেষ্টাকভ : (আরো উদ্ধত সাহসে) আপনারা সবাই মিলে যদি সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়েও এগিয়ে আসেন তবু এক পা ন'ড়ছিনা আমি। হ্যাঁ যাবো, তবে সোজা মন্ত্রীর কাছেই ! (টেবিলে ঘুসি মেরে) এখন বলুন, আপনার কি কথা ?

চিফ পুলিশ : (সোজা দাঁড়িয়ে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে) আমার সর্বনাশ ক'রবেন না।' আমার স্ত্রী পুত্রদের দিকে ফিরে তাকান একবার,...... সবাইকে পথে বসাবেন না।

হ্লেষ্টাকভ ; না, যাবো না আমি। কেনো যাবো ? তাতে আমার কি ! আপনার স্ত্রী পুত্র আছে ব'লেই যাবো আমি জেলে ? বাঃ চমৎকার ! (বব্‌চিনস্কি দোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভয়ে লুকালো গিয়ে) বহুত্ ধন্যবাদ, যাবো না আমি।

চিফ পুলিশ : (কাঁপতে কাঁপতে) সবই আমার অজ্ঞতা, ভগবান সাক্ষী,—সামান্য আয়......স্যার, অনুগ্রহ ক'রে ভেবে দেখুন, যা মাইনে পাই তা দিয়ে চা-চিনির খরচই কুলোয় না। যদি দু একটা ঘুষ নিয়েই থাকি, সে কিছুই না। এই টেবিলটা, চেয়ারটা বা স্যুট বানাবার কাপড়টা, —এমনি সব। আর, দোকানওয়ালী বিধবাটির কথা ? তাকে যে পিটেছি—সে মিথ্যা দুর্ণাম, ভগবান আমার সাক্ষী ! সবই শত্রুদের রটানো, আমার গলায় তারা ছুরি দিতে পারলে ছাড়ে না।

হ্লেষ্টাকভ : আমার কি আসে যায় তাতে......(কিছুক্ষণ ভেবে) জানিনা আপনি কেনো যে আপনার শত্রুদের কথা বা বিধবাকে পেটার কথা ব'লছেন ; বিধবাটির কথা আলাদা, আমাকে পিটতে পারবেন আপনি ? সে এখনো অনেক দেরী ! কেমন কথা, আচ্ছা লোক তো...... দেবো, টাকা আমি দেবো, কিন্তু এখন হাতে আমার নেই।

চিফ পুলিশ : (স্বগত) কি রকম চাল, কেমন সব ইংগিত! সব গুলিয়ে দিচ্ছে, যেমন খুশি অর্থ করতে পারো। একেবারে গভীর জলের মাছ! বেশ, সোজা ছুড়ি তো চিল, লাগে লাগবে। (উচ্চস্বরে) আপনার যদি সত্যিই টাকা বা অন্য কিছুর দরকার হ'য়ে থাকে তো, সাহায্য ক'রতে পেলে আনন্দিত হবো। যাত্রীদের সাহায্য করাই আমার কর্তব্য।

হ্লেস্টাকভ : হ্যাঁ দিন, ধার দিন আমাকে। এই পাজি হোটেলের সাথে মিটিয়ে ফেলছি সব। মাত্র দুশো টাকা বাকি—কিছু কম-বেশীও হ'তে পারে।

চিফ পুলিশ : (কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়ে) ঠিক দুশোই,—আপনাকে কষ্ট ক'রে আর গুনতে হবে না।

হ্লেস্টাকভ : (টাকাটা নিয়ে) ধন্যবাদ! দেশে পৌঁছেই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সব……যা হ'য়ে গেছে, ও কিছু মনে ক'রবেন না। আপনি দেখছি সত্যিকার ভদ্রলোক! সবই দেখছি ভুল বুঝেছিলাম!

চিফ পুলিশ : (স্বগত) ভগবান, বাঁচিয়েছো আমাকে! টাকাটা নিয়েছেন যা হোক! এখন আর ভয় নেই। ভাগ্যিস্, বুদ্ধি ক'রে দু'শোর বদলে চারশোই দিয়ে দিয়েছি!

হ্লেস্টাকভ : এই অজিপ! (অজিপের প্রবেশ) হোটেলের চাকরটাকে ডেকে দে। (চিফ পুলিশ ও ডব্‌চিনস্কিকে) আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেনো? (ডব্‌চিনস্কিকে) বসুন, বসুন।

চিফ পুলিশ : না, না, দাঁড়িয়ে থাকাই তো আমাদের কাজ।

হ্লেস্টাকভ : না, না, বসুন আপনারা। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছি আপনারা কী ভদ্র, কী সরল। হ্যাঁ, সত্যিই প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনারা বুঝি এসেছেন……(ডব্‌চিনস্কিকে) বসুন! (চিফ পুলিশ ও ডব্‌চিনস্কি ব'সলো, বর্বচিনস্কি দোরের ফাঁক দিয়ে শুনছে তখনো)

চিফ পুলিশ : (স্বগত) আরো সাবধান হ'তে হবে, আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থাকতে চান ইনি। বেশ, বেশ, আমরাও কম ঘুঘু নই ; এমন ভাব দেখাবো যে এঁর বিন্দু বিসর্গও জানিনা। (উচ্চস্বরে) একটা জরুরী কাজে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে এলাম হোটেলে—আপনাদের কোনো অসুবিধে হ'চ্ছে কিনা তাই দেখতে ; সংগে ডব্‌চিনস্কি, এখানকার এক জমিদার ইনি। দেখুন, অন্য সব চিফ পুলিশের মতো এ সব ব্যাপারে উদাসীন নই আমি। আমার কর্তব্য-কাজ ছাড়াও কেমন এক ধর্মভাব থেকেই মানুষকে ভালবাসি আমি। প্রত্যেক মানুষকেই প্রাণখুলে আদর-অভ্যর্থনা করা উচিত,—আজো ভগবানের একান্ত আশীর্বাদে আপনার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হ'লো।

হ্লেষ্টাকভ : আমিও খুব খুশি হ'য়েছি। সত্যি, আপনি না হ'লে অনেকদিনই আমাকে এখানে না খেয়ে থাকতে হ'তো ; টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'তো না।

চিফ পুলিশ : (স্বগত) যা খুশি ব'লে যাচ্ছেন, সত্যিই যেনো মুস্কিলে পড়েছিলেন ! (উচ্চস্বরে) অপরাধ নেবেন না, জানতে পারি কি কোথায় যাবেন আপনি ?

হ্লেষ্টাকভ : কস্ট্রোমা জিলায়, আমার গাঁয়ে।

চিফ পুলিশ : (স্বগতই, মুখে একটুখানি বিদ্রূপের ভংগী নিয়ে) সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে যাবেন—ইনি ! অথচ মুখে লজ্জার কোনো আভাস পর্যন্ত নেই। পাস্ত ঘুঘু না হ'লে একে বোঝা দায়। (উচ্চস্বরে) সত্যিকার সাধুকাজ নিয়েছেন আপনি। রাস্তায় অবিশ্যি গাড়িঘোড়ার কিছুটা অসুবিধেই আছে শুনেছি,—তা, অন্যদিকে তেমনি অদ্ভুত অবকাশ। আপনি বোধ হয় বেড়াবার জন্যই যাচ্ছেন ?

হ্লেষ্টাকভ : না, বাবা আমাকে দেখতে চেয়েছেন। বুড়ো রেগে গেছে,

পিটাস বার্গের চাকরিতে এখনো আমার প্রমোশন হয়নি কিনা ? এরা ভাবে,—রাজধানীতে গেলেই, ব্যস, অমনি তোমাকে ক'রে দেবে রাজমন্ত্রী ! বুড়োকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাতে পারতাম।

চিফ পুলিশ : (স্বগত) কেমন জালে জড়াচ্ছে। এমন কি বুড়ো বাপকে পর্যন্ত এনে ফেলছে, (উচ্চস্বরে) খুব বেশী দিন থাকবেন কি ?

হ্লেস্টাকভ : ঠিক ব'লতে পারিনে ; বুঝছেন না, বাবা বড়ো একগুঁয়ে, একটা অপদার্থ ! আমিও সোজা গিয়ে তাকে ব'লবো,—আপনি পছন্দ করুন বা না করুন, রাজধানী ছেড়ে থাকতে পারবো না আমি। আর, সত্যিই কি চাষাভুষোর মধ্যে এমন জীবনটা নষ্ট ক'রে ফেলবো ? আজকাল মানুষের প্রয়োজন হ'লো অন্য রকম ; পিপাসু প্রাণ চায় প্রগতি—শিক্ষা সংস্কৃতি।

চিফ পুলিশ : (স্বগত) কি রকম গেঁথে বলছে সব। আগাগোড়া মিথ্যেই ব'লছে, অথচ ধ'রবার জো-টি নেই। লোকটি তো এতোটুকু,—এই আঙুলের তলায়ই চেপে রাখতে পারি ! তা বেশ, হরদম চালাও, আমিও ঠিক আছি। তোমাকে আরো কিছু বলিয়ে তবে ছাড়ছি। (উচ্চস্বরে) ঠিকই অনুমান ক'রেছেন আপনি। আপনার মতো লোক সেই ভুতুড়ে দেশে গিয়ে ক'রবে কি ? আপনার সামনে প'ড়ে আছে কতো মহৎ কাজ,—মাতৃভূমির জন্যে আপনার এই আপ্রাণ সাধনা। কোনো দিকেই একটুখানি বিশ্রাম নেই। অথচ এর পুরস্কার কবে যে পাবেন ? (ঘরের চারিদিকে একটু তাকিয়ে) মনে হ'চ্ছে, ঘরটা একটু ঠাণ্ডা।

হ্লেস্টাকভ : ঠাণ্ডা ? জঘন্য ঘর, স্রেফ পশুর ঘর। আর কি ছারপোকা ! এক একটা কামড় যেনো বাঘের কামড়। প্রাণটাই ছেড়ে পালাবে।

চিফ পুলিশ : একি অন্যায় ! এমন এক শিক্ষিত সম্রান্ত ব্যক্তি—আর

তিনিই কিনা দুর্ভোগ ভোগ ক'রেছেন, কাদের হাতে?—কতকগুলি অপদার্থ ছারপোকার হাতে! ঘরটা একটু অন্ধকার মনে হয় না?

হ্লেষ্টাকভ : অন্ধকার না আবার! ম্যানেজার নিয়ম ক'রেছেন, বাতি দেবেন না। কিছু একটু ক'রতে চাইলে—এই ধরুন প'ড়তে বা দু এক কলম লিখবার খেয়াল চাপলে, সে পারি না। সব সময়ই অন্ধকার।

চিফ পুলিশ : আপনার অনুমতি হ'লে—না, না, আমি অবশ্যি······

হ্লেষ্টাকভ : কি বলুন না?

চিফ পুলিশ : না, না, একান্ত অযোগ্য আমি, নিতান্তই অধম।

হ্লেষ্টাকভ : কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না?

চিফ পুলিশ : সাহস হ'চ্ছে না······আমার বাড়িতে একটা ঘর—আপনার পক্ষে নেহাত অনুপযুক্ত হবে না। বেশ আলো, নিরালাও······কিন্তু না, না, আমার মতো অধম—এমন অযোগ্যের উপরে এ যে আশাতীত অনুগ্রহ, অতিরিক্ত সম্মান······ক্রুদ্ধ হবেন না, ভগবান আমার সাক্ষী, —প্রাণের সরলতায়ই হঠাৎ ব'লে ফেলেছি।

হ্লেষ্টাকভ : বরং উল্টো,—আপনার ইচ্ছা হ'লে সানন্দেই আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রছি। পশুর এই গুহা ছেড়ে বরং কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি হ'লে বেশ চমৎকারই হ'বে আমার।

চিফ পুলিশ : আমার পক্ষে সে আরো বেশী আনন্দের। আমার স্ত্রীও খুব খুশি হবে। দেখুন, আমাদের ধারাই এমনি। শিশুকাল থেকেই আমরা অতিথিকে সম্মান করি—বিশেষ ক'রে তিনি যদি খুব গণ্যমান্য হন। মনে ক'রবেন না, খুব বাড়িয়ে ব'লছি। ওসব চাতুরী আমাদের মধ্যে পাবেন না। প্রাণের উচ্ছ্বাসেই এসব কথা ব'লছি শুধু।

হ্লেষ্টাকভ : আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমিও ওই রকম; দু-মুখো লোক দেখতেই পারিনা। আপনাদের প্রাণখোলা ব্যবহারে

সত্যিই বড়ো খুশি হ'য়েছি ; সত্যিই খুশি হ'য়েছি। আমারও জগতে একমাত্র কামনা শ্রদ্ধা-ভক্তি আর মান-সম্ভ্রম।

নবম দৃশ্য

(আগের সবাই ; হোটেলের চাকরকে নিয়ে অজিপের প্রবেশ, বব্‌চিনস্কি তখনো দোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে।)

চাকর : আমাকে ডেকেছেন বাবু ?

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, নিয়ে এসো তোমাদের বিল।

চাকর : দু' দুবারই তো আপনার হাতে দেওয়া হ'য়ে গেছে এবং সেও অনেকদিন হ'লো।

হ্লেষ্টাকভ : কে মনে ক'রে রেখেছে তোমাদের জোচ্চোরের বিল ? বলো, কতো বাকী।

চাকর : প্রথম দিন নিয়েছেন পুরো প্লেট ডিনার, দ্বিতীয় দিন স্পেশাল প্লেট, এবং তার পর থেকেই সব বাকির ওপর।

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা বোকা ! সে হিসেব চাচ্ছে কে ? মোট কতো তাই বলো ?

চিফ পুলিশ : আপনি ব্যস্ত হবেন না ; সে পরে হবে। (চাকরকে) যাও নিচেই পাবে টাকা।

হ্লেষ্টাকভ : ঠিকই বলেছেন। (টাকাটা সে সরিয়ে রাখলো। চাকরটাও চ'লে গেলো ; বব্‌চিনস্কি তখনো উঁকি মারছে।)

দশম দৃশ্য

(চিফ পুলিশ, হ্লেষ্টাকভ ও ডব্‌চিনস্কি)

চিফ পুলিশ : সহরের দু' একটা প্রতিষ্ঠান দেখবেন না একবার ? এই যেমন, দাতব্য কেন্দ্র বা এমনি সব।

হ্লেষ্টাকভ : তা দেখবার আর কি আছে ?

চিফ পুলিশ : দেখলে বুঝবেন, কি রকম আছি আমরা, কি রকম সব ব্যবস্থা……

হ্লেষ্টাকভ : বেশ, ভালো কথা।

চিফ পুলিশ : (ববৃচিনস্কি এদিকে দোরের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছে) আপনার অভিরুচি হ'লে এর পরেই জিলা-স্কুলে যেতে পারি আমরা, দেখবেন কি রকম শিক্ষা দীক্ষা।

হ্লেষ্টাকভ : চলুন।

চিফ পুলিশ : তারপর জেলখানায় দেখতে পাবেন আসামীদের জন্য কি রকম সুবন্দোবস্ত।

হ্লেষ্টাকভ : না, আবার জেলে কেনো ? বরং দাতব্য-কেন্দ্রগুলিই দেখা যাক।

চিফ পুলিশ : আপনার যা হুকুম ; কিসে যাবেন ? আপনার গাড়িতে, না আমাদের সাথে

হ্লেষ্টাকভ : তা, আপনার সংগে হ'লেই ভালো।

চিফ পুলিশ : (ডব্‌চিনস্কিকে) দেখো ডব্‌চিনস্কি, তোমার জায়গা হবে না।

ডব্‌চিনস্কি : সে হবে'খন।

চিফ পুলিশ : (ডব্‌চিনস্কিকে খুব আস্তে আস্তে) শোনো, ছুটে গিয়ে দুটো খবর দেবে এক্ষুনি। একটা হাসপাতালে আর্টেমিকে, আর একটা আমার স্ত্রীকে। (হ্লেষ্টাকভকে) আপনার অনুমতি নিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে একটা লাইন লিখে পাঠাতে পারি ? একজন বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনার জন্যই।

হ্লেষ্টাকভ : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! এই যে কালি…কিন্তু কাগজ কোথায় তা তো বলতে পাচ্ছি না……এই বিলটার পিছনেই লিখলে হয় না ?

চিফ পুলিশ : হ্যাঁ, ওটাতেই লিখছি। (লিখছে ও সংগে সংগে স্বগতই

ব'লছে) এবার দেখবো ডিনারের পরে কড়া এক বোতল খাইয়ে দিলে অবস্থাটা গড়ায় কোন দিকে ? যে চীজ আছে বাড়িতে ! এক পেগে হাতীও ফ্লাট ! বুঝে নিই আগে লোকটা কি রকম ! (চিঠিটা লিখে ডব্‌চিনস্কির হাতে দিলে সে দোরের দিকে এগিয়ে গেলো. কিন্তু দোরটাও তক্ষুনি কব্জা খুলে প'ড়ে গেলো এবং বব্‌চিনস্কি সেটা সমেত ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। সবাই চীৎকার ক'রে উঠলো, বব্‌চিনস্কি উঠে দাঁড়ালো।)

হ্লেষ্টাকভ : কোথাও লাগেনি তো ?

বব্‌চিনস্কি : না, না স্যার, লাগবে কেনো ? একটুও লাগেনি। শুধু নাকটায়ই যা একটু,—এক্ষুনি যাচ্ছি সদর-ডাক্তারের কাছে। যে ওষুধ, একটু দিলেই ব্যাস্।

চিফ পুলিশ : (বব্‌চিনস্কির দিকে ভ্রূকুটি ক'রে হ্লেষ্টাকভকে) ও কিছুই নয় স্যার। আপনার অসুবিধে না হ'লে চলুন এবার। ট্রাংকটা আপনার চাকরকে দিয়েই পাঠাচ্ছি। (অজিপকে) বাঃ, দিব্যি চাকর তো ! হ্যাঁ, এই সব-কিছু নিয়ে যাও আমার ওখানে,—বুঝলে, চিফ পুলিশের বাড়ী। চোখ বুজেই সবাই পথ দেখিয়ে দেবে। আপনিই আগে যান স্যার ! (হ্লেষ্টাকভ এগোলে পিছু পিছু সেও চললো, একবার ঘুরে বব্‌চিনস্কির দিকে আবারো ভ্রূকুটি ক'রে বললো) : সব কাজেই লাগো তুমি ! প'ড়বার আর জায়গা পেলেনা ? আর, কি রকম কাণ্ডটাই ক'রলে ? (চিফ পুলিশ বেরিয়ে গেলো, বব্‌চিনস্কিও পিছু পিছু এবং সংগে সংগেই নেমে এলো ড্রপসিন)

তৃতীয় অংক

প্রথম অংকের ঘর

প্রথম দৃশ্য

(আন্না ও মেরিয়া জানালায় সে ভাবেই দাঁড়িয়ে)

আন্না : বাঃ রে, পথ চেয়ে চেয়ে এক যুগই যে কেটে গেলো ! আর সব সময়ই খুকীর কি বকবকানি ! বেশ তো সেজেছিলে ; না, তাতে কি হয় ? গালে যে রঙ মাখা চাই !······কেনো যে কানের মাথা খেয়ে এর কথা শুনলাম। কি আপদ ! একি ; কেউ যে নেই কোথাও ! ষড়যন্ত্র ক'রেছে নাকি ? না, ম'রেই গেলো সবাই ?

মেরিয়া : কিন্তু মা-মনি, এক্ষুনি খুঁজে পাবো সব। আদোতিয়া ফিরলো ব'লে। (জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠে) মা-মনি, কে যেনো আসছে, রাস্তায়, ঐ দূরে।

আন্না : কোথায় ? যা খুসী ব'কলেই হ'লো। না, ঠিকই তো, কে ও, কে ? বেঁটে মতো,···কোট গায়ে······কে, কে লোকটি ? কি বিপদ ! কে আবার বাপু ?

মেরিয়া : পিটার ডব্‌চিনস্কি, মা !

আন্না : ডব্‌চিনস্কি না তোমার মাথা ! একটা না একটা বলা চাই······হ'তেই পারেনা। (রুমাল নেড়ে দিয়ে) এই, এদিকে, এদিকে শিগগির !

মেরিয়া : হ্যাঁ মা, ডব্‌চিনস্কি।

আন্না : আবার তর্ক ? বলছি, ডব্‌চিনস্কি না, তবু ?

মেরিয়া : কি মা, বলিনি ? ঐ দেখো, ডব্‌চিনস্কিই।

৩ক

আন্না : হ্যাঁ ডব্‌চিনস্কিই ; ও, তাই বলো। (জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে) শিগগির, এই ছুটে, আঃ বড্ডো কুঁড়ে তুমি। আর সব কোথায় ? এগিয়ে এসো, হ্যাঁ ওখান থেকেই বলো। কি ? খুব কড়া লোক ? তোমাদেব বড়ো বাবু ? কোথায় সে ? (বিরক্তি ভরে জানালায় একটুখানি হেলান দিয়ে) কি, ক্যাবলারে বাব্বাঃ, ঘরে না ঢুকে মুখই খুলবেনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আগেকার সব ও ডব্‌চিনস্কি)

আন্না : লজ্জা হ'চ্ছে না তোমার ? ভালো মানুষের মতো বিশ্বাস করেছি তোমাকে। ওরা চ'লে গেলো, তুমিও গেলে পিছু পিছু, অথচ একটা কথাও বেরুলো না কারো পেট থেকে—আমার সংগে তোমার এমন ব্যবহার।

ডব্‌চিনস্কি : একি বলছেন ? আপনার খাতিরেই তো এতো জোরে ছুটেছি। এখনো দম নিতে পাচ্ছিনা। আন্না এণ্ড্রিয়েভানা, অপরাধ নেবেন না।

মেরিয়া : পিটার ডব্‌চিনস্কি যে !

আন্না : কি ব্যাপার, বলো, কি রকম তার ব্যবহার।

ডব্‌চিনস্কি : বড় বাবু একটা খবর পাঠিয়েছেন।

আন্না : আগে বলো, দেখ্‌তে সে কি রকম। খুব বীর পুরুষ ?

ডব্‌চিনস্কি : না, তবে শিক্ষা-দীক্ষায় ও আদবকায়দায় তার চেয়ে বড়ো নেই কেউ।

আন্না : আ—হা। বড় বাবুকে যার কথা লেখা হ'য়েছে—সে ?

ডব্‌চিনস্কি : হ্যাঁ, ঠিক তিনিই। আমার আর বব্‌চিনস্কির চোখেই ধরা পড়ে প্রথম।

আন্না : তারপর ?

ডব্‌চিনস্কি : বেঁচেছে, রক্ষা পেয়েছে সব ! প্রথমে বড় বাবুর সংগে খুব খারাপ ব্যবহারই কচ্ছিলেন—বেশ রুক্ষ ব্যবহার। হোটেলের সব বিশ্রী কাণ্ড দেখে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন, তবুও জায়গা বদল ক'রতে রাজী হ'লেন না কিছুতেই ; জেলে যাবেন না তিনি। কিন্তু পরে যখন বুঝলেন, বড়ো বাবু কী সরল মানুষ এবং তার সংগে কিছুটা প্রাইভেট কথার পরে হঠাৎ একেবারে জল হ'য়ে গেলেন। তার পর থেকে সবই পরিষ্কার······এখন গেছেন তারা চ্যারিটেবল ডিপার্টমেণ্টগুলি পরিদর্শন করতে···তা' বড় বাবু ভেবেছিলেন, গোপনে গোপনে কেউ বুঝি লাগিয়েছে। আমিও যা ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম !

আন্না : তোমার আবার ভয় কিসের ? তুমি তো আর চাকরী ক'চ্ছো না।

ডব্‌চিনস্কি : কিন্তু জানেন তো, বড় লোকের কথা শুনলে পর্যন্ত গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে !

আন্না : কি যে বলো······আচ্ছা, এবার বলতো কী রকম দেখতে সে। বেশ বয়সী, না যুবক ?

ডব্‌চিনস্কি : যুবক, তরুণ যুবক, বাইশ তেইশ বছর হবে ; কিন্তু কথা কি, একেবারে কোকিলের মতো !—বলছিলেন, "যেমন ক'রেই হোক, যাবো আমি প্রথম এখানে, তারপর ওখানে, তারপর সেখানে।" (হাত নেড়ে নেড়ে) এবং খুব জোরালো গলায়ই বলছিলেন, "লেখা-পড়া করতে চাই আমি, কিন্তু বাধা দেয় ঘরের অন্ধকার।"—নিজের মুখেই বলছিলেন।

আন্না : তা' তো বুঝলাম—দেখতে কি রকম ? ফর্সা না, শ্যামবর্ণ ?

ডবচিনস্কি : না, বরং কিছুটা তামাটে। আর কী তীক্ষ্ণ চোখ ! ঠিক খরগোসের মতো ! দেখলেই ত্রস্ত হ'য়ে প'ড়তে হয়।

আন্না : দেখি, কি লিখেছেন উনি। (পড়তে লাগলো) "মাই ডিয়ার

আন্না, অবস্থাটা যা হ'য়েছিলো তা বলবার নয়, কিন্তু ভগবানের কৃপায় দুটো নোন্‌তা ফুটের ফালি, মাছ ভাজা, তরকারী,একুনে দু'টাকা ......" (থম্‌কে) এসব কি! মাছ-ভাজা, তরকারী,...এ সব কি মাথা-মুণ্ডু !

ডব্‌চিনস্কি : ও-হো, বড় বাবু চট ক'রে একটা বিলের কাগজের উপরেই লিখে দিয়েছিলেন।

আন্না : (আবার পড়া সুরু করে) "কিন্তু ভগবানের কৃপায়, সবই বোধ হয় ভালোয় ভালোয় শেষ হবে। তাড়াতাড়ি ক'রে একটা ঘর সাজিয়ে রাখো একজন সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্যে,—হলদে রংয়ের ভালো ঘরটা। খাবার জোগাড় করার ঝামেলা নেই, হাঁসপাতালে দয়ারামের ওখানেই মেরে নেবো এক চোট। কয়েক বোতল মদ আনিয়ে রাখতে ভুলবেনা কিন্তু, —আবদুলিন দোকানদারকে বলবে, দোকানের সব চেয়ে সেরা মাল পাঠিয়ে দিতে। না দেয় তো, বেটার দোকানেই লালবাতি জ্বালিয়ে দেবো।

ইতি তোমার এণ্টন এণ্টনভিচ্......"

এই জলদি, এদিকে, কে ওখানে ? এই মিশ্‌কা !

ডব্‌চিনস্কি : (দৌড়ে দোরের বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে) মিশ্‌কা, মিশ্‌কা, মিশ্‌কা ! (মিশ্‌কা এলো)।

আন্না : শোন, সোজা ছুটে যা আবদুলিনের কাছে......না, না দাঁড়া, লিখে দিচ্ছি। (টেবিলে ব'সে কথা বলতে বলতে লিখছে)। কোচোয়ানকে দিবি এটা। আবদুলিনের কাছ থেকে সে মদটা নিয়ে আসবে এক্ষুনি। তুই চট ক'রে গিয়ে বড়ো ঘরটা সাজিয়ে রাখ। বিছানা পাতবি, টেবিল সাজাবি, আলনা গুছোবি—সব কিছু করবি।

ডব্‌চিনস্কি : আমি ওদিকটা দেখতে যাচ্ছি।

আন্না : হ্যাঁ যাও, সোজা ছুটে যাও। তোমাকে তো আর আঁচলে বেঁধে রাখিনি !

তৃতীয় দৃশ্য

(আন্না ও মেরিয়া)

আন্না : খুকী, এবার তো সাজ-গোজ করতে হয়। রাজধানী থেকে এসেছে,—দেখে শুনে আবার ঠাট্টা না করে! তোমাকে সব চেয়ে ভালো মানাবে নীল গাউন আর ফিকে-নীল ব্লাউজ।

মেরিয়া : না মা, নীল না, মা-মনি। ওটা মোটেই ভালো লাগে না আমার ; ও পরে জজের মেয়ে আর ডাক্তারের মেয়ে। আমি পরবো শাদা ফুল-কাটা গাউন।

আন্না : ফুলকাটা……সহুরে লোক—ও দেখে নাক সিঁটকোবে। যা ব'লেছি সেই ভালো। শাদাটা পরবো আমি।

মেরিয়া : না মা, ওতো মোটেই মানায় না তোমাকে।

আন্না : আমাকে মানায় না!

মেরিয়া : বাজী রেখে ব'লতে পারি আমি, একটুও মানায় না। জরির শাদা গাউন পরতে হ'লে থাকা চাই তার মিশ-কালো চোখ।

আন্না : কি,আমার চোখ কালো না ? এর চেয়ে কালো আবার হয় না কি! কি যা-তা বকছিস্ খুকী ? কালো না হ'লে লোকে এতো ভালো বলে সাধে!...মেয়েটা কি চোখে দেখতেই পাচ্ছে না! ভাবছে কা'কে!

(দুজনেই চ'লে গেলে পরে অন্য দোর দিয়ে মিশ্‌কা ছুঁড়ে ফেললো কতকগুলো ময়লা ; আর এক দোর দিয়ে অজিপ ঢুকলো—মাথায় ট্রাংক।)

চতুর্থ দৃশ্য

(অজিপ ও মিশ্‌কা)

অজিপ : কোন দিকে ?

মিশ্‌কা : এই পথে ভাই, এই পথে।

অজিপ : দাঁড়াও, দম নিয়ে নিই আগে। ওঃ, কী বিষম জীবন! খালি পেটে এই মালটুকুই মনে হ'চ্ছে যেনো জগদ্দল পাষাণ।

মিশ্‌কা : আচ্ছা ভাই, তোমার কি মনে হয়, জেনারেল শিগগিরি আসবেন?

অজিপ : কোন জেনারেল?

মিশ্‌কা : কেনো, তোমার মনিব?

অজিপ : আমার মনিব? বাঃ রে, সে কি জেনারেল?

মিশ্‌কা : তাই না?

অজিপ : হ্যাঁ, 'সৈন্য-নেই বাহিনীর'।

মিশ্‌কা : সত্যিকার চেয়ে ছোটো, না বড়ো?

অজিপ : অনেক বড়ো।

মিশ্‌কা : ও, তাই এতো হৈ চৈ!

অজিপ : শোনো হে, বেশ তো বুদ্ধিমান দেখছি তোমাকে! বুদ্ধি ক'রে কিছু খাবার নিয়ে এসো তো।

মিশ্‌কা : এখনো তো আপনাদের খাবার হয়নি। সাধারণ খাবার তো আর আপনাদের জন্য নয়। আপনার মনিব খেতে বসলেই আপনাকে দেবে!

অজিপ : সাধারণ খাবারটাই কি আছে শুনি না?

মিশ্‌কা : কপির তরকারী, ঝোল, ভাজা, আর দুধ······

অজিপ : বেশ, বেশ, আনো ওই সব। ঠিক আছে, সবি খাই আমি। এসো, ট্রাংকটা নিই আগে।

মিশ্‌কা : এই ধরো।

(পাশের ঘরে ট্রাংক নিয়ে গেলো)

পঞ্চম দৃশ্য

(দু'জন পুলিশ দুদিক থেকে কবাট খুলে ধরলো, হ্লেষ্টাকভ এলো ভেতরে ; পেছনেই চিফ পুলিশ, দাতব্য-কেন্দ্রের সুপারভাইজর, স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং সবশেষে নাকে প্লাষ্টারসহ বব্‌চিনস্কি। চিফ পুলিশ পুলিশ-দুটিকে মেজের উপরকার একটুকরো কাগজ দেখিয়ে দিলো এবং দু'জনেই এ ওকে ধাক্কা মেরে সেটা তুলতে গেলো তাড়াতাড়ি।)

হ্লেষ্টাকভ : বেশ চমৎকার সব প্রতিষ্ঠান ! সত্যি খুসী হ'য়েছি আমি। নতুন লোককে আপনারা দেখছি সব কিছুই ঘুরিয়ে দেখান, অন্য সহরে আমাকে কেউই কিছু দেখায়নি।

চিফ পুলিশ : অন্য সব সহরে—জোর ক'রেই আপনাকে বলতে পারি—সহরের কর্তারা মশগুল নিজেদেরি স্বার্থ নিয়ে ; কিন্তু এখানে আমরা একমাত্র নিয়ম-শৃংখলা ও কর্তব্য সম্পাদন দ্বারাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চাই।

হ্লেষ্টাকভ : তা' আপনাদের ভোজটা হয়েছে সত্যি উপাদেয়। আমি তো বেশীই খেয়ে ফেলেছি। প্রত্যেকদিনই কি আপনারা এমনি খান ?

চিফ পুলিশ : না, এই ব্যবস্থা আমাদের বিশিষ্ট অতিথির জন্যই !

হ্লেষ্টাকভ : সত্যি, খেতে আমার বেশ লাগে। আর, সেই জন্যই তো বেঁচে থাকা ! যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, এমন কি, ঋণং কৃত্বা—আচ্ছা, মাছটা ছিলো কি মাছ ?

আর্টেমি : (দৌড়ে এসে) ষ্টার্জনের পেটি, স্যার।

হ্লেষ্টাকভ : বেশ আস্বাদটি ! কোথায় খেলাম,—হাঁসপাতালে ?

আর্টেমি : হ্যাঁ, স্যার ; হাঁসপাতালে।

হ্লেষ্টাকভ : ঠিক, ঠিক মনে পড়ছে। কয়েকটা বিছানাও আছে সেখানে, না? সব রোগীই সেরে গেছে তো? খুব বেশী রোগী দেখিনি তো।

আর্টেমি : জন পাঁচেকই বাকী আছে শুধু, আর সবাই সেরে উঠেছে। সে রকমই ব্যবস্থা আমাদের, এমনি শৃংখলা। আমি এই ম্যানেজ্‌মেণ্ট নেওয়া অবধি,—আপনার প্রথমে হয়তো বিশ্বাস হবে না,—সবাই সেরে উঠতে লাগলো একেবারে ঠিক পিপীলিকার মতো! কোনো রোগী হাঁসপাতালে ঢুকতে না ঢুকতে সেরে ওঠে। অষুধ পত্রের গুণ আর কি,—সবই ব্যবস্থা, ব্যবস্থাই সব।

চিফ পুলিশ : পুলিশ বিভাগের কর্তার যে কী বিষম দায়িত্ব, যাকে বলে ঘাড়ে-ভাঙা দায়িত্ব। কতো বিষয়ই যে ঘোরে একটি মাথার মধ্যে, এই একমাত্র স্বাস্থ্য-বিভাগই ধরুন না? ঘর-বাড়ী মেরামত করা, নতুন তৈরী করা……এক কথায়, বিজ্ঞতম লোকও ঘোল খেয়ে যাবে; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায়. সব কিছুই সম্পূর্ণ হচ্ছে অতি সুন্দর ভাবে। অন্য কোনো চিফ পুলিশ হ'লে অবিশ্যি নিজের স্বার্থের জন্যই মাথা ঘামাতো শুধু; কিন্তু—আপনার কি বিশ্বাস হবে,—এমন কি শুতে গিয়েও আমার একটি মাত্র ভাবনা: হে ভগবান কি ক'রে যে কর্তৃপক্ষকে খুসী করবো·········তারা আমাকে এর পুরস্কার দেবে কিনা জানিনা, সে ভার তাদেরই ওপর। আমার নিজের প্রাণে তো শান্তি পাচ্ছি। সহরের সর্বত্র যখন শান্তি শৃংখলা, পরিষ্কার রাস্তা-ঘাট, বন্দীদের জন্যও নিখুঁত দরদ, মাতালের সংখ্যাও নাম মাত্র,—ব্যস্‌, আর কি কাজ করতে পারি আমি? আর সত্যি কথা, পদ-মর্যাদা, খেতাব এ সব চাইনা আমি। পদ-মর্যাদা অবিশ্যি বেশ লোভনীয়,—তবু গুণের তুলনায় সে তো তুচ্ছ—মিথ্যা অহংকার মাত্র।

আর্টেমি : (স্বগত) কী ধামাধরা চালাক! কি রকম ফাঁপিয়ে ফলিয়ে ব'লে

ফেললো দেখো না ! এই আশ্চর্য ক্ষমতাটাই দিলো না ভগবান।

হ্লেষ্টাকভ : সে ঠিক। আমারো মাঝে মাঝে ভাবনার খেলা দেখাতে বেশ লাগে, কখনও গদ্যে, কখনো বা পদ্যেই।

ডব্‌চিনস্কি : (বব্‌চিনস্কিকে) কেমন মন্তব্যটা দেখলে ? নিশ্চয়ই সব বিজ্ঞান প'ড়ে শেষ ক'রে দিয়েছে।

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা, আপনাদের এখানে কোনো ক্লাব বা প্রীতি-সম্মিলনী নেই ?—এই ধরুন, যেখানে একটু তাস-পাশা খেলা যায় ?

চিফ পুলিশ : (স্বগত) আহা চাঁদ, আমি কি বুঝি না কোন দিকে উঁকি মারছো তুমি।(উচ্চস্বরে) ভগবান না করুন,(জিভ কেটে) এখানে এমন কোনো ক্লাবের নামও শোনেনি কেউ। জীবনে আমি তাস কখনো ছুঁয়েও দেখিনি। কখনো যদি রুহিতনের রাজা বা অমনি কিছু চোখে পড়েছে তো, সমস্ত গা এমন ঘিন ঘিন ক'রতে থাকে ! একবার একটি ছেলেকে নিয়ে একটু মজা করবার জন্যই তাসের ঘর বানিয়েছিলাম, কিন্তু ওরে বাবা, সমস্ত রাতই সে কী ভূত-প্রেতের স্বপ্ন। লোকে কি কোরে যে এভাবে সময় নষ্ট করে !

লিপাকিন টিপাকিন : (স্বগত) কিন্তু এই তুমি শালাই কাল মেরে নিয়েছো আমার একশ টাকা, ব্যাটা পাজি।

চিফ পুলিশ : অবসর সময়টা আমি বরং দেশের কথাই ভাবি।

হ্লেষ্টাকভ : আপনি অবিশ্যি, একটু বেশী কড়া লোক।......কি ভাবে কে দেখছে, সেইটে হচ্ছে দেখবার বিষয়। এই ধরুন.......সে অবিশ্যি আলাদা কথা·······না, না, আমি একমত নই। সত্যি, কখনো কখনো খেলতে এমন লোভ লাগে !

ষষ্ঠ দৃশ্য

(আগের সবাই এবং আন্না ও মেরিয়া)

চিফ পুলিশ : আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—এই আমার স্ত্রী, আর এই আমার মেয়ে।

হ্লেষ্টাকভ : (মাথা নুইয়ে) কি সৌভাগ্য, আপনাদের সাথে আজ পরিচিত হ'লাম।

আন্না : বরং আপনার মতো সম্মানিত লোকের সংগে পরিচয় হওয়া আমাদেরই পরম সৌভাগ্য।

হ্লেষ্টাকভ : (চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে) ক্ষমা করবেন। বরং উল্টোটাই সত্যি, আমার আনন্দই বেশী।

আন্না : সে কি ক'রে হয় ? আপনি ভদ্রতা বশতই বলছেন শুধু ; বসুন।

হ্লেষ্টাকভ : আপনার পাশে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাও এতো সুখের ! তবে সত্যি যদি ইচ্ছা হয় আপনার, বসছি আমি। আপনার পাশে আজ বসতে পেয়ে কী যে শান্তি পেলাম।

আন্না : দেখুন স্যার, এমন প্রশংসা গ্রহণ করতে কেমন দ্বিধা লাগছে। ......হ্যাঁ, রাজধানী থেকে এসে এই পাড়াগাঁয়ে খুবই কষ্ট হয়েছে, না ?

হ্লেষ্টাকভ : খুব কষ্ট, এরিষ্ট্রোক্র্যাট সমাজে চলাফেরা ছোটোবেলা থেকেই অভ্যাস—হঠাৎ নোংরা গাঁয়ে, বিশ্রী হোটেল আর অজ্ঞানতার অন্ধকার ......সত্যি এখানে এসে তাজা হ'য়ে না ব'সতে পেলে......

আন্না : সত্যি, আপনার কী কষ্টই না হ'য়েছে।

হ্লেষ্টাকভ : তা হোক, কিন্তু আপনার পাশে এই মুহূর্তটুকু যে আমার কতো সুখের !

আন্না : সত্যি ? না, না, বেশী সম্মান দেখাচ্ছেন আমাকে—আমি কি এর উপযুক্ত ?

হ্লেষ্টাকভ : কেনো নয় ?—নিশ্চয়ই উপযুক্ত।

আন্না : পাড়াগাঁয়ে থাকি……

হ্লেষ্টাকভ : কিন্তু এই গাঁয়েই তো পাহাড়ের পাশে র'য়েছে ঝর্ণাধারা…… অবিশ্যি, রাজধানীর সংগে তুলনা বাতুলতা মাত্র ! আঃ, রাজধানী, পিটার্সবার্গ, আমার পিটার্সবার্গ ! আঃ, সে কী জীবন ! সুন্দর জীবন ! আপনি অবিশ্যি ভাবতে পারেন, আমি একজন নগণ্য কেরাণী মাত্র,— না, ডিপার্টমেণ্টের বড়োবাবুর পাশেই বসি আমি। সে আমার পিঠ চাপড়ে বলে, "এসো হে, এক সংগে খাওয়া যাক একটু।" আর অফিসের কাজই বা কী ! ইচ্ছেমতো যাই শুই এক মিনিটের জন্য, ব'লে দিই কাকে কি ক'রতে হবে। সংগে সংগেই টাইপিষ্ট টাইপ ক'রে যায় চটপট। এমন কি, তারা আমাকে কলেজের অর্থ-সচিব করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি ভাবলাম,—আবার কেনো ? এদিকে তো দারোয়ানরা আমার পিছু-পিছুই ছুটে আসে এক মাইল,—'বাবু, বড়োবাবু, আপনার জুতোটা একটু সাফ্ ক'রে দি !" (চিফ পুলিশকে) তা আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেনো ?—বসুন।

চিফ পুলিশ ও আর্টেমি (স্তোত্রের মতো সমস্বরে)—আমাদের কর্তব্যই হ'লো দাঁড়িয়ে থাকা, শুধু দাঁড়িয়ে থাকা। আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না।

হ্লেষ্টাকভ : আঃ, আমার পদ-মর্যাদার কথা রাখুন না এখন। আমার একান্ত অনুরোধ, বসুন এবার। (চিফ পুলিশ ও অন্যান্য সবাই বসলো) দেখুন, অযথা-ভদ্রতা আমি পছন্দ করিনা। বরং আমি চাই, এবং প্রাণপণ চেষ্টাও করি, ভিড় থেকে স'রে পড়তে। কিন্তু তার জো আছে ? অমনি সুরু হবে,—"এই যে বড়োবাবু, আসুন, আসুন !" একবার তো আমাকেই ভাবলো তারা জেনারল। কতো সৈন্য-বাহিনীই চারিদিক থেকে সেলাম ঠোকে ! ভাগ্যিস, পরিচিত একজন

অফিসারের সংগে দেখা ; সে তখন বললো,—"সত্যি বাপু, আমরা তো ভেবেছিলাম, তুমিই বুঝি জেনারল !"

আন্না : সত্যি ?

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, সুন্দরী অভিনেত্রীরাও ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে। থিয়েটারের কয়েকটা বইও লিখে ফেলেছি......সাহিত্যিকদের সংগে তো প্রায়ই বৈঠকে বসি ! পুশ্‌কিন নিজেই আমার বন্ধু। প্রায়ই তাকে বলি, এই যে পুশ্‌কিন, কেমন আছো ? "এই চলছে একরকম" —সে উত্তর দেয় ! বেশ ছেলেটা !

আন্না : ও, আপনি তাহ'লে লেখেনও। লেখক হওয়া সত্যি কি আরামের ! পত্রিকায় লেখেন আপনি ?

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ,—খুব। তা' ছাড়া বইও আমার অনেক। ফিগারোর বিয়ে, রবার্ট দি ডেভিল, নর্মা * সব নামও মনে নেই এবং সবই হঠাৎ লেখা ! লিখতে আমার মোটেই ইচ্ছা করে না,—কিন্তু থিয়েটারের ম্যানেজারেরা ছাড়বেনা কিছুতেই। "লিখুন কিছু, আপনার মতো লোক যদি না লেখে"—কাজেই ভাবলাম দেখিই না। এদিকটাই বা বাদ যায় কেনো ? তারপর, হঠাৎ 'একরাতেই, হ্যাঁ,—একরাতেই— লিখে ফেললাম সব বই ! সবাই তো একেবারে অবাক ! ভাবনা আমার এগিয়ে চলে জলের মতো ! তারপর, ব্যারণ ব্রাম্বিয়াসের নামে যতো বই বেরিয়েছে,—এই যেমন, দি ফ্রিগেট হোপ্, মস্কো টেলিগ্রাফ †...... সবি আমার লেখা।

আন্না : সত্যি ? তা হ'লে আপনিই হ'লেন ব্রাম্বিয়াস ?

হ্লেষ্টাকভ : নিশ্চয়ই, আমি তাদের সব লেখাই শুধরে দিই। স্মিরদিন্ ‡ সেজন্য আমাকে দেয় মাসিক হাজার টাকা।

আন্না : আমার মনে হয়, বুঝি মিলস্লোভস্কিও § আপনার লেখা।

---

* বিখ্যাত কয়েকটা অপেরা নাট্য। † একটা পত্রিকা। ‡ বিখ্যাত একজন পাবলিশার। § বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই,—আমারই লেখা।

আন্না : ঠিকই ধ'রেছি তা হ'লে ?

মেরিয়া : কিন্তু মা, মলাটের উপরে যে লেখা আছে জাগোস্কিন-প্রণীত।

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক,—ওটা জাগোস্কিনের,কিন্তু আর একজন জাগোস্কিন আছেন—সে-ই আমি।

আন্না : মনে হ'চ্ছে ঠিকই পড়েছি আমি, কী চমৎকার লেখা !

হ্লেষ্টাকভ : সাহিত্যই আমার প্রাণ। পিটার্সবার্গের সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়ীটাই আমার। এমন কি বাড়ীর নামটাও 'আইভান হ্লেষ্টাকভ ভবন।' এখানকার সবাইকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি,—আমার ওখানে বেড়াতে যাবেন একবার। বেশ নাচ-গানের ব্যবস্থাও আছে।

আন্না : নিশ্চয়ই খুব সুন্দর গান-বাজনা ?

হ্লেষ্টাকভ : তা আর ব'লতে ! টেবিলের উপর, এই ধরুন একটা তরমুজ, —তরমুজও কি তরমুজ, দামই একশ টাকা ! কেক্ আসে সোজা প্যারি থেকে, বড়ো বড়ো জাহাজে ক'রে। বাক্সের ডালা তুললেই সে কী গন্ধ !—সাতজন্মেও অমন কেউ দেখেনি। রোজই নাচি আমি সেই আসরে। একটা ক্লাবও আছে আমাদের,—গ্রাণ্ড ক্লাব। বৈদেশিক মন্ত্রী, ফরাসী রাজদূত, ইংরেজ রাজদূত, জার্মান রাজদূত, আর আমি তার মেম্বার। খেলতে খেলতে আর চেতনাই থাকেনা আমাদের। দেখেছেন কখনো এমন খেলা ? আমার চার-তলা ঘরটাতে উঠতে উঠতে ঝিকে বলি, "এই মাভ্রুশ্‌কা, দে তো আমার জামাটা ......" এ কি, এ কি বলছি ? আমি তো থাকি নীচ তলায় !...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সিঁড়িটার দামই হবে..... আর, আমার ঘুম থেকে উঠবার আগে হলঘরে সে এক বিরাট ব্যাপার। রাজা, মহারাজা সবাই ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয় আমাকে দেখবার জন্য। সবাই মিলে

কী স্তুতিগান ! সেখানে গেলে শুনবেন শুধু শুন-শুন, শুন-শুন ! আর কিছু না।......মাঝে মাঝে এমন কি মন্ত্রী পর্যন্ত......(চিফ পুলিশ ও অন্য সবাই, ভয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়) আমার চিঠি-পত্র আসে এই ঠিকানায়—'অন্ হিজ ম্যাজেষ্টিস সার্ভিস'। এক সময় আমি ছিলাম এক ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর। ব্যাপারটা অদ্ভুত—ডিরেক্টার হঠাৎ উধাও, কেউ জানেনা কোথায় ! খুব তর্ক-বিতর্ক,—কে হবে ডিরেক্টার ; আবেদন করলো অনেক জেনারল। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখে,—বাপস্, একি, এ যে ভয়ানক কঠিন কাজ ! দেখতে সহজ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এমন ! শেষে আর ক'রবে কি—দৌড়ে এলো আমার কাছেই এবং সংগে সংগেই তারা এই সংবাদ রাষ্ট্র ক'রে দিলো রাস্তায় রাস্তায়। কেবল লোক, লোক আর লোক। সে কী অবস্থা ! ব্যাপার কি ? আইভান হ্লেষ্টাকভ এলেক্জাণ্ড্রোভিচ্ ডিপার্টমেণ্টের ভার নিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, তখন একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। একটা গেঞ্জি গায়েই বেরিয়ে এলাম। নাঃ, এ কাজ ছেড়ে দেবো। কিন্তু পরেই ভাবলাম, খবরটা জারের কাজে গিয়ে পৌঁছবে, তা ছাড়া চাকরীরও একটা রেকর্ড আছে। 'আচ্ছা বেশ, শুনুন আপনারা,—কাজ গ্রহণ কচ্ছি আমি। গ্রহণ কচ্ছি ? বেশ তাই। শুধু দেখে শুনে চলবে তোমরা। আমি কিন্তু বড্ডো কড়া আদমি......জানো, আমি কে ?'......ব্যাপারটা হ'লো এমন যে ডিপার্টমেণ্টের মধ্য দিয়ে যখনি যাই সে যেনো এক ভূমিকম্প ! প্রত্যেকেই কাঁপতে থাকে তালপাতার মতো। (চিফ পুলিশ ও অন্যান্য সবাই কাঁপতে থাকে তালপাতার মতো এবং হ্লেষ্টাকভ ক্রমেই মেতে ওঠে) শুনুন, ঠাট্টা নয়,—সবাইকে এমন এক শিক্ষা দিলাম একবার,—কাউন্সিল অব ষ্টেট্ও সেই থেকে ভয় করে আমাকে। করবেই বা না কেনো ? আমিও আবার তেমন লোক। কাউকেই

ভয় করিনা আমি····· যে কাউকে বলি,—জানি আমি, চুপ, একদম চুপ। সর্বত্র গতি আমার—সর্বত্র। রাজপ্রাসাদে যাই প্রত্যেকদিন—দুবেলা। এই কালকেই তারা আমাকে করবে, ফিল্ড মারশ্‌······ (পা ফস্‌কে গিয়ে মেজেতেই প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু অফিসাররা সসম্ভ্রমে ধ'রে ফেললো তক্ষুনি)।

চিফ পুলিশ : (সবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলতে চেষ্টা করে) আপ্‌—আপ্‌—আপনি······

হ্লেষ্টাকভ (দ্রুত-চকিত স্বরে) কী ?

চিফ পুলিশ : আপনি—আপনি······

হ্লেষ্টাকভ : (আগের সেই সুরেই) কী বলছেন আপনি ? এসব কি ?

চিফ পুলিশ : ইউ, ইউ ইউর এক্সেলেন্সি। বিশ্রাম, এখন একটু বিশ্রাম··· এই পাশেই আপনার ঘর এবং দরকারী সব কিছু···

হ্লেষ্টাকভ : বিশ্রাম ?—বিশ্রাম কি ? ফুঃ, আচ্ছা. বেশ, বেশ, বিশ্রামই নেবো এখন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবারটা হ'য়েছিলো আজ চমৎকার······ খুসীই হ'য়েছি আমি—বেশ খুসী!······হ্যাঁ, মাছটা ছিলো সত্যি চমৎকার। (পাশের ঘরে প্রস্থান,—পিছু পিছু চিফ পুলিশ)

সপ্তম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ ভিন্ন অন্য সবাই এবং চিফ পুলিশ)

ববচিনস্কি : (ডবচিনস্কিকে) বুঝলে ডবচিনস্কি, এই একটি লোকের মতো লোক! কোনোদিন আর এহেন বড়োলোকের কাছে দাঁড়াতেও পাইনি। প্রথমে তো ভয়েই ম'রে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, ওর পোষ্টটা কি রকম হবে ?

ডবচিনস্কি : প্রায় জেনারল !

ববচিনস্কি : আমার মনে হয় জেনারেল ওর জুতো সাফ করতে পেলেও ধন্য হয়। তবে জেনারেল হ'লে এ জেনারেলের বাবা জেনারেল,— শুনলে তো, কাউন্সিল অফ ষ্টেটকে কি রকম শিক্ষাটাই দিলেন! চলো এবার বন্ধুদের বলি গিয়ে। নমস্কার, আন্না এণ্ড্রিয়েভ্না।

ডবচিনস্কি · নমস্কার।

আর্টেমি : (জজকে) ওরে বাবা, যা ভয় হ'চ্ছে, এমন কি য়ুনিফর্ম পর্যন্ত পরিনি আমরা। আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, ঘুম থেকে উঠেই উনি পিটার্সবার্গে রিপোর্ট পাঠাবেন।

(কথা বলতে বলতে সবাই বেরিয়ে যায়) : নমস্কার, নমস্কার।

অষ্টম দৃশ্য

(আন্না ও মেরিয়া)

আন্না : আঃ কী সুপুরুষ!

মেরিয়া : আমার মনের মতো!

আন্না : সব কিছুতেই এমন রুচির পরিচয়। রাজধানীর লোকই বটে! চালচলন আর······ও সে কী চমৎকার। এমনি সব ছেলে দেখলে আমার কেমন সব গোলমাল হ'য়ে যায়। আর, আমার দিকেও কেমন নজর দিয়েছে সে, নিখুঁত নজরেই দেখেছে কী রকম আমি!

মেরিয়া : বাঃ রে, তাকাচ্ছিলেন দেখি আমার দিকেই।

আন্না : কী যা-তা বকছো বোকার মতো। মাথা-নেই মুণ্ডু-নেই একটা বললেই হ'লো।

মেরিয়া : না মা, সত্যি।

আন্না : স্থাখ খুকী। আমার মাথার দিব্যি, ঝগড়া করবি না। খুব হ'য়েছে কেনো সে তাকাবে তোর দিকে? তোর দিকে তাকাবার আছে কী?

মেরিয়া : সত্যি মা, আমার দিকে কেমন চেয়েছিলেন। সাহিত্যের কথা বলতেই প্রথম তাকালেন আমার দিকে......তারপর মন্ত্রীদের সাথে খেলার কথা বলার সময় আর একবার।

আন্না : বড়ো জোর, একবার বা দুবার। শুধু দুবার তো? তার মানে, এই দেখিই না একবার?

নবম দৃশ্য

(আগের দুজন ও চিফ পুলিশ)

চিফ পুলিশ : (পা টিপে টিপে এসে) স্—স্—স্......

আন্না : কি ?

চিফ পুলিশ : মদেই কিস্তিমাৎ ; না, অতোটা ঠিক হয়নি। যা ব'লেছেন তার আধেকটাও যদি সত্যি হয়? আর, হবেই বা না কেনো? খোস মেজাজেই তো মানুষের মেজাজ হয় খোলাসা। কিছুটা অবিশ্যি মিথ্যে আছে,—তা একটু বাড়িয়ে না বললে তো কথা বলাই চলে না।......মন্ত্রীদের সাথে খেলেন তাস, আর গাড়ী হাঁকিয়ে যান গভর্ণরের বাড়ী।......সত্যি, ভাবতে গেলে থই পাওয়া ভার। কে যে ইনি......ওঃ মাথাই ঘুরে যায়......

আন্না : আমার কিন্তু ভয় করেনি একটুও, একটুও না। আর করবেই বা কেনো? চমৎকার একজন শিক্ষিত সম্মানিত লোক,—নামজাদা লোক,—তা তার পদমর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?

চিফ পুলিশ : তোমরা মেয়েরাই এমন। 'মেয়েছেলে'—ব্যস্, এই কথাটিতেই বেরিয়ে পড়ে সব। এদের কাজই শুধু বাজে কথা নিয়ে বকবক করা, এদের চোখেও ধরে বাজে ব্যাপার। আর, ঠেকায় পড়লে তখন কেটে পড়বে আরামেই, মরতে বসে শেষে পুরুষেরাই। তুমি

তার সংগে এমন ভাবটাই করলে,—সে যেনো তোমার আর এক ডবৃচিনন্থি !

আন্না : তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমার,—আমরা একটা বিষয় জানি……(মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে।)

চিফ পুলিশ : (স্বগত) মেয়েছেলের সংগে বক্‌বক্ ক'রে লাভ কি ? মহামুস্কিলেই পড়া গেছে, এখনো কাঁপছে বুকটা। (দোর খুলে রংগ মঞ্চের বাইরে গিয়ে) এই মিশ্‌কা, পুলিশদের ডাক, কে কোথায় রইলো ? (কিছু পরে মঞ্চে ফিরে এসে) ভগবান তোমার কী বিচিত্র লীলা। একটা কেরাণীও হয়তো হবে দেখবার মতো জমকালো,—অথচ এঁর কি শুকনো চেহারা ! আশ্চর্য ! বুঝবার জো আছে ? মিলিটারি হ'লে দেখেই বোঝা যায় ;—কিন্তু সার্ট-কোট-পরা লোক যেনো বর্ণচোরা আম। হোটেলে ব'সে কতো কাণ্ডই করলো, এতো আজগুবি কথা, এতো চালবাজি,—বাব্বারে, বাব্বাঃ !—আমার চৌদ্দপুরুষেরো সাধ্য নেই তা বোঝে ? কিন্তু তারপরেই হঠাৎ জল। অতোটা বাড়াবাড়ির কিন্তু দরকারই ছিলো না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ছেলের মতো ছেলে বটে !

দশম দৃশ্য

(আগেকার সবাই ও অজিপ ; সবাই ইংগিত ক'রে তার কাছে ছুটে এলো।)

আন্না : এসো, এদিকে এসো।

চিফ পুলিশ : শ্‌শ্‌……সেকি ! উনি ঘুমুচ্ছেন ?

অজিপ : নাঃ, আড়মোড়া দিচ্ছেন।

আন্না : এই শোনো, তোমার নামটা কি ?

অজিপ : অজিপ

চিফ পুলিশ : (স্ত্রী ও মেয়েকে) এবার থামো (অজিপকে) আচ্ছা অজিপ, কর্তা তোমাকে ভালো খেতে দেয় ?

অজিপ : হ্যাঁ, বেশ চমৎকার !

আন্না : আচ্ছা, অনেক রাজা মহারাজা আসেন তোমার মনিবের বাড়ী, না ?

অজিপ : (স্বগত) কি বলি এখন ? এখুনি যখন এমন খাবার দিলেন, পরে আরো ভালো দেবার কথা। (উচ্চস্বরে) হ্যাঁ, এমন কি মহারাজাও আসেন।

মেরিয়া : সত্যি, কেমন সুন্দর তোমার মনিব !

আন্না : আচ্ছা অজিপ, উনি কি......

চিফ পুলিশ : আঃ, থামো তোমরা, একি বাজে কথা ! আচ্ছা ভাই অজিপ......

মেরিয়া : তোমার মনিবের পদমর্যাদাটি কি রকম ?

অজিপ : যা থাকে সাধারণত।

চিফ পুলিশ : কী বাজে বকছো তোমরা, একটা কাজের কথায়ও এগোতে দেবে না। আচ্ছা ভাই, তোমার মনিব কি রকমের লোক। খুব কড়া ?

অজিপ : হ্যাঁ, সব কিছুতেই শৃংখলা চান তিনি,—তার চার পাশের সব কিছুই থাকবে একেবারে ছিমছাম।

চিফ পুলিশ : অজিপ, তোমার মুখখানা দেখলেই বেশ ভাল লাগে, খুব খাঁটি লোক তুমি। আচ্ছা বলোতো—

আন্না : তোমার মনিব কি বাড়ীতেও স্যুট পরেন ?

চিফ পুলিশ : হ'য়েছে, যথেষ্ট হ'য়েছে। টিয়ে পাখীর মতো কেবল...... একটা জরুরী ব্যাপার, এদিকে জীবন মরণের সমস্যা ! (অজিপকে) দেখো অজিপ সত্যিই বেশ লাগে তোমাকে। পথে দু'এক কাপ চা খেয়ে নিও। আর যা ঠাণ্ডা পড়েছে,—এই নাও পাঁচটা টাকা।

অজিপ : (টাকাটা নিয়ে) ভগবান আপনার ভালো করুন। গরীব মানুষ, আমাকে খুবই সাহায্য করলেন বাবু !

চিফ পুলিশ : সে কি ! আনন্দ বরং আমারই। আচ্ছা ভাই, তোমার—

আন্না : শোনো অজিপ তোমার মনিব কি রকম চোখ ভালোবাসেন ?

মেরিয়া : অজিপ তোমার মনিবের নাকটি কী সুন্দর।

চিফ পুলিশ : আঃ থামো থামো, (অজিপকে) আচ্ছা, তোমার মনিব সব চেয়ে ভালোবাসেন কি ?—বিশেষ ক'রে বাইরে বেরুলে।

অজিপ : সে অবস্থার উপর নির্ভর করে, তবে প্রায়ই চান আদর আপ্যায়ন, আর ভালো ভালো খাবার।

চিফ পুলিশ : ভালো খাবার ?

অজিপ : হ্যাঁ স্যার, ধরুণ এই আমার কথাই। আমি তো শুধু চাকর, তবু আমার উপরেও কেমন সুনজর,—একটুও আমার কষ্ট না হয়। ম'রে গেলেও আমার কষ্ট দেখতে পারেন না। কোনো জায়গা থেকে ফিরে এলেই বলেন,—"এই অজিপ, তোর সংগে ভালো ব্যবহার করছে তো ?" "না বাবু, ভালো না।" "হ্ম্, খারাপ লোক সে ; বেশ, বাড়ী গিয়ে মনে করিয়ে দিবি।" আমি ভাবি (হাতটা তুলে) যাকগে, কি দরকার ? আমি বাবু, সরল মানুষ।

চিফ পুলিশ : ভালো কথা, চা খেতে কিছু দিয়েছি তো, এবারে বিস্কিটের জন্যও নাও এই।

অজিপ : আমাকে কেনো আবার ! (সংগে সংগেই টাকাটা পকেটস্থ)

আন্না : কাছে এসো। আমিও কিছু দেবো তোমাকে।

মেরিয়া : তোমার মনিবের জন্য আমার কাছ থেকে নাও আমার ভালবাসা !

(পাশের ঘরেই হ্লেষ্টাকভের কাশির শব্দ)

চিফ পুলিশ : স্ স্…(পা টিপে টিপে উঠে এবং দৃশ্যটি চাপা গলায় শেষ

ক'রে) সর্বনাশ, চুপ চুপ। যে যার নিজের ঘরে যাও, যথেষ্ট হ'য়েছে।

আন্না : চলো খুকী। আগেই বলেছি যুবকটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা তোমার ও আমার মধ্যে গোপনে আলোচনা করা দরকার।

চিফ পুলিশ : আঃ কথা কি ফুরিয়ে যাচ্ছে সব ? কানে তুলো না গুঁজলে হবে না আর। (অজিপের দিকে ফিরে) চলো অজিপ।

একাদশ দৃশ্য

আগের সবাই ও দু'জন পুলিশ)

চিফ পুলিশ : কে ? ভাল্লুকের মতো এখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছো, ছিলে কোথায় ?

পুলিশ : আপনার হুকুম তামিল করতেই······

চিফ পুলিশ : চুপ রও গর্দভ, (মুখ চেপে ধরে) গর্দভের মতো চীৎকার করছে খালি ! (ব্যংগ ক'রে) "আপনার হুকুম তামিল করতেই"—শূন্য জালার মতো শব্দ করছে শুধু ! (অজিপকে) আচ্ছা, এবার তুমি মনিবের সব কিছু দেখো গে। (অজিপ চ'লে গেলো) এই ব্যাটারা, তোরা দুজন দাঁড়িয়ে থাকবি দোরে,—একটুও নড়েছো কি অমনি মেরে ফেলবো কিন্তু, বাইরের কোনো লোককেই ঢুকতে দিবি না,—বিশেষ ক'রে ব্যবসায়ীদের ! একটাকেও ঢোকাস তো আমি—(ভীষণ ভংগী) শুধু লক্ষ্য রাখবি,—কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে আসে বা নিয়ে এসেছে ব'লে মনে হয়,—তখনি ঘাড় ধ'রে তাকে তাড়িয়ে দিবি সোজা। সোজা পার ক'রে দিবি এই এমনি ক'রে (লাথি দেখিয়ে)—আমার বিরুদ্ধে লাগতে চাও ?—হুম্, হুম্······

(পুলিশ দুটীর পিছু পিছু পা টিপে টিপে প্রস্থান)

চতুর্থ অংক

(চিফ পুলিশের ড্রয়িং রুম)

প্রথম দৃশ্য

(সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো লিপাকিন টিপাকিন, আর্টেমি, পোষ্ট-মাষ্টার, স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডব্‌চিনস্কি ও বব্‌চিনস্কি—সবাই য়ুনিফর্ম পরা)

লিপাকিন টিপাকিন : (সবাইকে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে) এক্ষুনি সার্‌কেল দিয়ে দাঁড়ান সবাই ; বেশ ঠিকঠাক হ'য়ে। বুঝলেন, সহজ কথা নয়, মন্ত্রীর বাড়ী গাড়ি হাঁকিয়ে যান, দাবিয়ে রাখেন কাউন্সিল অব ষ্টেটকে পর্যন্ত! শিগগির দাঁড়ান সবাই—সামরিক কায়দায়,—হ্যাঁ, সামরিক কায়দাই সমীচীন এখানে। এই পিটার ডব্‌চিনস্কি, আপনি আসুন এদিকে, পিটার বব্‌চিনস্কি দাঁড়ান এখানে।

(ডব্‌চিনস্কি ও বব্‌চিনস্কি দুজনেই আঙুলে ভর ক'রে ছুটে এলো)

ডব্‌চিনস্কি : একেবারে খালি হাতে থাকাটা ঠিক হবে?

লিপাকিন টিপাকিন : তবে ?

আর্টেমি : কি তো জানেনই সবাই।

লিপাকিন টিপাকিন : কিছু একটা—

আর্টেমি : হ্যাঁ, পকেটেই দেবেন পুরে।

লিপাকিন টিপাকিন : তা ভয়ের কথা কিন্তু, হয়তো চোখ রাঙিয়েই উঠবেন। যে সে লোক নন! বরং শ্রদ্ধাভরে কোনো একটা স্মৃতি উপহার।

পোষ্টমাষ্টার : অথবা বলবেন,—কিছুটা বে-ওয়ারিশ টাকা প'ড়ে আছে পোষ্ট অফিসে……অনুগ্রহ ক'রে আপনি যদি……

আর্টেমি : দেখবেন, টাকার সংগে আবার আপনাকেই পার্শেল ক'রে না

পাঠান। বুঝলেন, ভদ্রসমাজে এমনি ভাবে হয় না এসব। তা' সবাই মিলে আমরা ভিড় ক'রেই বা আছি কেনো? দেখা করবো এক এক ক'রে। কারণ, দুজনের মধ্যে সব কিছুই চলতে পারবে অতি সহজে; বাইরেও জানাজানি হবে না। ভদ্র সমাজে এমনি ক'রেই হয় এসব। এ্যামস লিপাকিন টিপাকিন আপনিই যাবেন প্রথম।

লিপাকিন টিপাকিন: আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচের পক্ষেই বরং যাওয়াটা আরো ভালো হবে। ওর ওখানেই তো প্রথম উঠেছেন উনি।

আর্টেমি: না, এ্যামস লিপাকিন টিপাকিন, আপনি গেলেই ভালো হয়। আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক থাকতে……

লুকালুকিচ: আমি কিন্তু পারবো না। কিছুতেই পারবো না আমি। সাধারণ এক উপরওয়ালার সংগে কথা বলতে হ'লেও ভয়ে আমার ফিট হবার যোগাড় হয়; জিভ তালুতে এমন আটকে যায় যে টেনেও নামানো যায়না আর। দেখুন, আপনারা দয়া ক'রে আমাকে রেহাই দেবেন কিন্তু।

আর্টেমি: তবে আপনি ছাড়া যাবার আর কে আছে? আপনি যদি একটা কথাও বলেন, ব্যস্‌।

লিপাকিন টিপাকিন: কি যে বলছেন!—আপনারা কি পাগল পেয়েছেন আমাকে? কুকুরের বিষয় অবিশ্যি একটু উচ্ছ্বাস ভরেই ব'লে থাকি—তাতে কি?

সবাই: (তাড়াতাড়ি) না, না, শুধু কুকুর কেনো? আপনি না বলতে পারেন এমন বিষয়ই জন্মায় নি…না, না, এ্যামস লিপাকিন টিপাকিন, বিমুখ হবেন না, আমাদের বাঁচান!……না, না, এ্যামস লিপাকিন টিপাকিন।

লিপাকিন টিপাকিন: আচ্ছা বেশ।

(হ্লেষ্টাকভের ঘরে পায়চারি ও কাশির শব্দ। সবাই মিলে তখন বেরিয়ে আসার তাড়ায় ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলো। দোরের মুখে ঠাসাঠাসি। দু' একজন উঃ আঃ ক'রে উঠলো চাপা-গলায়।)

ববৃচিনস্কির গলা : আঃ, আঃ, ডবৃচিনস্কি,আমার পা-টাই মাড়িয়ে দিলে যে!

ডবৃচিনস্কির গলা : আঃ, বেরোতে দিন একটু, ওঃ চাপের চোটেই যে মারা যাই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ একা—ঢুলু ঢুলু চোখ।)

হ্লেষ্টাকভ : খুব একচোট নাক ডাকিয়েই ঘুম দিয়েছি তা' হ'লে। আচ্ছা, এসব মাদুর ও পালকের গদি কোথায় পেলো এরা? কেমন গরম! কালকে নিশ্চয়ই কড়া কিছু দিয়েছিলো,—মাথাটা এখনো ভারীই ঠেকছে। হ্যাঁ জীবনটা এখানে বেশ আরামেই কাটছে। সরলতা ও ভদ্রতা সত্যিই ভালবাসি আমি,—বিশেষ ক'রে স্বার্থের খাতিরে না হ'য়ে প্রাণের টানে হ'লে সে তো সোনায় সোহাগা। আর, চিফ পুলিশের মেয়েটিও মন্দ না দেখতে; এমন কি তার মাকেও হয়তো আমি······তা' এখনো অবিশ্যি বলা যায় না—তবে জায়গাটা বেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ ও লিপাকিন টিপাকিন)

লিপাকিন টিপাকিন : (ঢুকেই থমকে গিয়ে স্বগত) মা মেরী, মা, ভালোয় ভালোয় যেনো শেষ হয় সব। হাঁটুটা যে রকম কাঁপছে। (সোজা দাঁড়িয়ে লাঠিটা হাত দিয়ে ধ'রে, উচ্চস্বরে) আই হ্যাভ্ দি অনার টু বি স্যার, সদর কোর্টের জজ, কলেজের এসেসর।

হ্লেষ্টাকভ : বসুন, ও, আপনিই তা হ'লে এখানকার জজ।

লিপাকিন টিপাকিন : ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মহামান্ত গভর্ণর বাহাদুর কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলাম তিন বছরের জন্য এবং সেই থেকেই আছি এই পোষ্টে।

হ্লেষ্টাকভ : বেশ লাভজনক পোষ্ট, কি বলেন?

লিপাকিন টিপাকিন : তিন বছর অক্লান্ত কাজের পরে আমি কতৃপক্ষের সুনজরে পড়ায় স্যার উপাধিতে বিভূষিত হ'য়েছি। (স্বগত) টাকা তো আমার মুঠোতে, কিন্তু সারা গা কাঁপছে যে!

হ্লেষ্টাকভ : 'স্যার' তো বেশ লোভনীয় খেতাব।

লিপাকিন টিপাকিন : (ধীরে ধীরে মুঠোটা এগিয়ে নিয়ে, স্বগত) ওঃ ভগবান, মনে হচ্ছে, মুঠোর মধ্যে যেনো আগুন।

হ্লেষ্টাকভ : আপনার হাতে কি?

লিপাকিন টিপাকিন : (চকিত হ'য়ে, নোট কটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে) কিছুনা, স্যার।

হ্লেষ্টাকভ : বাঃ দেখলাম যে, টাকাই তো ফেললেন।

লিপাকিন টিপাকিন : (কাঁপতে কাঁপতে), না, না স্যার! (স্বগত) ওরে বাবা, এবার আমাকে জেলে না দিয়ে ছাড়ছে না।

হ্লেষ্টাকভ : (টাকাগুলো তুলে নিয়ে) হ্যাঁ, টাকাই।

লিপাকিন টিপাকিন : (স্বগত) এবার সব শেষ আমার! সর্বনাশ!

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা, টাকাটা আমায় ধার দিতে পারেন?

লিপাকিন টিপাকিন : (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ স্যার, এক্ষুনি।......সানন্দেই (স্বগত) লিপাকিন টিপাকিন, সাহসে বুক বাঁধো এবার। মা মেরী, আর একটু......

হ্লেষ্টাকভ : দেখুন, পথে আধলাটি পর্যন্ত খরচ ক'রে ফেলেছি...অবিশ্যি, টাকাটা আমি বাড়ী গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিপাকিন টিপাকিন : অমন কথা বলবেন না স্যার। ফেরৎ দিলে বরং আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হবো। অবিশ্যি গরীব মানুষ···অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুরক্তির জন্য আমি আপনাদের অনুগ্রহ চাইতে পারি। (চেয়ার থেকে উঠে 'এটেনসন'-এর ভংগীতে) এখানে থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করবোনা। আমার উপরে আপনার কি আদেশ ?

হ্লেষ্টাকভ : কেনো, কি রকমের ?

লিপাকিন টিপাকিন : স্থানীয় কোর্টের উপর আপনার যদি কোনো রকম আদেশ—

হ্লেষ্টাকভ : না, বর্তমানে তার কোনো প্রয়োজন দেখছিনা। না, কোনোই প্রয়োজন নেই, ধন্যবাদ।

লিপাকিন টিপাকিন : (মাথা নুইয়ে বাইরে যেতে যেতে) এবার আমায় দেখে কে ?

হ্লেষ্টাকভ : জজ সাহেব লোকটি কিন্তু বেশ !

চতুর্থ দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ ও পোষ্টমাষ্টার—শেষোক্তটি 'এটেন্‌সন'এর ভংগীতে)

পোষ্টমাষ্টার : আমার বিনীত পরিচয়, আমি আইভান কুজমিচ্ শেপকিন, —পোষ্টমাষ্টার।

হ্লেষ্টাকভ : ভেতরে আসুন, ভেতরে ! আলাপ সালাপ খুবি ভালবাসি আমি। বসুন, আপনি বোধ হয়, বরাবরই এখানে আছেন।

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ স্যার।

হ্লেষ্টাকভ : এই ছোট্ট শহরটি বেশ লাগে আমার, অবিশ্যি, খুব লোকজন আছে মনে হয় না। তাতে কি ? এ তো আর রাজধানী নয়। একি রাজধানী ?

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ স্যার, না, না স্যার !

হ্লেষ্টাকভ : রাজধানীতে খুব জাকজমক—গেঁয়োদের ঠাঁই নেই সেখানে, কেমন, ঠিক না ?

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ স্যার ! (স্বগত) ইনি তো মোটেই খাপ্পা নন, সব কিছুই কেমন সুন্দরভাবে খুঁটে খুঁটে জানতে চাইছেন।

হ্লেষ্টাকভ : নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন, মফঃস্বল শহরেও কিন্তু বেশ আরামেই কাটানো যায়।

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ স্যার।

হ্লেষ্টাকভ : আমার মতে সকলের কাছেই বেশ একটু মান সম্ভ্রম ও আদর আপ্যায়ন পেলে—ব্যস্ আর কি চাই ?

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ স্যার, ঠিক স্যার।

হ্লেষ্টাকভ : শুনে খুসী হলাম, আপনিও আমার দলে। অবিশ্যি সবাই বলে আমাকে অদ্ভুত, কিন্তু আমার ধারাই এমনি। (পোষ্টমাষ্টারের চোখে চোখে তাকিয়ে, স্বগত) এর কাছেও ধার চাইনা কিছুটা ? (উচ্চস্বরে) দেখুন, আমার একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। পথেই ফতুর হয়ে গেছি ! এই, শ-তিনেক টাকা ধার দিতে পারেন ?

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ, পারবোনা কেনো ? বরং, সেতো আমারি আনন্দের বিষয়। হ্যাঁ স্যার, আপনার সুবিধের জন্য আমি প্রাণও দিতে পারি।

হ্লেষ্টাকভ : সত্যি, বড়ো উপকার করলেন আমার। পথে চলতে গেলে যদি ইচ্ছামতো খরচ না করা যায়, সে এমন বিশ্রী,...তাছাড়া, খালি হাতে থাকবোই বা কি জন্য ? এ বিষয়ে আপনার কি মত ?

পোষ্টমাষ্টার : হ্যাঁ স্যার ! (এবার দাঁড়ালো সে 'এটেনসনের' ভংগীতে) আপনাকে আর বিরক্ত করবো না......পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের উপর আপনার যদি কোনো আদেশ থাকে ?

হ্লেস্টাকভ : না, না, কি আর থাকবে। (পোষ্টমাষ্টার অভিবাদন ক'রে চ'লে গেলে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে) পোষ্টমাষ্টারটিও বেশ লোক, বেশ লোক, এরকম লোক সত্যিই বেশ লাগে!

পঞ্চম দৃশ্য

(হ্লেস্টাকভ ও লুকা লুকিচ। লুকালুকিচকে দোর দিয়ে প্রায় ঠেলেই দেওয়া হ'লো,—পেছনে কে যেনো বলছে স্পষ্ট চাপা গলায়, "এতো ভয়টা কিসের?")

লুকা লুকিচ : (এটেনসন-এর ভংগীতে দাঁড়িয়ে) আমার মতো অযোগ্যের বিনীত পরিচয়,—আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ স্কুলস্।

হ্লেস্টাকভ : খুসী হ'লাম। বসুন, ব'সে নিন! এই যে সিগ্রেট!
(একটা সিগ্রেট এগিয়ে দিয়ে)

লুকা লুকিচ : (ত্রস্তভাবে স্বগত) এ তো ভাবতেও পারিনি। এখন কি করি?

হ্লেস্টাকভ : বাঃরে এই ধরুন, নিন, বেশ ভালো সিগ্রেট। অবিশ্যি, আমাদের পিটাসবার্গের মতো কোথায় পাবেন এখানে। বুঝলেন না, সেখানে যে সিগ্রেট খাই, তার একটার দামই এক টাকা, স্মোকিং ক'রে তো হাতের আঙুলেই চুমো খেতে ইচ্ছে হয়! (চুমো খেয়ে) এই যে ম্যাচ, ধরিয়ে নিন—(ম্যাচটা এগিয়ে দিলো)

(লুকা লুকিচ কম্পিত দেহে সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করে)

হ্লেস্টাকভ : এই যাঃ, উল্টো দিকেই ধরালেন যে!

লুকা লুকিচ : (ভয়ে সিগ্রেট ফেলে দিয়ে, স্বগত) সর্বনাশ, ভয়ের চোটেই আমি গেলাম!

হ্লেষ্টাকভ : ও, সিগ্রেট তা হ'লে আপনি পছন্দই করেন না, দেখছি! আমার আবার এখানেই কেমন দুর্বলতা। আর, মেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন থাকাও আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আপনার? আচ্ছা কি রকম মেয়ে ভাল লাগে আপনার? মোটাসোটা, না ছিপছিপে? (লুকা লুকিচ একেবারে ঘাবড়ে যায়, কি বলবে সে?) আরে, খুলেই বলুন না, বেশ মোটাসোটা, না ছিপছিপে?

লুকা লুকিচ : সাহস পাচ্ছি না।

হ্লেষ্টাকভ : না, না, ভদ্রতা কচ্ছেন কেনো? আপনার রুচিটাই শুধু জানতে চাচ্ছি।

লুকা লুকিচ : দেখুন, আমার মতে...(স্বগত) কি যে বলি।

হ্লেষ্টাকভ : হুঁ,—বেফাঁস করতে চান না। খুব চালাক! নিশ্চয়ই কোনো মোটাসোটা মেয়ে গেঁথে ফেলেছে আপনাকে। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলুন, তাই না? (লুকা লুকিচ মৌন হয়ে থাকে)—হুঁ, হুঁ, ঐ যে কেমন রাঙা হ'য়ে উঠছেন! দেখলেন তো, কেমন ধ'রে ফেললাম। আরে, কথা বলছেন না কেনো? (আরো একটু কাছে এগোয়)

লুকা লুকিচ : কেমন ভয় হচ্ছে,—আপনি—আপনি মহামান্য...(স্বগত) শয়তান জিভটা আটকে থাকছে খালি।

হ্লেষ্টাকভ : ভয় হচ্ছে? অবিশ্যি, আমার চোখে তাকালে একটু ভয় হবে বৈকি! কোনো মেয়েরই সাধ্য নেই নিজেকে তখন সামলে রাখে,— বলুন, আছে এমন কেউ?

লুকা লুকিচ : না স্যার, না স্যার।

হ্লেষ্টাকভ : শুনুন, একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। পথে সব টাকাই খোয়া গেছে! আচ্ছা, শ'তিনেক টাকা ধার দিতে পারেন?

লুকা লুকিচ : (পকেটটা হাতড়ে, স্বগত) টাকা না থা কলেই সর্বনাশ! (উচ্চস্বরে) না,না আছে,আছে। (কম্পিত হাতে নোট কটা এগিয়ে দেয়)

হ্লেষ্টাকভ : ধন্যবাদ, বহুৎ ধন্যবাদ !

লুকা লুকিচ : (এটেনসনের ভংগীতে) এখানে থেকে আপনার অনেক অসুবিধে করলাম, ক্ষমা করবেন।

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা নমস্কার।

লুকা লুকিচ : (স্বগত বলতে বলতে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে যেতে যেতে) বাঁচিয়েছে। মা মেরী, এবার ভরসা হচ্ছে, উনি আর ক্লাশটাশ দেখতে যাবেন না ; টাকা তো নিয়েই নিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ ঢুকেই এটেনসন-এর ভংগীতে দাঁড়িয়ে)

আর্টেমি : আই হ্যাভ দি অনার টু বি স্যার ইয়োর মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সারভ্যাণ্ট—আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ, দি সুপারভাইজর অফ চেরিটেবল হাসপাতাল এবং সদর স্কুলের অনারারি মেম্বার।

হ্লেষ্টাকভ : তা, ভালো তো ?

আর্টেমি : আপনাদের কৃপায়। আপনার স্মরণার্থে উল্লেখ করছি, আমিই সৌভাগ্যবান হ'য়েছিলাম আপনাকে প্রথম অভ্যর্থনা ক'রে।

হ্লেষ্টাকভ ; হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে আমার। চমৎকার খাইয়েছিলেন কিন্তু !

আর্টেমি : আমার আর্ত স্বদেশের জন্য আমি যে এমনি আমরণ কাজ কচ্ছি সে আমার পরম আনন্দ।

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, সত্যিই রান্নাটা ভালো হ'লে খেতে বেশ ভালোই লাগে। তা' দেখুন, ভালো খাবারের উপর আমার চিরদিনই কেমন লোভ, —কেমন একটা দুর্বলতা !……আপনাকে কালকে যেনো আরো মোটা দেখেছিলেম—মনে হ'চ্ছে ?

আর্টেমি : তা হ'বে। (অল্পক্ষণ চুপ) আমার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমি না করতে পারি এমন কাজ নেই। (ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায়) দেখুন, এখানকার পোষ্টমাষ্টারটি ব'সে ব'সে ঝিমোয় শুধু, প'ড়ে থাকে সব কাজ, এমন কি মেইলও পাঠানো হয় না। আপনি নিজেও দেখতে পাবেন। আর জজটি, আমার আগেই যিনি এসেছিলেন, তার কাজের মধ্যে তো শুধু কুকুর দৌড় খেলা। কোর্ট বাড়ীতেই রাখেন তিনি কুকুর ; আর তার যা ব্যবহার, আপনার সামনে বলতেও লজ্জা হয়,—অবশ্যি, আমার দেশের কল্যানের জন্য আমি তা বলবোই—হোক না সে আমার আত্মীয় এবং বন্ধু। তার চরিত্রটি সত্যিই আপত্তিকর। এখানে ডব্‌চিনস্কি নামে এক জমিদার আছেন, তাকে দেখেছেনও আপনি। তিনি যেই বাড়ী থেকে বেরোন, জজটিও যেলেন গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে, এবং বলতে কি,……তার যে কোনো ছেলের দিকে একটিবার তাকালেই বুঝবেন……একটিও দেখতে বাপের ভাগ পায়নি,—এমন কি ছোট্ট মেয়েটির মুখও হুবহু জজের মতো !

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা ? এ তো ধারণাই করিনি।

আর্টেমি : তারপর, আমাদের স্কুল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টটি। মাননীয় কর্তৃপক্ষ কি ক'রে যে এহেন হাতে এমন কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন ! গর্দভের চেয়েও অধম সে,—আর ছেলেদের মধ্যে এমন সব দুর্নীতি প্রচার করে যে তা মুখেও আনা যায় না। এসব কি কাগজেই লিখে দেবো আপনার কাছে ?

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, কাগজেই লিখুন ; খুবি খুশী হবো আমি। কখনো ক্লান্ত লাগলে মজার একটা কিছু পড়তে ভালোই লাগবে।.. আপনার নামটা ?…ভুলেই গেছি।

আর্টেমি : আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ জেম্‌লিয়ানিকা।

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, হ্যাঁ আর্টেমি জেম্‌লিয়ানিকা। সন্তানাদি আছে না ?

আর্টেমি : ঠিকই অনুমান করেছেন স্যার ! ঠিক পাঁচটি,—ছুটি বড়ো।

হ্লেষ্টাকভ : বেশ বড়োসড়ো ?—মেয়ে তো···?

আর্টেমি : সবার নাম বলবো ?

হ্লেষ্টাকভ : বেশ তো, বলুন না।

আর্টেমি : নিকোলাই, আইভান, এলিজাভেটা, মেরিয়া ও মেরেখোতুয়া।'

হ্লেষ্টাকভ : বেশ, ভালো !

আর্টেমি : আপনাকে আর বিরক্ত করতে সাহস হয় না, মহামূল্যবান সময় আপনার। (অভিবাদন ক'রে চলে যাচ্ছিলো)

হ্লেষ্টাকভ : (সংগে সংগে গিয়ে) না, না, তাতে কি। বেশ মজার কথাই তো বলছিলেন। আসবেন, আবার আসবেন। সত্যি বেশ মজার কিন্তু। (ফিরে এসে দোর খুলে ডাক দিয়ে) এই,—এই,—কি যেনো নামটা আপনার ? এমন ভুলে যাই !

আর্টেমি : আর্টেমি।

হ্লেষ্টাকভ : একটা সাহায্য করবেন, এদিকে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—পথেই সব টাকা মারা গেছে আমার। কিছু টাকা ধার দিতে পারেন,—এই ধরুন চারশো !

আর্টেমি : সে তো আমার সৌভাগ্য।

হ্লেষ্টাকভ : ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সপ্তম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ, ডব্‌চিনস্কি ও বব্‌চিনস্কি)

বব্‌চিনস্কি : আমার বিনীত পরিচয়,—আমি এই শহরবাসী জমিদার পিটার আইভানভিচ্ বব্‌চিনস্কি।

ডব্‌চিনস্কি : আর আমি ডব্‌চিনস্কি।

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে দেখেছি আগেই, আপনিই বোধ হয় সেই প'ড়ে গিয়েছিলেন, না ? এখন আছেন কেমন ?

ডব্‌চিনস্কি : বেশ চমৎকার। উদ্বিগ্ন হবেন না আপনি, বেশ আছি।

হ্লেষ্টাকভ : নাকের ঘা শুকিয়ে গেছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম, সুখী হ'লাম··· (চকিত ভাবে) টাকা আছে আপনার কাছে ?

ডব্‌চিনস্কি : টাকা, মানে—টাকা ?

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ, হাজার টাকা ধার দিন।

বব্‌চিনস্কি : আমার কাছে তো নেই······তোমার কাছে নেই ডব্‌চিনস্কি ?

ডব্‌চিনস্কি : সংগে তো নেই,কারণ টাকা দিয়ে রেখেছি সব দাতব্য-কেন্দ্রে।

হ্লেষ্টাকভ : হাজার টাকা না হ'লে শতখানেক হ'লেও চলবে।

বব্‌চিনস্কি : (পকেট হাতড়ে) একশ টাকাও তো দিতে পারছিনা স্যার— মোট আছে চল্লিশ।

ডব্‌চিনস্কি : আমার আছে পঁচিশ।

বব্‌চিনস্কি : আরো একটু ভালো ক'রে দেখো ডব্‌চিনস্কি, আরো পাবে ; চোরা পকেটটা দেখো।

ডব্‌চিনস্কি : না, কিছুই নেই আর।

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা থাক, শুধু চেয়েছি মাত্র। বেশ, ওই পঁয়ষট্টিতেই হবে, ওতেই হবে। (টাকাটা পকেটস্থ)

ডব্‌চিনস্কি : একটা ডেলিকেট ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য প্রার্থনা কচ্ছি।

হ্লেষ্টাকভ : কি বিষয় ?

ডব্‌চিনস্কি : ব্যাপারটা বড়ো প্রাইভেট স্যার ! আমার বড়ো ছেলে হ'য়েছিলো বিয়ের আগেই।

হ্লেষ্টাকভ : সেতো ভালো কথা !

ডব্‌চিনস্কি : অবিশ্যি তলিয়ে দেখলে কথা একই ! কারণ, ছেলেটি হ'য়েছে

প্রায় বিবাহিত অবস্থাতেই ! কারণ, তারপরেই আমি আইন মতো বিয়ে করি। কাজেই স্যার, ছেলেতো আমারই, তাকে এখন আইনত আমার করতে চাই ; তার পদবীটা হওয়া চাই আমারই।

হ্লেষ্টাকভ : বেশ তো, তা হোক না, সে তো ভালো কথা।

ডব্‌চিনস্কি : আপনাকে অবিশ্যি এ নিয়ে বিরক্ত না করাই উচিত ছিলো। কিন্তু, ছেলেটার প্রতিভা দেখে সত্যিই তাক লেগে যায়, বুকখানা এমন ফুলে ওঠে। দু তিনটা কবিতা সে এরই মধ্যে মুখস্ত বলতে পারে ! লাঠিকে ঘোড়া বানিয়ে তার উপরে ছোটে এমন চমৎকার ! সত্যি, এই বয়সে সে একেবারে আশ্চর্য। এই বব্‌চিনস্কিও জানে সব।

বব্‌চিনস্কি : হ্যাঁ, ছেলে বটে !

হ্লেষ্টাকভ : বেশ, বেশ···সব দেখবো···বলবো গিয়ে···এবং খুব সম্ভব··· হ্যাঁ, সব হ'য়ে যাবে (বব্‌চিনস্কির দিকে ফিরে) আপনি কি কিছু বলবেন আমাকে ?

বব্‌চিনস্কি : হ্যাঁ স্যর, আমার একটা নিবেদন।

হ্লেষ্টাকভ : বলুন।

বব্‌চিনস্কি : আমার নিবেদন···রাজধানীতে ফিরে গভর্ণর জেনারেল বা এমনি সবাইকে···বলবেন...“শুনুন সবাই, অমুক শহরে থাকেন একজন পিটার আইভানভিচ বব্‌চিনস্কি। শুধু বলবেন, পিটার বব্‌চিনস্কি ব'লে কেউ আছেন,” ব্যস।

হ্লেষ্টাকভ : বেশ।

বব্‌চিনস্কি : এবং যদি কখনো জারের সংগে দেখা হয়,—তাকেও একবার বলবেন, শুধু বলবেন,—“মহামান্য জার বাহাদুর ! অমুক শহরে থাকেন —পিটার বব্‌চিনস্কি।”

হ্লেষ্টাকভ : বেশ।

বব্‌চিনস্কি : এখানে থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করবোনা, আর বিরক্ত করবো না।

হ্লেষ্টাকভ : না, না, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, এতো বেশ আনন্দের কথা।

(দোরের দিকে এগিয়ে এলো)

অষ্টম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ একা)

হ্লেষ্টাকভ : এখানে দেখছি অনেক রকম শাসন বিভাগই র'য়েছে। আর, ভালো কথা! আমাকে এরা মনে করেছে বিশিষ্ট এক গভর্ণমেণ্ট অফিসার। কালকে এদের চোখে বেশ ধুলো দিয়েছিলাম দেখছি। আচ্ছা বোকার দল। হ্যাঁ, পিটার্সবার্গে আমার এক বন্ধু ত্রিয়াপিচকিনের কাছে এবার না লিখে আর পারছিনা,—একটা ব্যাংগনাট্য লিখে এদের বেশ নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ুক। এই অজিপ, কাগজ কলম নিয়ে আয়। (অজিপ দোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে—"এই যে বাবু!") বন্ধুটি একবার কাউকে ধরলে আর আস্তো রাখবেনা,—হুল ফোটাতে পারলে সে ছাড়ে না তার বাবাকেও! আর, টাকা বলতেও সে অজ্ঞান। যাই হোক, এই অফিসার ভায়ারা বেশ লোক কিন্তু,—টাকাটা দিয়ে বেশ মানুষের মতোই কাজ করেছে। দেখি এবার, কতোটা পেলাম। জজের কাছ থেকে তিনশো; তিনশো পোষ্টমাষ্টার; এই ৬০০৲, ৭০০৲, এই ৮০০৲...কী নতুন নোট সব! ৮০০৲ এই ৯০০৲···বাঃ বাঃ—হাজার টাকারও বেশী।......এসো চিফ পুলিশ, এবার তোমার পালা, পাকড়াও না ক'রে ছাড়ছিনা আর!

নবম দৃশ্য

(হেলষ্টাকভ ও কালি-কলম সহ অজিপ)

হেলষ্টাকভ : দেখলে তো হাদারাম, কি রকম আদর-যত্নটা (লিখতে সুরু ক'রে।)

অজিপ : বাঁচিয়েছে ভগবান, রক্ষা করেছে। একটা কথা বলবো বাবু ?

হেলষ্টাকভ : কি ?

অজিপ : এবারে স'রে পড়ুন—এই ঠিক সময়।

হেলষ্টাকভ : (লিখতে লিখতে) কি বকছো, যাবো কেনো ?

অজিপ : নইলেই সব খতম ! ক'দিন তো চালালেন খুবই,—তা' আরো জড়াচ্ছেন কেনো ? এবার ঘা মেরে সটকে পড়ুন······কখন কে আবার এসে পড়বে······হ্যাঁ, বাবু······বেশ ভালো ঘোড়াই আছে এখানে। আসুন সোজা পাড়ি জমাই !

হেলষ্টাকভ : (লিখে চলেছে) না, আরও ক'দিন থাকো···অন্তত কাল পর্যন্ত।

অজিপ : আবার কাল কেনো বাবু, চলুন স'রে পড়ি। এখানে অবিশ্যি আরামে আদরেই আছেন—তবু দূরে গেলেই এখন মংগল। বাবু ! আপনাকে কিন্তু আর-কেউ ব'লে ওরা মনে করেছে·· ···তা' ছাড়া, দেরী ক'রলে আপনার বাবাও কিন্তু চোটে যাবেন। তা যেতে বেশ আরামই হবে। বেশ ভালো ঘোড়াই সংগে দেবে'খন।

হেলষ্টাকভ : (লিখছে) সে সব হবে'খন। আগে চিঠিটা নাও। ভাল দেখে ঘোড়া ঠিক করো। কোচোয়ানকে বলবে একটাকা বক্‌শিস্ দেবো আমাকে যদি জাঁকজমক ক'রে নিয়ে যায়। (লিখে চলছে) (স্বগত) এই সব পড়ে ত্রিয়াপিচকিন বেশ মজাই পাবে !

অজিপ : চিঠিটা চাকরকে দিয়ে পাঠাচ্ছি। আমি এদিকে বরং বাঁধা-ছাদাই করে ফেলি বাবু।

হ্লেষ্টাকভ : (লিখে চলেছে) বেশ, বেশ, আগে বাতিটা নিয়ে এসো।

অজিপ : (সিনের পেছনে গিয়ে কথা বলছে) এই, এই ছোকরা, চিঠিটা পোষ্ট ক'রে আয়। আর পোষ্টমাষ্টারকে বলবি, ভালো দেখে ঘোড়ার গাড়ি ঠিক ক'রে দিতে। নইলে কিন্তু মনিব চটে যাবে। আর বলবি, ভাড়া দেবো না কিন্তু। এটা গভর্মেণ্টের খরচ।

হ্লেষ্টাকভ : (লিখতে লিখতে) এই দাঁড়া, লেখা হয়নি এখনো। (স্বগত) কিন্তু ত্রিয়াপিচকিনের ঠিকানাটা ? ভাড়া এড়াবার জন্য প্রায়ই সে বাসা বদলায়। 'পোষ্ট অফিস ষ্ট্রিটেই লিখে দেখি। (চিঠি ভাঁজ ক'রে ঠিকানা লিখে ; —অজিপ বাতি নিয়ে এলো। তখনি বাইরে শোনা গেলো দেরঝিমর্‌দার গলা)

দেরঝিমর্‌দা : এই ব্যাটা, ঢুকছিস কোথা ? না, কাউকেই যেতে দেবোনা।

হ্লেষ্টাকভ : (অজিপকে) এই নাও চিঠি।

বাইরে বণিকদের গলা : ভেতরে যেতে দাও। না বললেই হলো ? দরকারী কাজেই এসেছি সবাই।

দেরঝিমর্‌দা : যাও, বেরিয়ে যাও। না কাউকেই এখন দেখা দিবেন না, ঘুমুচ্ছেন উনি।

(গণ্ডোগোল বেড়ে ওঠে)

হ্লেষ্টাকভ : অজিপ কি হচ্ছে ওখানে ? দেখোতো কিসের গণ্ডোগোল ?

অজিপ : (জানালার বাইরে তাকিয়ে) কয়েকজন ব্যবসায়ী ঢুকতে চাইছে কিন্তু পুলিশ ঢুকতে দেবে না, সবাই কতকগুলি কাগজ নাড়ছে বারবার, খুব আগ্রহ নিয়েই এসেছে মনে হয়।

হ্লেষ্টাকভ : (জানালায় এসে) কি চাও তোমরা ?

ব্যবসায়ীরা : হুজুর, হুজুর, দয়া করুন, হুজুর। আমাদের আবেদন শুনুন।

হ্লেষ্টাকভ : দাও, ওদের আসতে দাও, আসতে দাও, অজিপ ! (অজিপ বেরিয়ে যায় এবং জানালা দিয়ে আবেদন নিয়ে পড়তে থাকে :

হিজ অনারেবল এক্সেলেন্সি দি মিনিষ্টার অব ফাইনান্স সমীপেষু—ব্যবসায়ী আবদুলিনের নিকট হইতে) এ সব কি কাণ্ড ! এমন কোনো পোষ্টের কথা শুনিনি সাত জন্মে ।

দশম দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ ও ব্যবসায়ীরা—সংগে তাদের কয়েক বাক্স মদ ও কেক রুটি ।)

হ্লেষ্টাকভ : তোমাদের কি আবেদন ?

সকলে : আপনার অনুগ্রহ, হুজুর,—অনুগ্রহ প্রার্থনা কচ্ছি ।

হ্লেষ্টাকভ : কি চাও তোমরা ?

সকলে : আমাদের বাঁচান হুজুর,বিনা দোষে আমাদের মেরে ফেলছে হুজুর ।

হ্লেষ্টাকভ : কে সে ?

একজন : চিফ পুলিশ বাবু, সবি চিফ পুলিশ ! এমন লোক আর কোনো দিন আসেনি । কি রকম সে অপমান করে, তা মুখে আনা যায় না । অত্যাচারের চোটে গলায় ছুরি দিয়েই মরতে ইচ্ছে হয় । আর কী যে ব্যবহার ! কারো দাড়ি টেনে ধ'রে বলবে—"কেমন এবার ?" আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবু, তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি,—তার স্ত্রীও মেয়েকে জামা কাপড় সেলামী দিতেও দ্বিধা করিনা, কিন্তু এতেই কি খাঁই মেটে ? সোজা দোকানে ঢুকে যা খুশী টেনে বের করে । দামী জামার কাপড় দেখলেই বলে—"এই ব্যাটা, বেশ তো এ কাপড়টা ! এক্ষুনি দিয়ে আয় আমার বাড়ীতে !"—না দিয়ে রক্ষা আছে ? অথচ, সে চল্লিশটি গজের কম নয়, হুজুর !

হ্লেষ্টাকভ : সে কি, এ যে জোচ্চোর !

ব্যবসায়ী : হুজুর, এমন আর নেই কোথাও ! একে দেখলেই সব লুকিয়ে ফেলতে হয় । শুধু কি ভালো জিনিষেই লোভ ? উহুঁ ! হাড়িভরা

শুকনো কুল পর্যন্ত দুপকেটে ভর্তি করে নিয়ে যায়, অথচ এগুলো এমন পচা যে দোকানীরা পর্যন্ত মুখে দেয় না! তার জন্মদিনে সেলামী দিতে হয় বাক্স বাক্স জিনিষ পত্তর,—আবার তার স্ত্রীর জন্মদিনেও! কি করবো বাবু, একদিনেই কি শেষ, সেদিনও আনতে হবে,—আবার কম হলেই রক্ষা নেই।

হ্লেষ্টাকভ: এ যে ডাকাত।

ব্যবসায়ী: যথার্থ হুজুর! কেউ গররাজি হ'লে অমনি পেছনে লাগিয়ে দেবে তার দলবল,—তার দোকানেই জ্বালিয়ে দেবে লালবাতি।

হ্লেষ্টাকভ: এ যে খুনী! সোজা সাইবেরিয়ায়ই তো এর স্থান!

ব্যবসায়ী: সে যেথায় খুশী হুজুরের,—আমাদের কাছ থেকে দূরে গেলেই হয়। আপনার হুকুম হ'লে,—আপনার জন্য এনেছিলাম কিছুটা পানীয় আর কেক রুটি!

হ্লেষ্টাকভ: না, না, সে কি ঘুষ নিইনা আমি। কিন্তু এই ধরো, তোমরা যদি আমাকে শ'খানেক টাকা ধার দাও তো সে আলাদা কথা; হ্যাঁ, ধার নিতে পারি।

ব্যবসায়ী: অনুগ্রহ ক'রে, (টাকাটা বের করে) তা শ'খানেক কেনো, এই পাঁচশই নিন,—শুধু আমাদের বাঁচান হুজুর!

হ্লেষ্টাকভ: আচ্ছা, আচ্ছা, ধার নিতে বাধা নেই আমার। এ নেবো আমি।

ব্যবসায়ী: (টাকাটা একটা রূপোর ট্রেতে ক'রে এগিয়ে দিয়ে) দয়া করে ট্রেটাও নিন সংগে।

হ্লেষ্টাকভ: আচ্ছা, রাখো ওটাও।

ব্যবসায়ী: (মাথা নুইয়ে) আর এই বাক্সটা?

হ্লেষ্টাকভ: না, না. ঘুষ পছন্দ করিনা আমি……

অজিপ: বাবু, নেবেন না কেন, কষ্ট ক'রে এনেছে এরা। পথে বেশ কাজেই লাগবে। এই যে দাও, এই বাক্সটা আর কেক-রুটি। দাও,

সব দাও, সবি কাজে লাগবে। ওটা কি ? দড়ি ? ওটাও দাও ; পথে একটা কিছু ভাঙ্‌লে দড়ি খুবি কাজে লাগবে।

ব্যবসায়ী : হুজুর, অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন শুধু! আপনি যদি এই অধমদের প্রতি একটু সুদৃষ্টি না রাখেন তো আমাদের আর রক্ষা নেই।

হ্লেষ্টাকভ : সে তো নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপ্রাণ করবো আমি (ব্যবসায়ীরা চলে গেলো)

এক নারী কণ্ঠ : (বাইরে) আমার গায়ে হাত দিচ্ছো, কি সাহস ? না, আমি ঢুকবোই। নিজেরমুখে আমি নালিশ করবো হুজুরের কাছে। ধাক্কা দিয়োনা বলছি।

হ্লেষ্টাকভ : কে ওখানে ? (জানালায় গিয়ে) কি, তোমার কি কথা ?

দুজন নারীর কণ্ঠ : আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, আমাদের বাঁচান।

হ্লেষ্টাকভ : এদের ভেতরে নিয়ে এসো।

একাদশ দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ, কর্মকারের স্ত্রী ও পুলিশের বিধবা স্ত্রী)

কর্মকারের স্ত্রী : (হ্লেষ্টাকভের পায়ে মাথা রেখে) আপনার দয়া চাই, হুজুর……

পুলিশের বিধবা : দয়া করুন হুজুর, দয়া করুন।

হ্লেষ্টাকভ : কে তোমরা ?

পু-বিধবা : আমি বাবু পুলিশের বিধবা স্ত্রী।

কর্ম-স্ত্রী : আমি কর্মকারের বৌ !

হ্লেষ্টাকভ : থামো, এক একজন ক'রে। কি চাও তুমি ?

কর্ম-স্ত্রী : চিফ পুলিশের হাত থেকে বাঁচান বাবু, বাঁচান। ভগবান

তার সর্বনাশ করুক। তার ছেলে মরুক, সে মরুক, জোচ্চোর ব্যাটা,—মরুক তার চোদ্দো পুরুষ—অধঃপাতে যাক, অধঃপাতে যাক—জাহান্নামে যাক !

হ্লেষ্টাকভ : কেন ?

কর্ম-স্ত্রী : আমার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে,—শয়তান এখন আমার উপর……শয়তান, পাজি,……বিবাহিত মানুষ হয়ে—কেনো, মরনা তোর শাশুড়ীকে নিয়ে……

হ্লেষ্টাকভ : একি সব !

কর্ম-স্ত্রী : শয়তান, জাহান্নামে যাক, প'চে গ'লে মরুক, পরকালে যেনো ঠাঁই না পায়……তার মা মাসীর সর্বনাশ হোক, প'চে মরুক ওর চোদ্দোপুরুষ ! বলে আবার,—"স্বামীকে দিয়ে হবে কি আর ?"—ব্যাটা সে কথায় তোর দরকার কি ? চোর, জোচ্চোর, এখন পর্যন্ত চুরি না করলেও, সুযোগ পেলেই চুরি করতে ছাড়বে ? স্বামীকে ছাড়া কি ক'রে চালাই আমি,—অবলা মানুষ,—তোর শাশুড়ী থাকলে সে যেনো……

হ্লেষ্টাকভ : বেশ, বেশ (দোর দেখিয়ে দিলো ; অন্য স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে)—আর তোমার ?

পু-বিধবা : দয়া করুন, হুজুর !

হ্লেষ্টাকভ : কি ? দু'কথায় বলে ফেলো !

পু-বিধবা : আমাকে মেরেছে।

হ্লেষ্টাকভ : কেনো ?

পু-বিধবা : ভুল করেই হুজুর ! চাষি মেয়েরা মারামারি কচ্ছিলো বাজারে। পুলিশ এসে আর কেউকে না পেয়ে ধরে নিয়ে গেল আমাকেই হুজুর, এখনও পর্যন্ত সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পাচ্ছিনা।

হ্লেষ্টাকভ : তার এখন কি করা যাবে ?

পু-বিধবা : তার এখন আর কি করা যাবে ? কেন এই ভুলের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন না। কিছুটা টাকা পেলে এখন বড়ো উপকার হয় হুজুর।

হ্লেষ্টাকভ : বেশ, বেশ, যাও যাও, ও হবে সব ! (জানালা দিয়ে আরো কয়েকটা আবেদন এগিয়ে এলো ; জানালার দিকে চেয়ে) না, না, এদের চাইনা আমি, চাইনা। বাজে সব, (স'রে গিয়ে) ওঃ, কি বিরক্তিকর।......ওদের আসতে দিওনা অজিপ, (জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে) যাও, চ'লে যাও, এখন আর সময় হবে না, আবার কাল ! .

(হঠাৎ দোর খুলে যায় এবং গালে ব্যাণ্ডেজ-করা, খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি, স্ফীত-ওষ্ঠ একটি অদ্ভুত চেহারার লোক ঢুকলো, পিছনে আরো অনেকে)

বেরোও, বেরোও, কোথেকে জুটলো এসব ? (প্রথমটার পেটে একটা ধাক্কা দিয়ে পথ ক'রে এগিয়ে দোরটা ধড়াস ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো)

দ্বাদশ দৃশ্য

(হ্লেষ্টাকভ ও পরে মেরিয়া)

মেরিয়া : (ঘরে ঢুকেই ভয়ে) আ·· ··· !

হ্লেষ্টাকভ : ভয় কি শোনো !

মেরিয়া : (সামলে নিয়ে) না, ভয় না।

হ্লেষ্টাকভ : (বিশিষ্ট ভংগীতে) তুমি যে আমাকে উপযুক্ত কেউ ব'লে মনে করেছো এতে আমি কি যে আনন্দিত ! একটা কথা সত্যি ক'রে বলবে, কোথায় যাচ্ছিলে ?

মেরিয়া : না, কোথাও না।

হ্লেষ্টাকভ : কেনো, যাচ্ছিলে না?

মেরিয়া : মা এখানে কিনা তাই দেখতে।

হ্লেষ্টাকভ : না, আর কোথাও না গিয়ে এখানে এলে কেনো বলতে হবে।

মেরিয়া : না যাই, আপনার অসুবিধা হচ্ছে। নিশ্চয়ই দরকারী কাজ আছে।—

হ্লেষ্টাকভ : (সেই ভংগীতে) তোমার ঐ সুন্দর মুখখানিই এখন আমার সবচেয়ে দরকার……,_আমার কোনো রকম অসুবিধাই করোনি তুমি, বরং আনন্দই দিচ্ছো।

মেরিয়া : এ আপনার রাজধানী-দস্তুর কথা।

হ্লেষ্টাকভ : কি সুন্দর তুমি। (কাছে এগিয়ে) তুমি এইখানে একটু বসবে? না, না, চেয়ারে তোমাকে মানাবে না। তোমার জন্য আমার এই হৃদয় সিংহাসন।

মেরিয়া : কি যে বলছেন।……না, এখন আমার যাওয়াই উচিত। (বসে পোড়লো)।

হ্লেষ্টাকভ : বাঃ, তোমার গলায় হারটি কী সুন্দরই মানিয়েছে।

মেরিয়া : আসলে, আপনারা এমনি করেই ঠাট্টা করেন।

হ্লেষ্টাকভ : ওঃ, আমি যদি ঐ হারটি হতাম! অমন শুভ্র মরাল গ্রীবাটি জড়িয়ে থাকতাম শুধু।

মেরিয়া : যান, কি যে বলছেন! হারটি হলে……বাঃ আকাশটি আজ কী সুন্দর।

হ্লেষ্টাকভ : কিন্তু তোমার রাঙা অধরটির চেয়ে নয়।

মেরিয়া : আপনি শুধু ঐ-ই বলছেন খালি……তার চেয়ে আমার অটো-গ্রাফে একটা কবিতা লিখে দেবেন?—স্মৃতি-লেখা। নিশ্চয়ই, অনেক জানেন আপনি।

হ্লেষ্টাকভ : তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। বেশ হুকুম কর, কি রকম কবিতা।

মেরিয়া : যা খুসী আপনার—যেমন,······ভালো, বেশ নতুন একটা।

হ্লেষ্টাকভ : কবিতা ?—সে তো অনেকই জানি।

মেরিয়া : আমার জন্য যা লিখতে চান তেমন একটা।

হ্লেষ্টাকভ : আবার বলছো কেনো, সে তো আমার জানাই।

মেরিয়া : সত্যি, কবিতা আমার এতো ভালো লাগে।

হ্লেষ্টাকভ : তা, নানা রকমের কবিতাই তো জানি।······যেমন······হ্যাঁ, তোমার জন্য এটাই বেশ হবে :

হে মানব, শোকের সময়
বৃথা তুমি নিন্দ বিধাতারে। *

আরও অবিশ্যি অনেক আছে......সব মনে পড়ছে না। তাতে কি......তার চেয়ে বরং তোমাকে উপহার দিচ্ছি আমার ভালোবাসা। ইচ্ছা হয়, তোমার কালো চোখে ডুব দিয়ে······(চেয়ারটা কাছে টেনে নেয়)

মেরিয়া : ভালবাসা ? কখনো জানিনা আমি ভালবাসা কাকে বলে। ······(চেয়ারটা সরিয়ে নেয়)।

হ্লেষ্টাকভ : সরে যাচ্ছো কেন ? পাশাপাশি বসাই তো কেমন সুন্দর !

মেরিয়া : (চেয়ার আরো সরিয়ে) পাশাপাশি ? আমি যে অনেক দূরের।

হ্লেষ্টাকভ : (কাছে এগিয়ে) দূর কোথায় ? আমরা যে পাশাপাশি।

মেরিয়া : (সরে গিয়ে) কি ক'রে ?

হ্লেষ্টাকভ : (এগিয়ে) তোমার নিজের মনও জানে আমরা দুটিতে পাশাপাশি, অযথা ভাবছো কেনো, 'আমরা দূরে দূরে' ? কি সুন্দর

* স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য রুশ কবির রচিত একটি কবিতার দু ছত্র।

তুমি। তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পেলে সে যে কী সুখ, কী যে সৌভাগ্য।

মেরিয়া : (জানালার বাইরে তাকিয়ে) ঐ যে উড়ে গেলো, ওটা কি ?—দোয়েল না পাপিয়া ?

হ্লেষ্টাকভ : (হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের উপর চুমু খেয়ে) দোয়েল।

মেরিয়া : (রাগের ভংগীতে হাত ছাড়িয়ে) না, না, এ অন্যায়।…এ রকম…

হ্লেষ্টাকভ : (হাত ধ'রে) ক্ষমা ক'রো। শুধু ভালোবাসার উচ্ছাসেই এমন হ'য়ে গেছে—শুধু ভালোবাসা।

মেরিয়া : না, আপনি ভাবছেন আমাকে পাড়াগেঁয়ে। (হাত ছাড়িয়ে যেতে চায়)

হ্লেষ্টাকভ : (ধ'রে রেখে) সত্যিই ভালোবাসা, শুধুই ভালোবাসা। রাগ ক'রোনা, শুধু ঠাট্টা কচ্ছিলাম, রাগ করোনা। এই হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইছি। (হাটু গেড়ে) ক্ষমা করো, মেরিয়া, ক্ষমা করো আমাকে। এই দেখো, তোমার পায়ের কাছেই আমি নতজানু হ'য়েছি।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(আগের দুজন ও আন্না এণ্ড্রিয়েভ্‌না)

আন্না : (হ্লেষ্টাকভকে সেই অবস্থায় দেখে) একি !

হ্লেষ্টাকভ : (উঠে) তাই তো !

আন্না : একি খুকী, এ কোন বেহায়াপনা ?

মেরিয়া : মা, আমি……

আন্না : আর বলতে হবেনা, যাও এক্ষুনি, যাও, সোজা চলে যাও ! আমার

চোখের সামনে থেকে দূর হও। (মেরিয়া কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়) দেখুন, ক্ষমা করবেন, আমি একটু কেমন হ'য়ে পড়েছিলাম।···

হ্লেষ্টাকভ : (স্বগত) বাঃ এটিও তো বেশ লোভনীয়! দেখতেও বেশ। (আবারো হাঁটু গেড়ে) আন্না এণ্ড্রিয়েভ্না, আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।

আন্না : ওমা, হাঁটু গেড়ে কেনো? উঠুন উঠুন। যা ময়লা মেঝে!

হ্লেষ্টাকভ : না, হাঁটু গেড়েই থাকবো. আমার ভাগ্য না জেনে কিছুতেই উঠবো না আমি। ব'লে দিন সেকি—জীবন, না মৃত্যু।

আন্না : ক্ষমা করবেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা। আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি,—আমার মেয়ের কাছেই আপনি······

হ্লেষ্টাকভ : না, না, আপনাকেই ভালোবাসি আমি। পাল্লায় দুলছে আমার জীবন! আপনি যদি আমার জীবন মরণের এই ভালোবাসা দুহাতে তুলে না নেন,—তাহ লে বেঁচে কী লাভ? বুক যে আমার পুড়ে যাচ্ছে,—আপনার কাছে এই হাত জোড় ক'রে ভিক্ষা চাচ্ছি।

আন্না : কিন্তু দেখুন,······আমি যে সমাজের চোখে···মানে, মানে বিবাহিতা।

হ্লেষ্টাকভ : তাতে কি! ভালোবাসার রাজ্যে এতো তুচ্ছ বাধা! এমন কি কবিই বলেছেন—'মিথ্যা সে ভালোবাসা!' আমরা পালিয়ে যাবো কোথায় কোন ছায়ার দেশে, ঝর্ণার পাশে······তোমার হাতটি দাও আমার হাতে······তোমার সুন্দর দুটি হাত!

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

(আগের দুজন,—এবং দৌড়োতে দৌড়োতে মেরিয়ার প্রবেশ)

মেরিয়া : মা, মা-মনি, বাবা তোমাকে বকেছে······(হ্লেষ্টাকভকে হাঁটু গেড়ে থাকতে দেখে আঁৎকে উঠে) একি!

আন্না : তুমি এখানে কেনো খুকী ?…কি বেয়াদপি, কি ছেলেমানুষি, বাঁদরীর মতো দৌড়ে এলেই হ'লো। এমন কী মজাটা দেখলে এখানে ? ভেবেছো কি ? সত্যিই যেনো তিন বছরের একটি খুকী,—নাক দিয়ে দুধ গলে এখনো ? বয়স যে ষোলো হ'তে চললো তা খেয়াল আছে ? আর কবে যে বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো ভদ্র ভাবে চলবে,—কবে আর বুঝবে কাকে বলে সুনীতি, কাকে বলে সুশিক্ষা !

মেরিয়া : (কাঁদতে কাঁদতে) সত্যি মা,……বুঝতে পারিনি……

আন্না : আর বুঝবে আমি মরলে। ঠিক ঐ জজের মেয়ের মতোই হ'য়ে উঠেছো ! কেনো ? বল, তুমি কি জজের মেয়ে ? ওদের দেখা দেখিই যেতে বসেছো……না, আর কখনো ওদের অনুসরণ করবেনা। তোমার জন্য অন্য আদর্শ,—তোমার এই মা-ই তোমার আদর্শ,—হ্যাঁ মা-ই তোমার উপযুক্ত আদর্শ।

হ্লেষ্টাকভ : (মেরিয়ার হাত ধ'রে) আন্না এণ্ড্রুয়েভ্‌না, আমাদের দুজনার ভালোবাসাকে দয়া ক'রে স্বীকার ক'রে নিন, স্বীকার করে নিন। আপনার পায়ে পড়ি,—আমাদের আশীর্বাদ করুন।

আন্না : (আশ্চর্য হ'য়ে) ও, আপনি তবে ওকেই……

হ্লেষ্টাকভ : সত্যি বলেছেন, এ-ই আমার প্রাণ, এই আমার জীবন মরণ।

আন্না : দেখলে তো ? বোকা মেয়ে' দেখলে তো ? এবার দেখলে তো ? বলিনি ? এই তোর জন্যই আমার এই সম্ভ্রান্ত অতিথি মিছামিছি নত জানু হ'লো। আর তুই, বাঁদরীর মতো তখনি এলি নাচতে। যেমন মেয়ে,—আমারো উচিত এখন মত না দেওয়া, তোর মতো মেয়ে এঁর উপযুক্তই নয়।

মেরিয়া : আর করবো না মা, আর কখনোও করবো না !

পঞ্চদশ দৃশ্য

(আগের সবাই—এবং হাঁপাতে হাঁপাতে চিফ পুলিশের প্রবেশ)

চিফ পুলিশ : এক্সেলেন্সি, ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমাকে মারবেননা, আমাকে মারবেন না।

হেলষ্টাকভ : কি ব্যাপার ?

চিফ পুলিশ : ব্যবসায়ীরা আপনার কাছে অভিযোগ ক'রেছে। কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে ব'লতে পারি—তাদের কথার চার আনাও সত্যি নয়। ওরা ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, মিথ্যে কথা বলাই ওদের ব্যবসা। পুলিশের বিধবা বলেছে, আমি তাকে পিটেছি। মিথ্যা, আগাগোড়া মিথ্যা, নিছক মিথ্যা। আসলে নিজেই পিটিয়েছে নিজেকে।

হেলষ্টাকভ : মরুক গে। ওদিয়ে দরকার নেই আমার।

চিফ পুলিশ : বিশ্বাস করবেন না, এক বর্ণও বিশ্বাস করবেন না।···ওদের ঝাড় সুদ্ধই মিথ্যেবাদী, সমস্ত শহরই জানে, কী রকম মিথ্যা বলে ওরা। আর শুধু কি মিথ্যাবাদী,—যতো চুরি, জোচ্চোরি সব করে ওরাই ; হ্যাঁ ওরাই

আন্না : ওঁর জন্যই আমাদের বরাত কেমন খুলে গেলো—শুনেছো ? আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চান উনি।

চিফ পুলিশ : এঁ্যা······না, না, তোমার মাথারই ঠিক নেই,···আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না······এর একটু মাথার দোষ আছে, এর মায়েরও ছিলো অমন।

হেলষ্টাকভ : সত্যি ওকে বিয়ে করতে চাই আমি। ওকে আমি ভালোবাসি।

চিফ পুলিশ : একি, একি সত্যি ?

আন্না : বাঃ রে, তোমাকে নিজের মুখেই তো বলছেন।

হ্লেষ্টাকভ : ঠাট্টা না, সত্যি বলছি,···ওকে না পেলে আমি এখনি পাগোল হ'য়ে যাবো।

চিফ পুলিশ : এ যে বিশ্বাস করতেই সাহস হয় না। আমি যে এহেন অনুগ্রহের অযোগ্য।

হ্লেষ্টাকভ : সত্যি যদি মেরিয়াকে দিতে নারাজ হন, তবে আমি যে কি করবো,—তা জানেন ভগবান আর আমি।

আন্না : কি বোকার মতো বকছো তুমি। উনি নিজেই তো বলছেন।

চিফ পুলিশ : আমার যে এখনো বিশ্বাস হয় না।

হ্লেষ্টাকভ : ওকে আমার হাতে দিন, আমারই হাতে দিন। নইলে, আত্মহত্যা করবোই আমি,—তখন বিচারে ঠেকবেন আপনারাই।

চিফ পুলিশ : ও ভগবান। আমার কিন্তু কোনো দোষই নেই, কাজে বা মানে কোনো দিকেই কোনো দোষ নেই। রাগ করবেন না, আপনি যাতে খুশী হন তাই করুণ।······ওঃ, আমার মাথায় যে আর কিছুই আসছে না,······সমস্ত কিছুই ঘুরছে চারিদিকে······এই বুঝি আমার শেষ।

আন্না : তুমি অমন কচ্ছো কেনো ? এদের আশীর্বাদ করো ! (হ্লেষ্টাকভ মেরিয়ার হাত ধরে এগিয়ে মাথা নোয়ালো)

চিফ পুলিশ : ভগবান তোমাদের মংগল করুন ! আমি কিন্তু কোনো কিছুতেই অপরাধী নই ! (হ্লেষ্টাকভ মেরিয়ার গলা জড়িয়ে ধরলো, চিফ পুলিশ তাকিয়ে দেখছে সেদিকে) এযে সত্যি, সত্যিই দুটিতে (চোখ রগড়ে) আদর কচ্ছে, গলা জড়িয়ে আদর কচ্ছে ! তাহ'লে, এরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে ! (আহ্লাদে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে)—এই এণ্টন, এণ্টনরে, এই চিফ পুলিশ, এবার ? এবার কেমন ? এবার ?

ষোড়শ দৃশ্য

(আগের সবাই ও অজিপ)

অজিপ : সব তৈরী বাবু।

হ্লেষ্টাকভ : আচ্ছা, এই যাচ্ছি।

চিফ পুলিশ : আপনি যাচ্ছেন ?

হ্লেষ্টাকভ : হ্যাঁ।

চিফ পুলিশ : কিন্তু কবে আবার···মানে, মানে বিয়েটা···

হ্লেষ্টাকভ : ও, হ্যাঁ,—এই কয়েক মিনিট, মানে কাকার ওখানে একটা দিন শুধু, সেই বুড়ো খুব ধনী, কোটিপতি,—তারপর কালই ফিরছি আবার।

চিফ পুলিশ : আপনাকে দেরী করাতে সাহস হচ্ছে না,—সুস্থ দেহে সত্বর ফিরে আসুন আপনি—এই কামনা।

হ্লেষ্টাকভ : তাতো নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,—এই তো ফিরে এলাম ব'লে। আমার আমার—মানে আমার নাঃ, আবেগের উল্লাসে কথাই ফুটছে না—আমার ডার্লিং ! আসি এবার ! (কাছে গিয়ে হাত ধরলো)

চিফ পুলিশ : পথে কিছু দরকার হবে না ? টাকা কম ছিলো বলছিলেন···

হ্লেষ্টাকভ : না, না, (ভেবে) তা,—আপনার ইচ্ছে হ'লে—

চিফ পুলিশ : কতোটা ?

হ্লেষ্টাকভ : আপনি আমাকে দিয়েছিলেন দুশো, না, না চারশোই আসলে,—আপনার ভুলের সুযোগ নিয়ে লাভ করতে চাইনা। কাজেই, আর ঐ পরিমাণ হ'লেই—মানে চারে চারে আটশো !

চিফ পুলিশ : এই যে, (বুকপকেট থেকে টাকা বের ক'রে) একেবারেই নতুন নোট।

হ্লেষ্টাকভ : বাঃ বেশ সুন্দর তো (টাকাটা নিয়ে) নতুন নোটে নাকি নতুন ভাগ্য হয় ?

চিফ পুলিশ : যথার্থই।

হ্লেষ্টাকভ : নমস্কার, এণ্টন এণ্টনভিচ্‌। আপনার এই আতিথেয়তা সত্যি মনে রাখবার মতো। এমন অভ্যর্থনা—জীবনেও পাইনি আমি, এমন কি ভাবতেও পারিনি। নমস্কার আন্না এণ্ড্রিয়েভনা। আর তুমি মেরিয়া, আমার মেরিয়া, আসি, কেমন ? (সবাই মিলে বেরিয়ে যায় ; পরেই পেছন থেকে হ্লেষ্টাকভের গলা শোনা যায়—) আসি মেরিয়া, গুড্‌বাই, ডার্লিং।

চিফ পুলিশের গলা : একি পাবলিক গাড়ীতেই যাবেন ?

হ্লেষ্টাকভের গলা : হ্যাঁ এতে চড়াই বরাবরের অভ্যাস। স্প্রিং-গদিতে বসলেই কেমন মাথা ধরে যায়।

কোচোয়ানের গলা : ট্‌! ট্‌! চলিয়ে বাবুজী।

চিফ পুলিশের গলা : একটা কিছু বিছিয়ে দিহ অন্তত!

হ্লেষ্টাকভের গলা : না আর কেনো, ওতেই হ'য়ে যাবে। আচ্ছা, কম্বলটা বরং—

চিফ পুলিশের গলা : এই মিশ্‌কা, পারসী গালিচাটা, সেই লাল-নীল রঙের—যা ছুটে যা।

কোচোয়ানের গলা : ট্‌! ট্‌! চলিয়ে হুজুর।

চিফ পুলিশের গলা : কবে ফিরবেন ?

হ্লেষ্টাকভের গলা : এই কাল বা পরশু।

অসিপের গলা : আঃ কী চমৎকার কম্বল ! এই এখানে দে, হ্যাঁ ভাঁজ ক'রে !

কোচোয়ানের গলা : চলিয়ে হুজুর, চলিয়ে সাহেব।

অসিপের গলা : এই যে, এবারে বসুন বাবু !

হেলষ্টাকভের গলা : নমস্কার, নমস্কার !

চিফ পুলিশের গলা : নমস্কার ইওর এক্সসেলেন্সি !

মেয়েদের গলা : বিদায়, বিদায়, শিগগির ফিরবেন কিন্তু !

কোচোয়ানের গলা : নমস্কার, নমস্কার ! এই যে—ট্ ! ট্ ।

(ঘোড়ার বল্গার ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং ড্রপসিনও পড়লো)

পঞ্চম অংক

(প্রথম অংকের ঘর)

প্রথম দৃশ্য

(চিফ পুলিশ, আন্না ও মেরিয়া)

চিফ পুলিশ : আন্না এবার ! এমনটি ভেবেছো কখনো ? আঃ, কি সৌভাগ্য। আচ্ছা, ঠিক ক'রে বলোতো, এমন সৌভাগ্য স্বপ্নেও ভেবেছো কোনোদিন। নগণ্য এই চিফ পুলিশের স্ত্রী থেকে হঠাৎ একেবারে……একেবারে হিজ এক্সেলেন্সির শাশুড়ী।

আন্না : আগেই জানতাম আমি। তোমার অবাক লাগছে, কারণ তুমি সাধারণ লোক কিনা,—নামজাদা কারো সংগে তো মেশোনি কোনোদিন।

চিফ পুলিশ : তা' আমি নিজেই কি সাধারণ ? সত্যি, তুমি আর আমি আজ কী হলাম। আমাদের এবার পায় কে। দাঁড়াও না, ব্যবসায়ী-দের দেখাচ্ছি এবার ; আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। জানো আমি কে ? এই যে, কে আছো ? (একজন পুলিশের প্রবেশ) হ্যাঁ, ব্যবসায়ীদের ডাকো এবার, দিয়ে দিই উপযুক্ত রকম। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ? টাকাখোরের দল। দাঁড়াও যাদুধনরা, এতোদিন তো পিঠে হাত বুলিয়েছি শুধু, এবার সেই পিঠের চামড়া তুলে ছাড়বো ! হ্যাঁ, যারা যারা আমাকে চড়াও করতে এসেছিলো, তাদের সবার নাম দাও, আর, প্রচার ক'রে দাও, চিফ পুলিশের আজ কী সুদিন। সে তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে যে-সে লোকের সংগে নয়, সারা দুনিয়ায় যার

উপরে কেউ নেই—সে করতে পারে যা' .খুসী, যা' খুসী তার, যা' খুসী। প্রচার ক'রে দাও, ঢোল পিটিয়ে দাও সবার কাছে। ওঃ, আজ কী স্ফূর্ত্তি। (পুলিশটির প্রস্থান) আচ্ছা আন্না, এখন কি করবো আমরা ?—থাকবো কোথায় ?—এখানে, না পিটার্সবার্গে।

আন্না : পিটার্সবার্গ, এখানে আর কেনো ?

চিফ পুলিশ : বেশ তাই,—কিন্তু এখানেই বা মন্দ কি ? চুলোয় যাক না পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট।

আন্না : হ্যাঁ। কি হবে আর ও দিয়ে।

চিফ পুলিশ : আচ্ছা, এবার তো একটা ভয়ানক কিছুই হ'য়ে পড়তে পারি, কি বলো। মন্ত্রীরা ওর বাড়ীতে আসে, আর জারের সংগে পর্যন্ত ওর ভাব। আমাকে তো উনি জেনারেলই ক'রে দিতে পারেন! আচ্ছা আন্না, জেনারেল হ'তে পারি না আমি ?

আন্না : নিশ্চয়ই।

চিফ পুলিশ : আঃ, জেনারেল হ'লে......। বুকের ওপর ঝিকমিক করে উঠবে কতো ষ্টার। আমি জেনারেল হ'তে চাই কেনো—জেনো ? যেখানেই যাও আগু-পিছু ছুটবে লোকের উপর লোক। ষ্টেশনে নামলে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে আমারই জন্য। সবাই প্রতীক্ষা করবে আমার জন্য,—কাউন্সিলর, ক্যাপ্টেন, সবাই। আর তারপর, গভর্ণরের বাড়ীতে সে কী আরাম ক'রে খাওয়া,—আর, ঠিক সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে চিফ পুলিশ। হাঃ, হাঃ—হাঃ। (হাসতে হাসতে ঘেমে উঠে) সেই তো মজা।

আন্না : সব সময়ই এমনি যতো বাজে কথা ভালো লাগে তোমার ? তা—খেয়াল আছে, তখন যে জীবনধারাই বদলাতে হবে। কুকুর-মুখো জজ,—আর ক্যাপটেনের সাথে চলাফেরা চলবে না। তখন তোমার বন্ধুবান্ধব হবে সব রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী......তোমার কথা

ভেবে আগে থেকেই এমন ভয় হচ্ছে,—কখন কোন বাজে কথা বলে বসবে সবার মাঝে তার ঠিক কি ?

চিফ পুলিশ : কথায় কী আর আসে যায় ?

আন্না : চিফ পুলিশ হ'লে আসে যায় না,—কিন্তু রাজধানীতে সব কিছুই আলাদা।

চিফ পুলিশ : হ্যাঁ, সেখানে নাকি হুরকমের লাড্ডু আছে,—দেখলেই জিভে জল ছুটে আসে।

আন্না : সব সময়ই বাজে কথা ! হ্যাঁ, দেখো, শহরের সবচেয়ে ভালো বাড়ীটাই হওয়া চাই আমাদের,—সেদিকে খেয়াল আছে ? ঝকমকে ড্রয়িংরুমে এমন ভুরভুর করবে সুগন্ধ যে ঢুকলেই আবেশে চোখ বন্ধ না ক'রে উপায় নেই ! (চোখ বন্ধ ক'রে গন্ধ শুঁকে) আঃ কী আরাম, কী সুন্দর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আগের সবাই এবং ব্যবসায়ীরা)

চিফ পুলিশ : ঘুঘুর দল, এবার কেমন ?

ব্যবসায়ীরা : নমস্কার।

চিফ পুলিশ : কি হে যাদুধনরা ! কি, নালিশ ক'রবি ? শয়তান, মদখোর, পাজী, ছারপোকা, জোচ্চোর, বদমাস। কি, নালিশ করবি ? এখন উল্টে পেলি কী ? ভেবেছিলি তো জেলেই দিবি আমাকে ?…… জানিস,—তোদের চোদ্দপুরুষকে শুনিয়ে বলছি—জানিস…

আন্না : আঃ, কি যা তা বকছো !

চিফ পুলিশ : (বিরক্ত হ'য়ে) যা খুশী বলবো, ঠেকায় কে এখন ? জানিস, জানিস, তোরা যার কাছে অভিযোগ করেছিস—তিনি নিজেই বিয়ে

করছেন আমার মেয়েকে ? জানিস এবার আমি কে ? জানিস ? কেমন চাঁদ মনিরা, এবার নাকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবো না ? লোককে ঠকিয়ে বেড়াস……গভর্মেণ্টের সাথে কণ্ট্রাক্ট ক'রে শেষে পচা মাল সাপ্লাই করে হাজার হাজার টাকা মারা,—আর নাম কেনার জন্যে দু'চার পয়সা দাতব্য করা ? আবার সুনাম চায় ? তা,—একবার ধরিয়ে দিলেই বুঝতে ।……পেট ফুলিয়ে শুধু ঘোরা ফেরা হয়,—"আমি কি হনুরে ! কতো বড়ো বনিকরে ! কোনো কর্তাকেই ডরাই না আমি !" রাজা মহারাজার সংগে তোর কোন তুলনা রে ? ছোটো বেলায় মার খেয়েছিস তো মনিবের,—ছিলি তো পায়ের তলার পোকা —আর এখন পেট ফুলিয়ে চলা হ'চ্ছে ? পকেটের ভারে পথই দেখিসনা ; বোতলের পর বোতল মারিস—আর ভাবিস আমাদের পায় কে ? তোদের মুখেও দিই থুথু ! জানিস ।

ব্যবসায়ীরা : (মাথা নুইয়ে) আমাদেরি দোষ, হুজুর ।

চিফ পুলিশ : কেনো, কেনো নালিশ করবি না ? এবার ব্রিজ-তৈরীর কণ্ট্রাক্ট নিয়ে হাজার টাকা দামের বাজে কাঠ চালিয়ে যখন বিশ হাজার টাকাই মারলে—তখন কে, কে মূলে ছিলো তার ? আমিই তো সাহায্য করেছি,—আর এখন মনে নেই ? তখন যদি ধরতাম তো জেলে দিতে পারতাম না ? নেমকহারামের দল, এবার ?

এক ব্যবসায়ী : ভগবানের বিচারে দোষী আমরাই । দুর্বুদ্ধি হয়েছিলো আমাদের । ম'রে গেলেও কোনো দিন আর অভিযোগ করবোনা । যা খুশী আদায় করে নিন,—শুধু ক্রুদ্ধ হবেন না ।

চিফ পুলিশ : ক্রুদ্ধ হবেন না,—এখন পায়ে গড়াগড়ি হচ্ছে ! কিন্তু কেনো ? কারণ এবার যে আমার পালা । কিন্তু এই তোরাই সুযোগ পেলে— শয়তানরা, তোরাই আমাকে কাদার তলে কবর দিয়েও ছাড়তিস না ।

এক ব্যবসায়ী : পায়ে পড়ি বাবু ! আমাদের মারবেন না ।

চিফ পুলিশ : "আমাদের মারবেন না।"...এখন "আমাদের মারবেন না।" কেনো আগে ছিলে কোথায়? এখন ইচ্ছে করলে (হাত বাগিয়ে) —না, তোদের মারবো না, প্রতিশোধ নেবো না। কিন্তু এবার থেকে সাবধান! জানোতো কে আমার জামাই? হ্যাঁ, তোমরা সময় মতো এসে এ ব্যাপারে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাবে—মানেটা বুঝলে তো? দুএক টুকরো জিনিষ দিয়েই ফাঁকি দিলে চলবেনা...যাও পালাও, পালাও, এবার। (সবার প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(আগের সবাই, জজ ও আর্টেমি এবং কিছু পরেই ফিডর লিউলিউকভ

লিপাকিন টিপাকিন : (দোর দিয়ে ঢুকেই) একি সত্যি শুনছি, এণ্টন এণ্টনভিচ্! সত্যিই কি এই অভাবিত সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে আপনার জীবনে?

আর্টেমি : আপনার এই অপূর্ব সৌভাগ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুনেই আমার সমস্ত প্রাণ নেচে উঠছে (আন্নার কাছে এগিয়ে) আন্না এণ্ড্রিয়েভনা, নমস্কার। (মেরিয়ার কাছে এগিয়ে) মেরিয়া নমস্কার।

ফিডর লিউলিউকভ : (ঘরে ঢুকেই) অভিনন্দন, আমার অভিনন্দন, আমার আন্তরিক অভিনন্দন! আপনার এবং নবদম্পতির জীবন দীর্ঘতর হোক এবং নাতিনাতিনী পরম্পরায় উজ্জ্বল হোক আপনার নাম, অক্ষয় হোক! আন্না এণ্ড্রিয়েভনা, (এগিয়ে গিয়ে) নমস্কার! (মেরিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে) নমস্কার!

চতুর্থ দৃশ্য

(আগের সবাই, সস্ত্রীক আইভান রাষ্টাকোভস্কি ও ষ্টেপান করবকিন)

আইভান রাষ্টাকোভস্কি : এণ্টন এণ্টনভিচ্ আমার আন্তরিক অভিনন্দন। (আন্নাকে) নমস্কার, (মেরিয়াকে) নমস্কার।

রাষ্টাকেভ্স্কির স্ত্রী : আপনার এই নতুন আনন্দে আমাদেরো আনন্দ,— আন্না এণ্ডিয়েভ্না।

ষ্টেপান করবকিন : আপনার এই আনন্দের ব্যাপারে সর্বান্তঃকরণেই আনন্দ প্রকাশ কচ্ছি আমি। (আন্নাকে নমস্কার ক'রে, এবার দর্শকদের দিকে ফিরে বিজয়ী ভংগীতে জিভ দিয়ে 'চক্' ক'রে শব্দ করলো) —এই যে, নমস্কার। (মেরিয়াকে নমস্কার ক'রে দর্শকদের দিকে ঘুরে আবারো সেই আগের শব্দ।)

পঞ্চম দৃশ্য

(আরো অনেক অতিথি প্রবেশ ক'রে প্রথমে আন্নাকে, পরে মেরিয়াকে নমস্কার করলো ; তখনি ডব্চিনস্কি ও বব্চিনস্কি ঠেলেঠুলে ঢুকলো ভেতরে)

বব্চিনস্কি : অভিনন্দন, এবং তার সংগে এই অভিবাদন।

ডব্চিনস্কি : অভিনন্দন, আন্তরিক অভিনন্দন। শত অভিনন্দন, সহস্র অভিনন্দন।

বব্চিনস্কি : কী সুখের সংবাদ !

ডব্চিনস্কি : কী সুখের সংবাদ, আন্না এণ্ড্রিয়েভ্না।

বব্চিনস্কি : এই নমস্কার ! (আন্নাকে)

(দুজনেই আন্নার হাত ধরতে গিয়ে মাথায় ঠোকাঠুকি খায়)

ডব্চিনস্কি : আন্না এণ্ড্রিয়েভ্না। (প্রায় হাত ধরে) আপনাকে অভিনন্দন ! আপনি এখন খুবি সুখে থাকবেন, পরে বেড়াবেন সোনার পোষাক, সোনার থালায় খাবেন কতো খাবার। দিনরাত কেটে যাবে স্বপ্নের—

বব্চিনস্কি : (বাধা দিয়ে) মেরিয়া, আমার প্রাণের অভিনন্দন। ভগবান তোমাকে ধনদৌলত ও মান সম্মান দিন, আর শিগগিরি দিন একটি

পুত্ররত্ন,—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) ঠিক এর চেয়ে বড়ো নয়,—এতো ছোটো যে তোমার হাতের আঙুলের উপরেই ঠিক বসাতে পারবে। হ্যাঁ সত্যি! আর সব সময়েই সে কাঁদবে শুধু—ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(আরো অনেকে এসে আন্না এণ্ড্রিয়েভ্‌নাকে অভিনন্দন জানালো,
—তার মধ্যে লুকালুকিচ ও তার স্ত্রী।)

লুকালুকিচ : আমার আন্তরিক……

লুকালুকিচের স্ত্রী : (সামনে দৌড়ে এসে বাধা দিয়ে) আন্নাদি, আমার আন্তরিক অভিনন্দন! (দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলো) সত্যি, এতো খুসী হয়েছি আমি। প্রথমে শুনলাম আমাদের আন্নাদি তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। "ও তাই নাকি?" ভাবলাম এবং এবং তক্ষুনি আমি তোমাদের লুকিডুকিকে বললাম—"শুনছো, কি আনন্দের কথা, আমাদের আন্নাদির কি সৌভাগ্য। ভাবলাম, সত্যি, এ ভগবানেরই আশীর্বাদ। আর সেই থেকেই আমার বুকের মধ্যটা এমন ঠেলেঠেলে উঠ্‌ছিলো যে নিজ মুখেই বলতে এলাম আন্নাদিকে। বলছিলাম—হ্যাঁ, আন্নাদি মেয়ের জন্য ভালো বর খুঁজছিলো, এবার দেখো,—ভগবান আজ কেমন বর জুটিয়ে দিলেন। একেবারে মনের মতো! সত্যি, শুনে এতো আনন্দ হ'লো যে কথাই বলতে পারলাম না। শুধু কাঁদতে লাগলাম,—একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। লুকিডুকি এসে বললো—"আঃ নাস্‌টাংকা, এতে কাঁদবার কি আছে?" আমি বললাম—"কেনো, কি ক'রে বলবো,—চোখের জল যে আপনিই ঝ'রে পড়ছে।"

চিফ পুলিশ : আপনাদের সবাইকে অনুরোধ কচ্ছি,—আপনারা বসুন সবাই। এই মিশ্‌কা নিয়ে আয়, আরো চেয়ার নিয়ে আয়।

সপ্তম দৃশ্য

(আগের সবাই, পুলিশ ক্যাপটেন এবং দু তিনজন পুলিশ)

পুলিশ ক্যাপটেন : সর্বান্তঃকরণে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি,—ভগবান আপনাকে সুখে সম্পদে রাখুন !

চিফ পুলিশ : ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, আপনাদের সবার শুভ ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। বসুন, সবাই বসুন।

লিপাকিন টিপাকিন : এণ্টন এণ্টনভিচ, এবারে বলুন তো এক এক ক'রে সব ঘটনা।

চিফ পুলিশ : ব্যাপারটা আগাগোড়াই আশ্চর্যজনক। অনুগ্রহ ক'রে তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করলেন সব।

আন্না : এবং বেশ সসম্মানে, ভদ্র ও মার্জিতভাবে। সত্যিই চমৎকার ! বললেন—"আন্না এণ্ডিয়েভ্‌না ! আপনার বহু গুণের দিকে চেয়েই আমার এই আগ্রহ।" আর, কি সম্ভ্রান্ত বংশ, কি সম্মানিত লোক তিনি ! তারপরেই বললেন— "বিশ্বাস করুন, আমার দিক থেকে এ অতিরিক্ত আকাংখা, তবে এক মাত্র আপনার দিক চেয়েই !"

মেরিয়া : না, মা, এ কথা তো বলছিলেন আমাকে।

আন্না : আঃ থাম, যা জানোনা বলতে আসো কেনো ! সবটাতেই মাথা গলানো ! তিনি বলছিলেন—"আন্না এণ্ড্রিয়েভ্‌না, আপনি আশ্চর্য নারী"—তারপরেই সে কি প্রশংসা ! কিন্তু তারপরেই যখন বললাম— "এমন উচ্চ সম্মান গ্রহণ করতে ভরসা পাচ্ছিনা"—তখন হঠাৎ তিনি নতজানু হ'য়ে বললেন—"আমার জীবনটা মাটি ক'রে দেবেন

না,—আমার দিকে ফিরে তাকান, নইলে আমি আত্মহত্যাই ক'রে বসবো।"

মেরিয়া : হ্যাঁ সত্যি, একথা তো বলেছেন আমাকে।

আন্না : তা তোমার কথাই বলছিলেন,......তাতো না বলছিনা।

চিফ পুলিশ : আমি তো তখন ভয়ে একেবারে কাঠ...আত্মহত্যাই করবেন যে ! "বিষ খেয়ে মরবো, বিষ খেয়েই মরবো আমি"—বলছিলেন।

অতিথিরা অনেকে : সত্যি, একি সত্যি ?

লুকালুকিচ : আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য ! নিশ্চয়ই এ ভাগ্যের খেলা !

আর্টেমি : ভাগ্য নয়, ভাগ্য তো চঞ্চল, হুজুর নিজের গুণেই পেয়েছেন এই সম্মান।

লিপাকিন টিপাকিন : তা আপনি যে কুকুরের বাচ্ছাটা চাচ্ছিলেন কিছুদিন থেকে,—সেটা আজকেই দিয়ে যাবো স্যার !

চিফ পুলিশ : না, এখন আর আমার কুকুরের দরকার নেই।

লিপাকিন টিপাকিন : তা ওটা না হয়, বেছে নেবেন আর একটা।

করবকিনের স্ত্রী : আন্নাদি, আপনার এই সৌভাগ্যে কী যে খুসী আমি।

করবকিন : আচ্ছা উনি এখন আছেন কোথায় ? জরুরী কাজেই নাকি চলে গেছেন।

আন্না : কাকার আশীর্বাদ চাইতে গেছেন।

চিফ পুলিশ : আশীর্বাদ চাইতে,—এই কালকেই...(হাঁচি, এবং সংগে সংগেই সমবেত শুভেচ্ছা বর্ষণ) ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,—কিন্তু কালকেই ফিরছেন তিনি...(আবার হাঁচি, আরও সমবেত শুভেচ্ছা বর্ষণ ; নিম্ন-লিখিত কয়েকজন অন্যের অপেক্ষা আরো জোরে কথা বলছে)।

পুলিশ ক্যাপটেন : মংগল হোক আপনাদের।

বব্‌চিনস্কি : আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন ভগবান।

আর্টেমি : মংগল হোক।

করবকিনের স্ত্রী : মংগল হোক!

চিফ পুলিশ : সবাইকেই আমার ধন্যবাদ, আপনাদেরো মংগল কামনা কচ্ছি।

আন্না : এখন থেকে আমরা পিটার্সবার্গেই থাকবো ভাবছি। এ শহর যা গেঁয়ো, যা নোংরা, এখানে থাকতে পারে মানুষ?...তা ছাড়া, আমার স্বামী হচ্ছেন এবার জেনারেল!

লুকালকিচ : ভগবান করুন, এই যেনো হয়!

রাষ্টাকোভস্কি : মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, ভগবানের কাছে তা একান্ত সহজ!

লিপাকিন টিপাকিন : হ্যাঁ, তাল গাছই ঠেলে ওঠে সবার উপরে।

আর্টেমি : আপনার গুণরাশি এই সম্মানের সম্পূর্ণই উপযুক্ত।

লিপাকিন টিপাকিন : (স্বগত) একেবারে জেনারেল? এ যে বানরের গলায় মুক্তো! কেনো, আমরা ছিলাম না?

আর্টেমি : (স্বগত) জেনারেল? কি জানি, কিছুই বলা যায় না...... লোকটার মোসাহেবির জোর আছে বটে! (ফিরে) দেখুন, আমাদের ভুঁলে যাবেন না যেনো।

লিপাকিন টিপাকিন : কখনো যদি,—মানে তেমন কোনো পোষ্ট খালি হয় তো আমার কথা ভুলবেন না।

রাষ্টাকোভস্কি : সামনের বছরেই ছেলেকে সরকারী চাকুরীতে ঢোকাতে চাই,—আপনার অনুগ্রহ ছায়ায় রাখবেন একটু! অনাথ ছেলেটাকে বাবার মতোই দেখবেন।

চিফ পুলিশ : আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয় তা—

আন্না : ব'লে দিতে আর বাঁধছে না! তুমি সময়টা পাবে কোথায় শুনি? আর, কেনোই বা করতে যাবে? এই সব বাজে বোঝা ঘাড়ে নিতে যাবে কেনো?

চিফ পুলিশ : না, না, সেকি কথা ! এদের জন্যেও তো কিছু করা উচিত।

আন্না : তা করা উচিত,—কিন্তু চুনো পুঁটিকে তো আর রুই কাতলা করা যায় না।

করবকিনের স্ত্রী : দেখলে, দেখলে তো, কি রকম ব্যবহার ?

এক মহিলা অতিথি : ওর কথার শ্রীই অমন ! বসতে পেলেই মাথায় উঠতে চায় !

অষ্টম দৃশ্য

(আগের সবাই,—হাঁপাতে হাঁপাতে পোষ্টমাষ্টারের প্রবেশ,
হাতে একটা খোলা খাম।)

পোষ্টমাষ্টার : সর্বনাশ ! সবাই যাকে মনে ক'রেছি গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর—.
আসলে তিনি ইন্‌স্‌পেক্টরই না !

সবাই : এঁ ইন্‌স্‌পেক্টর না ?

পোষ্টমাষ্টার : না, একেবারেই না। এই যে চিঠি !

চিফ পুলিশ : কি, কি, কোন চিঠি ?

পোষ্ট মাষ্টার : কেনো, তার নিজেরই চিঠি। পোষ্ট অফিসে চিঠি পেলাম একটা ; ঠিকানা লেখা পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, দেখেই তো অবাক ! ভাবলাম, পোষ্ট অফিসের কোনো দোষ ত্রুটির বিরুদ্ধেই রিপোর্ট যাচ্ছে। কাজেই খুললাম।

চিফ পুলিশ : কোন সাহসে আপনি—

পোষ্টমাষ্টার : তা ব'লতে পারবো না। রাণারকে দিয়ে এক্সপ্রেসেই পাঠাচ্ছিলাম, কিন্তু কী যে হ'লো হঠাৎ······! খুলতে গিয়েই সর্বাংগ যেনো হিম হ'য়ে এলো, মাথা ঘুরে প'ড়েই যাচ্ছিলাম প্রায়।

চিফ পুলিশ : কিন্তু এমন মহামান্য লোকের চিঠি কোন সাহসে খুললেন আপনি ?

পোষ্টমাষ্টার : কথাটা তো সেইখানেই ! মহামান্য ন'ন তিনি মোটেই—কিছুই ন'ন।

চিফ পুলিশ : তবে আপনার মতে তিনি কি ?

পোষ্টমাষ্টার : কিছুই না,—কে জানে কি ?

চিফ পুলিশ : মানে ? কেউনা ব'লছেন, আপনার সাহসটা কি ? জানেন, এক্ষুনি আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট ক'রতে পারি ?

পোষ্টমাষ্টার : কে,—আপনি ?

চিফ পুলিশ : হ্যাঁ, এই আমিই।

পোষ্টমাষ্টার : অতো বড়ো হননি এখনো।

চিফ পুলিশ : জানেন ? জানেন, কে আমার জামাই ? এবার জেনারেল হ'য়ে আপনাকে শুদ্ধ সাইবেরিয়ায় পাঠাতে পারি, জানেন ?

পোষ্টমাষ্টার : রেখে দিন এণ্টন এণ্টনভিচ, সে আশা এখনো অনেক দূরে—সে গুড়ে বালি। আগে চিঠিটাই শুনুন না।

সবাই : পড়ুন, পড়ুন।

পোষ্টমাষ্টার : (পড়ে যায়)—"প্রিয় বন্ধু, সত্যিই কি সব অসম্ভব ঘটনাই যে ঘটে যাচ্ছে আমার জীবনে। পথে একটা পুলিশ আমার সব টাকা পয়সা হাত ক'রে ছেড়ে দেয়। ফলে, বাকীতে খাওয়ার জন্য হোটেলের ম্যানেজার তো আমাকে জেলেই দেয় আর কি! তখন একদিন আমার এই শহুরে পোষাক পরিচ্ছদ দেখেই গোটা শহরটাই ঠিক ক'রে ফেললো—আমিই খোদ গভর্ণর জেনারেল! অর্থাৎ আছি এখন আরামেই,—চিফ পুলিশের বাড়ির বিশিষ্ট অতিথি আমি। বেড়ে আছি, তার স্ত্রী ও মেয়ের সংগে চলছে মন্দ না! এখনো অবিশ্যি ঠিক করিনি, কাকে নিয়ে লেগে পড়বো! তা মেয়ের চেয়ে মা-টিই,

হ্যাঁ সেই যেনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে অধীর। মনে আছে বন্ধু, কতোদিন কি ভাবে কেটেছে, চালবাজির জোরেই খাবার জুটেছে। একদিন এক ময়রার দোকানে সেই পেট ভ'রে খাওয়ার পরে দোকানদার দাম চাইতেই বলেছিলাম,—আমাদের বিল পাঠাবে ইংলণ্ডের সম্রাটের কাছে। আর সে কি গলাধাক্কা ! মনে আছে তো ? আর আজ হ'লো উল্টো দান। টাকাপয়সা, খাবারদাবার, যা খুশি—ইংগিতেই এগিয়ে আসছে হাতের কাছে। সে কি মজা ! তুমি তো পত্রিকায় লেখো,—এদের এবারে গেঁথে ফেলো। চিফ পুলিশটি একটি পয়লানম্বর গাধার শালা গাধা !"

চিফ পুলিশ : না, না, এ অসম্ভব।

পোষ্টমাষ্টার : (চিঠি দেখিয়ে) বেশ নিজেই প'ড়ে দেখুন।

চিফ পুলিশ : (পড়ে) "গাধার শালা গাধা" না, না এ অসম্ভব, এ আপনি নিজেই লিখে এনেছেন।

পোষ্টমাষ্টার : আমি লিখতে যাবো কেনো ?

আর্টেমি : পড়ুন।

লুকা লুকিচ : পড়ুন, পড়ুন।

পোষ্টমাষ্টার : চিফ পুলিশটি "গাধার শালা গাধা।"

চিফ পুলিশ : সে তো জানাই হ'লো, আবার পড়া কেনো ?

পোষ্টমাষ্টার : (পড়ে) "পোষ্টমাষ্টার একটি আচ্ছা চিজ !"—(থেমে) এর পরে আছে আরো অনেক অভদ্র কথা।

চিফ পুলিশ : না, পড়ুন।

পোষ্টমাষ্টার : প'ড়ে আর কি হবে ?

চিফ পুলিশ : প'ড়ছেন যখন পড়ুনই না। সবই পড়ুন।

আর্টেমি : আচ্ছা আমিই প'ড়ছি, (চশমা নিয়ে প'ড়তে লাগলো) "পোষ্টমাষ্টারটি ঠিক যেনো আমাদের দ্বিতীয় ক্যাবলা কান্ত, আস্ত একটি হালের বলদ আর কি !

পোষ্টমাষ্টার : (দর্শকদের দিকে) ব্যাটা শয়তান, তোমার দরকার উপযুক্ত শিক্ষা।

আর্টেমি : (প'ড়তে থাকে) দাতব্য-কেন্দ্রের সু—সু—সুপার···(তোতলায়)

করবকিন : আঃ থামছেন কেনো ?

আর্টেমি : লেখাটা এমন······পড়াই যাচ্ছেনা। লোকটি দেখছি আস্তো একটি পাজি।

করবকিন : আরে মশাই আমাকে দিন না, আমার দৃষ্টি বেশ চোখাই আছে।

আর্টেমি : (চিঠিটা আকড়ে রেখে) না, না, এ জায়গাটা তো ছেড়ে গেলেই হয় ; পড়া যাচ্ছেনা যখন।

করবকিন : বেশ তো আমিই প'ড়ে দিচ্ছি।

আর্টেমি : হ্যাঁ; পড়তে হ'লে আমিই পড়ছি······এর পর থেকে অবিশ্যি পড়াই যাচ্ছে বেশ।

পোষ্টমাষ্টার : না, না, সবটা পড়ুন, সবি তো পড়া যাচ্ছিলো।

সবাই : চিঠিটা ওকেই দিন না আর্টেমি ফ্লিপ্‌পোভিচ ওকে দিন, পড়ুন এবার।

আর্টেমি : দেখুন এই যে (চিঠিটার একটা অংশ হাত দিয়ে টিপে রেখে) এখান থেকে পড়ুন। (সবাই এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়)

পোষ্টমাষ্টার : পড়ুননা ? একি হচ্ছে ? সবটাই পড়ুন।

করবকিন : (পড়ে) দাতব্য-কেন্দ্রের সুপারভাইজার একটি শ্রীযুক্ত শূয়োর।

আর্টেমি : (দর্শকদের দিকে ফিরে) এটা কি একটা ঠাট্টা হ'লো ? শ্রীযুক্ত শূয়োর,—শূয়োর আবার শ্রীযুক্ত হয় কখনো ?

করবকিন : স্কুল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গায়ে পর্যন্ত মদের গন্ধ।

লুকা লুকিচ : (দর্শকদের দিকে) কিন্তু সাত জন্মেও যে মদ ছুঁয়ে

লিপাকিন টিপাকিন : (স্বগত) বাঁচিয়েছে যা হোক,—আমি তো রেহাই পেলাম।

করবকিন : "জঞ্জটি একটি……"

লিপাকিন টিপাকিন : (চট ক'রে কেড়ে নিয়ে ; উচ্চস্বরে)—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, খুবি লম্বা চিঠি,—তার মানে, সব পড়ে কাজ কি ?

লুকা লুকিচ : না, না, পড়ুন।

পোষ্টমাষ্টার : সব পড়ুন।

করবকিন : "লিপাকিন টিপাকিন ! আঃ, গুনের তো একেবারে জাহাজ ! একটি মুভিটোন বিশেষ !……" (থেমে) এটা বোধ হয় কেনো ফরাসী শব্দ।

লিপাকিন টিপাকিন : ফ্রেঞ্চ শব্দ ; শব্দটার অর্থ জুয়াচোর, ঘুষখোর গোছের কিছু একটা হবে……ভাগ্যিস্, আরো খারাপ কিছু নয় !

করবকিন : (পড়ে) তবে এরা বেশ অতিথিপ্রিয় এবং সহৃদয়। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই। দেখো, আমিও লেখক হতে চাই তোমার মতো। এমন ধারা জীবন কাটাতে ভালোই লাগছে না আর,—প্রানের খোরাক চাই তো ? বড়ো কিছু না হ'লে এখন আর মন ভরে না। স্যারাটফ জিলায় পদ্‌কাভিলোভা গ্রামে লিখবে আমার কাছে। (চিঠিটা পালটে ঠিকানা পড়ে যায়) টু আইভান ভ্যাসিলিভিচ ত্রিয়াপিচকিন, এস্‌কোয়র, থার্ড ফ্লোর, ৯৭নং, আঙিনা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে, পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, সেণ্ট পিটার্সবার্গ।

একজন মহিলা : ওঃ কী নিদারুণ …… !

চিফ পুলিশ : ওঃ, আমার গলাটাই কেটে গেছে শয়তান। আমি সে ম'রে গেছি,—ম'রে ভূত হয়ে গেছি !…চোখে যে সব অন্ধকার……ওরে ধরে আন, এক্ষুনি ধরে আন (হাত বাড়িয়ে)

পোষ্টমাষ্টার : কি ক'রে ধরবেন আর, আপনার কথা মতো খুব ভালো ঘোড়াই ঠিক ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

করবকিনের স্ত্রী : কী লজ্জা,—ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা

লিপাকিন টিপাকিন : এদিকে, আমার কাছ থেকে মেরে নিয়েছে তিনশ টাকা।

আর্টেমি : আমার কাছ থেকেও তিনশ !

পোষ্টমাষ্টার : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তিনশ আমার কাছ থেকেও।

ডব্‌চিনস্কি : আমার পঁয়ষট্টি, হ্যাঁ স্যার, পুরো পঁয়ষট্টি।

লিপাকিন টিপাকিন : (ঘাড় কুঁচকে) কি ক'রে হলো এমন, কি ক'রে এমন মারাত্মক ভুল করলাম আমরা !

চিফ পুলিশ : (কপালে আঘাত ক'রে) আমি—আমিও যে কি ক'রে—এতোটা বয়স হয়েছে—বুড়ো গর্দভ ! আমার কাণ্ডজ্ঞানই লোপ পেয়েছে……ত্রিশ বছর আছি এই চাকরীতে,—একটি ব্যবসায়ী, একটি কণ্ট্রাক্টর পর্যন্ত আমার নাগাল পায়নি,—চোর, জুয়োচোর, ঠক্‌দারদের পর্যন্ত ঠকিয়েছি। ত্রিভুবন যারা ওলটপালট করতে পারে, তাদের পর্যন্ত ওলটপালট ক'রে ছেড়েছি,—নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়েছি তিন তিনটা গভর্ণরকে পর্যন্ত ! আমার কাছে আবার গভর্ণর ! (হাত দিয়ে) গভর্ণর তো তুচ্ছ।

আন্না : এ যে অসম্ভব ! মেরিয়া যে তার বাগদত্তা।

চিফ পুলিশ : (রাগের সংগে) বাগদত্তা ? বাগদত্তা না তোমার…… বাগদত্তা ! আমার মুখের সামনে এতো বড়ো কথা ? (হতাশ্বাসে) দেখো, এবার দেখো সমস্ত পৃথিবী, দেখো বিশ্ববাসী, দেখো : চিফ পুলিশ নিজের মাথায় কি ক'রে নিজেই ঘোল ঢাললো। আস্তো গর্দভ, বুড়ো গর্দভ, গাধার শালা গাধা। (নিজের মুখের উপর ঘুষি বাগিয়ে) ব্যাটা কানকাটা বাপের কুপুত্র ! ব্যাটা গর্দভ,—একটা লোফার হ'লো

তোর নামজাদা লোক! আর, এখন সে চারদিকে ছড়াবে তার বিজয় কাহিনী! ওঃ কী লজ্জা, কী অপমান! আর, শুধু তাতেই কি রেহাই? কার্টুন হবে পত্রিকায় পত্রিকায়,—নানাদিক থেকে নাকাল ক'রে তবে ছাড়বে! ওঃ, তাই ভেবেই তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আমার এই বড়ো পোষ্টকেও কি রেহাই দেবে? চারদিক থেকে সবাই হাসবে আর ভেঙ্‌চি কাটবে। কী, হাসছিস, হাসছিস? কেনো, কেনো হাসছিস, তোর বাবাকে দেখে হাসছিস? (রেগে সে মেজেতে লাথি মেরে) একবার পেতাম,—পেতাম ওই সব শয়তান লেখকদের, স্বদেশীওয়ালাদের,—পেতাম পেতাম একবার মুঠোর মধ্যে, এক সংগে গুঁড়িয়ে দিতাম না? (ঘুষি বাগিয়ে, লাথি মেরে) ওঃ, ওঃ, আর যে সহ্য হয় না। ভগবান যখন শাস্তি দিতে চান, এমন ক'রেই বুদ্ধি লোপ পায়। সেই ঝোড়ো কাকটার মধ্যে কি ছিলো গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টরের, কিছুই না! এক বিন্দুও না। কিন্তু হঠাৎ যেই একজন বলে উঠলো—"ইন্‌স্‌পেক্টর, গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর!"—হ্যাঁ, কে—কে প্রথম বলেছে সে-ই গভর্মেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর! কে,—কে বলেছে?

আর্টেমি : (ঘাড় কুঁচকে) ম'রে ভূত হ'লেও বলা যাবে না এমনটা সম্ভব হলো কী ক'রে? সবি গ্রহের ফের, সবি।

লিপ্যাকিন টিপ্যাকিন : কে বলেছে? ওই, ওই যে দুটি (বব্‌চিনস্কি ও ডব্‌চিনস্কিকে দেখিয়ে)!

বব্‌চিনস্কি : না, কখনো না, মোটেই না, আমি না। এমন কি কোনোদিন ভাবিও নি।

ডব্‌চিনস্কি : আমি—আমি জানিনা কিছুই,...কিছুই জানিনা......

আর্টেমি : না আপনারাই।

লুকা লুকিচ : হ্যাঁ আপনারাই! হোটেল থেকে ছুটে এসেই চেঁচাতে

লাগলেন…এসেছেন তিনি…এক পয়সা দেনও না চানও না, কাজেই তিনি …

চিফ পুলিশ : হ্যাঁ, ঠিক তোমরাই ! যা তা রটিয়ে বেড়ানো হয় ? না ? মিথ্যেবাদীর দল !

আর্টেমি : মরো গে, মরণ হয় না তোমাদের !

চিফ পুলিশ : তোমরাই শহরময় সব গোল পাকিয়ে বেড়াও, গুজব রটাও—পেটমোটা শয়তানের দল ।

লিপাকিন টিপাকিন : এখন একবারে ভেজা বেড়াল ! (সবাই তাদের ঘিড়ে ধরে)

বব্‌চিনস্কি : আমি না স্যার এই ডব্‌চিনস্কি ।

ডব্‌চিনস্কি : আমি না স্যার, এই বব্‌চিনস্কিই প্রথম ।

বব্‌চিনস্কি : না, না, তুমিই প্রথম…

শেষ দৃশ্য

(আগের সবাই এবং একজন বিশিষ্ট পুলিশের প্রবেশ)

বিশিষ্ট পুলিশ : মহামান্য সম্রাটের আদেশে এক অফিসার এসে পৌঁছেছেন, —এক্ষুনি আপনারা সবাই তার সামনে উপস্থিত হবেন,—এই তার আদেশ ! উঠেছেন তিনি হোটেলে ।

(এই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র বজ্রাহতের মতো থমকে গেলো সবাই, সমস্ত মহিলাদের মুখ থেকে এক সংগে বেরিয়ে এলো বিস্ময় ধ্বনি ! সবাই হঠাৎ 'পজিশন' বা অভিনয়-রূপ বদলে স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো) ।

মূক অভিনয়

(অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সবাই)

চিফ পুলিশ ঠিক মাঝখানে একটা থামের মতো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে,—হাত দুটি প্রসারিত, পিছনে ঝুলে পড়েছে মাথাটা; ডান দিক থেকে তার স্ত্রী আর মেয়ে ছুটে এসে তাকে ধরবার ভংগীতে। তার পরেই পোষ্টমাষ্টার দাঁড়িয়ে আছে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো—দর্শকদের মুখোমুখী। তার পরে লুকালুকিচ সরল বিস্ময়ে বিমূঢ়, ঠি° একটি হাবার মতো। তারও পেছনে প্রায় সিনের প্রান্তে তিনটি মহিলা এ ওর গায়ের উপর ঢ'লে পড়ছে রসালো বিদ্রূপের ভংগীতে, বিদ্রূপ দৃষ্টি পুলিশের পরিবারের উপরেই। চিফ পুলিশের বাঁ দিকে আর্টেমি মাথাটা একপাশে হেলানো,—যেনো শুনছে কিছু। পরেই লিপাকিন-টিপাকিন, হাত দুটি প্রসারিত,—মেজেতে প্রায় প'ড়ে যাবার মতো, কিন্তু তখনো সে বিড় বিড় করছে "এই তো দশা তোমার, আন্না এণ্ড্রিয়েভ্‌না!" তার পরেই করবকিন দর্শকদের দিকে ঘুরে, এক চোখ বুঁজে ভেংচী কাটছে চিফ পুলিশের দিকে। একেবারে ডান প্রান্তে ডব্‌চিনস্কি ও বব্‌চিনস্কি; এ ওর দিকে হাত বাগিয়ে এগিয়ে আছে। তাদের মুখ হাঁ-করা—গোল গোল চোখ ক'রে এ ওকে খেতে যাচ্ছে যেনো। অন্যান্য অতিথিরা দাঁড়িয়ে আছে পাষাণ মূর্তির মতো। প্রায় দেড় মিনিট পর্যন্ত সমস্ত নায়ক-নায়িকারাই একই ভাবে দাঁড়িয়ে।

যবনিকা পতন